Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3120

* শ্রীসদ্‌গুরবে নমঃ *

॥ ওঁ তৎসদ্‌ব্রহ্মণে নমঃ ॥

বিচার-ধারা

(৮টি প্রবন্ধের সমষ্টি)

* * * *

ব্রহ্ম ব্রহ্মময়োঽহং স্যামিতি যদ্বেদনং ভবেৎ।
তদেতন্নির্গুণং ধ্যানমিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥
অহমেব পরং ব্রহ্ম পরমাত্মানমব্যয়ম্।
এবং যদ্বেদনং তচ্চ সগুণং ধ্যানমুচ্যতে॥
(যোগিযাজ্ঞবল্ক্য, ৯।৮,৩৯)

* * * *

লেখক ঃ

পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী

শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ

শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামীজী

শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ

ব্রহ্মমূর্ত্তিস্ত্বমাচার্য্যস্ত্বাং নমামি পুনঃ পুনঃ।
ত্বৎপ্রসাদাদ্ গুরো জ্ঞানং প্রাপ্তোঽস্মি যন্ময়েপ্সিতম্॥
(শ্রীশঙ্করতীর্থঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

Bhadaini, Varanasi-1

No 3/225

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/225
1/81

* শ্রীসদ্‌গুরবে নমঃ *

॥ ওঁ তৎসদ্‌ব্রহ্মণে নমঃ ॥

বিচার-ধারা

(৮টি প্রবন্ধের সমষ্টি)

* * * *

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥"
(কঠোপনিষৎ, ১।২।২৪)

"প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং
মন্যন্তে, স আত্মা, স বিজ্ঞেয়ঃ।"
(মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, ৭)

* * * *

লেখক :
পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী
শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ
শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামীজী
শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ

পুনর্মুদ্রণের জন্য দক্ষিণা—দুই টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
শ্রীলালমোহন মুখোপাধ্যায়,
নিষ্ঠারত্ন, তত্ত্ববিনোদ, এম-এ, বি-এল,
৭।১। বি কুণ্ডু রোড, ভবানীপুর,
কলিকাতা-২৫।

পরমারাধ্যপাদ অনন্তশ্রীশ্রীগুরুদেব লিখিত এই অমূল্য প্রবন্ধ সন ১৩৬৩ সালের ৬ই শ্রাবণ গুরু-পূর্ণিমা উপলক্ষে শ্রীমতী বিভাবতী দেবী কর্ত্তৃক গ্রন্থাকারে নিবেদিত হইল।

মুদ্রাকর—
শ্রীরণেন্দ্রনাথ সেন
দি মিডল্যাণ্ড প্রেস
৫১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/225

ওঁ

পাতনিকা

"দীর্ঘসংসাররোগস্য বিচারো হি মহৌষধম্।" (যোগবাশিষ্ঠ)।

এমন কোন বিষয় নাই, যাহার স্বরূপ বিনা বিচারে নির্ণীত হয়। বিচারই সাধুদিগের গতি, বিচার না করিলে মোহভঙ্গ হয় না, অজ্ঞানের নাশ হয় না। বিচার ব্যতীত বিদ্বান্‌দিগের অন্য উপায় নাই। সাধুগণের বুদ্ধি বিচার-বলেই অশুভ পরিত্যাগপূর্ব্বক শুভ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিচার দ্বারাই ধীমান্‌গণের বল, বুদ্ধি, তেজ, প্রতিপত্তি, ক্রিয়ানুষ্ঠান ও তাহার ফল এই সমুদয় সফল হয়। কি যুক্ত, কি অযুক্ত, কি সত্য, কি মিথ্যা, তাহা নিশ্চয় করিবার পথে, বিচার মহাদীপস্বরূপ। যথোচিত বিচারশক্তির অভাববশতঃই মানুষ, যাঁহা হইতে প্রকৃত কল্যাণ হয়, যিনিই বস্তুতঃ কল্যাণময়, তাঁহাকে জানিতে চায় না, তাঁহাকে জানিবার প্রয়োজন অনুভব করে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁহারা নাস্তিক, যাঁহারা বিচারের বিশুদ্ধ বা পূর্ণরূপ দেখেন নাই, যাঁহারা সর্ব্বশক্তিমানকে (সর্ব্বশক্তির কেন্দ্রভবনকে) ত্যাগ করিয়া, পরিচ্ছিন্ন সুখের জন্য, ক্ষুদ্র বা পরিচ্ছিন্ন শক্তির উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, কেবল বিচার দ্বারাই আমরা শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, বিচার দ্বারাই দুর্ব্বিজ্ঞেয় জাগতিক রহস্যের ভেদ হইয়া থাকে, বিচারশক্তিই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান, অসাধারণ অধিকার, ইহাঁই ইতর জীবসঙ্ঘ হইতে মানুষকে বিশেষিত করে।—"By reason only one can attain to a correct knowledge of the world and a solution of its great problems. Reason is man's highest gift, the only prerogative that essentially distinguishes him from the lower animals." (The Riddle of the Universe, page 6, by E. Haeckel.)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি বিচারবিহীন, তমোগুণের আধিক্য ও সত্ত্বগুণের হ্রাসবশতঃ যাঁহার বিচারশক্তির স্ফুরণ হয় না, তিনি মৃত বা জড়বৎ সন্দেহ নাই। এই কারণে 'অন্নপূর্ণা উপনিষদে' ও 'পদ্মপুরাণে' উক্ত হইয়াছে—"গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোঽপি বা। ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত এব চ॥" যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা বিচারপর নহে, তাহাকে মৃত বলিয়াই জানিবে, সে শ্বাস-প্রশ্বাস আহার প্রভৃতি জীবিতের কর্ম্ম করিলেও, বস্তুতঃ জীবিত নহে, তাহার জীবন অনর্থক।

পুনঃ পুনঃ বিচার কর; আমি কে, জগৎ কি। ইহা নিশ্চয় করাই বিচার। আমি নির্ম্মল চৈতন্য, জগৎটা বা দেহটা মিথ্যাসঙ্কল্পের প্রতিবিম্ব। এই বিম্বরহিত মিথ্যা কাল্পনিক প্রতিবিম্ব, চৈতন্য-দর্পণে অবভাসিত হইয়া দর্পণকে মলিন করিয়াছে, কারণ অহং-অভিমানও এই চৈতন্যে ভাসিয়া ইহাকে অহংকারবিমূঢ়াত্মা করিয়াছে। পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া চিত্তকে শুদ্ধ কর—করিলে চিত্তের সত্তা যে চিৎ তাহাই অবশিষ্ট থাকিবেন—ইহাই হইতেছে চিত্তের ভিতরে আত্মদর্শন। আত্মাই চিত্তরূপে ভাসিয়াছিলেন। চিত্ত-সরোবরে সর্ব্বদাই আত্মসূর্য্য-প্রতিবিম্ব ভাসিতেছে। চিত্ত রজোগুণে চঞ্চল বলিয়া এবং তমতে স্ফুরণ-রহিত হইয়া বিমূঢ় থাকে বলিয়া আত্মসূর্য্যপ্রতিবিম্ব দেখা যায় না। চিত্তের চঞ্চলতা ও চিত্তের অন্ধকার সরাইতে পারিলেই চিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া নির্ম্মল হয়। তখন আত্মপ্রতিবিম্বকে ঈশ্বররূপে ধরা যায়; পরে চিত্ত লয় হইলে দেখা যায় প্রতিবিম্বাদি কিছুই নাই, শুধু ব্রহ্মই আছেন—ইহাই স্বরূপস্থিতি। ইহা যখন হয় তখন শীতল ইন্দুকিরণে উদ্ভাসিত নির্ম্মল সীমাশূন্য সুনীল আকাশ যেমন পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় সেইরূপ সমস্তই নির্ম্মল চিতিরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মানুষ যতদিন না বুদ্ধিপ্লব দ্বারা বিচারলক্ষণ তটভূমিতে বিশ্রাম-লাভ করিতে পারিতেছে—স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হইতেছে, ততদিন ইহারা সংসারসাগরে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইবেই। বিচার দ্বারা আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে এই মানুষের বুদ্ধি, সমস্ত আধিকে—সমস্ত মানস-দুঃখকে অধঃপাতিত করে; যেমন জল স্থির হইলে বালুকা অধঃপতিত হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইরূপ। ভস্মাচ্ছাদিত সুবর্ণকে যেমন স্বর্ণকার জানিতে পারে, সেইরূপ বিচার দ্বারা যিনি জানিয়াছেন, ইহা আত্মা, ইহা অনাত্মা, তাঁহার আর আত্মবিষয়ে মোহপ্রাপ্তির অবসর কোথায়? তত্ত্ব যিনি না জানিয়াছেন তাঁহারই মন মোহপ্রাপ্ত হয়; যিনি সত্যবস্তু জানিয়াছেন তাঁহার মোহ কোথায়? আত্মাকে না জানাই দুঃখের কারণ, আত্মাকে জান তবেই অনন্ত সুখ পাইলে এবং সর্ব্বদুঃখের উপশমের উপায় পাইলে। এই দেহের সঙ্গে আত্মা এক হইয়া গিয়াছে—'আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ বিচার দ্বারা ইহা জানিয়া সুস্থ হইয়া যাও। নির্ম্মল আত্মার সহিত দেহের কোন সম্বন্ধ নাই; সুবর্ণ পঙ্কলিপ্ত হইলে যেমন পঙ্কের মলিনতা সুবর্ণের ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ 'আমি দেহ, আমি দেহ' এইভাবে আমিকে দেহে মাখাইয়া ফেলায় আমাতেও দেহের ধর্ম্ম যে দুঃখাদি তাহার আরোপ হয়।

আত্মা (অর্থাৎ ব্রহ্ম) এবং দেহী (অর্থাৎ জীব) পৃথক্ মত বোধ হয়, যেমন জলাশয়ের উপরে পদ্ম ভাসিতেছে সেই পদ্মাধার জল এবং পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দু পৃথক্ বোধ হয় সেইরূপ। কিন্তু পদ্মাধার জলরাশি ও পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দু এক হইয়াও পৃথক্ বোধ হইতেছে পদ্মপত্ররূপ উপাধি দ্বারা। সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা এবং দেহী জীবাত্মা এক হইয়াও পৃথগ্ বোধ হইতেছে উপাধি দ্বারা—মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কাররূপ উপাধিযোগে।

বাসনা দ্বারাই চিত্ত চঞ্চল হইয়া বহুমুখে ছুটিয়া থাকে। চিত্তকে বাসনামুক্ত কর, বিদেহমুক্তি পাইবে। বিচার দ্বারাই বাসনাশূন্য ভাব লাভ করা যায়। "ন সত্যং কিঞ্চিদেবেহ"—এই সংসারে পরমাত্মা ভিন্ন সত্য কিছুই নাই। আত্মাই পূর্ণ, আত্মাই সৎ—এই দৃঢ় ভাবনার নাম 'সম্যক্ দর্শন'। প্রতিদিন বিচার কর এবং অভ্যাস কর, এই জগৎ আত্মারই মায়িক স্ফুরণ। তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন আর কিছু নহে সেইরূপ এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ আত্মাই; আত্মাতিরিক্ত কোন ভাবও নাই, কোন ভাবনাও নাই। এই দৃঢ় বিশ্বাসের নাম সম্যক্ দর্শন। দৃশ্যকে ব্রহ্মভাবে বিলীন করিলে যাহা থাকে তাহাই পরমপদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যুৎ যেমন ক্ষণকালের নিমিত্ত মেঘে দৃষ্ট হয়, তৎক্ষণাৎ আবার মেঘে লুকাইয়া যায়, সেইরূপ, রাজ্য ধন বল আয়ু এ সকলও ক্ষণকালের নিমিত্ত উপস্থিত থাকে, পরে আর থাকে না। যেমন কোন জলাশয়ে নানা পশু-পক্ষী জল-পানার্থ আগমন করে ও জল পান করিয়া যথাগত স্থানে চলিয়া যায়, তেমনি, স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা বান্ধবাদি, আপন আপন ভোগ্য ভোগার্থ সংসারে আগমন করে, ভোগাবসানেই চলিয়া যায়। কালরূপ সর্প জীবরূপ মণ্ডুককে ধরিয়া মুখবিবরে রাখিয়াছে, তথাপি জীবকুল ভোগ্য ভোগের চিন্তা করে, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? অহো! কি মূঢ়তা! জীব আপনার সম্মুখবর্ত্তী মৃত্যুকে দেখে না, কেবল ভোগ্য ভোগের চিন্তাই করে। এইরূপ মূর্খতার দ্বারাই জীব নানা প্রকার শুভাশুভ কার্য্য করে, করিয়া দলে দলে জন্ম-মৃত্যু-জরা-রূপ ফাঁদে পড়িয়া কষ্ট পায়। এত যে কষ্ট পায়,তথাপি তাহারা ক্ষণকালের নিমিত্তও "আমি কে? কোথা হইতে আসিলাম? কেন আসিলাম? কিরূপে আসিলাম? আমার কর্ত্তব্য কি?" এ সকল চিন্তা করে না। বাসনাচক্রে পড়িয়া তাহারা নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়ায়। যে সকল লোক স্ত্রী-পুত্রাদির জন্য অনর্থ অর্জ্জন করে, উহাদের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নৌকাযাত্রীর অনুরূপ। নৌকাযাত্রীরা নদীবক্ষে কখন একসঙ্গে মিলে, কখন বা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ভাগ্যলক্ষ্মীও ছায়ার ন্যায় চঞ্চলস্বভাবা। অতএব ভাগ্য-লক্ষ্মীর জন্য যত্ন, মূর্খতারই নিদর্শন। বাল্য যৌবনাদি অবস্থাও জলতরঙ্গতুল্য অস্থায়ী, ক্ষণে উত্থিত হইয়া আবার ক্ষণেই লয়প্রাপ্ত হয়। এই দেহও মল-মূত্রাদির ভাণ্ড, সেজন্য ইহাও অপবিত্র ও নিতান্ত নশ্বর। পুরুষ ইহাতে মিথ্যা আমি ও আমার ভাবে ভাবিত হইয়া বৃথা কষ্ট উত্থাপিত করে। বিচারেও দেখা যায়, বুঝা যায়, দেহের সহিত আত্মার (আমার) সম্বন্ধ অবাস্তব (কাল্পনিক)। আত্মা সচেতন, দেহ অচেতন। আত্মা নিত্য, দেহ অনিত্য। আত্মা সুখরূপ, দেহ দুঃখরূপ। সুতরাং, অন্ধকারের ও আলোকের যেরূপ স্বভাব, দেহের ও আত্মার সেইরূপ স্বভাব এবং সম্বন্ধও তদনুরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বালকের গলে মণিময় হার অর্পিত থাকিলেও, বালক তাহার মূল্যাদি ও গুণাদি বিজ্ঞাত না হওয়া পর্য্যন্ত দরিদ্রই থাকে, এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, জ্ঞানরূপী সর্ব্বাত্মা পরব্রহ্ম সর্ব্বজীবে রাজমান থাকিলেও জীব তাঁহাকে যাবৎ না নৈজ আত্মা বলিয়া জানে, তাবৎ সে দুঃখমুক্ত বা নিত্যসুখ প্রাপ্ত হয় না। যদিও সমুদায় পুরুষের ঈশ্বর-বিষয়ক একটা সামান্য জ্ঞান আছে, তথাপি, তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ, কৃপা বা প্রসন্নতা ব্যতীত নিত্যসুখপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ জন্মে না। অতএব, সামান্যতঃ ঈশ্বরজ্ঞান নৈজ নিত্যসুখের হেতু নহে, তদ্বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানই নৈজ নিত্যসুখের হেতু। বিশেষ জ্ঞান, এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর শুদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তিনি আমার আত্মা, তাঁহার নামও সর্ব্বদুঃখের নিবর্ত্তক। ইত্যাকার অসন্দিগ্ধ বা অপরোক্ষ জ্ঞানের নাম বিশেষ জ্ঞান। যেমন কাষ্ঠগত সামান্যঅগ্নি দাহাদি জন্মায় না, সেইরূপ, সামান্যতঃ ঈশ্বরজ্ঞানও নিত্যসুখ মোক্ষ অভিব্যক্ত করে না। সেই সামান্য বহ্নি যেমন কারণ-সংযোগে বিশেষরূপ প্রাপ্ত হইয়া দাহাদি জন্মায়, সেইরূপ, সামান্য জ্ঞানও সাধন-সংযোগে বিশেষরূপ প্রাপ্ত হইয়া মোহ বিনাশ দ্বারা নিত্যসুখ মোক্ষ জন্মায়। অর্থাৎ যে কোনও দৃশ্যাদৃশ্য, সমস্তই মদীয় আত্মার রূপ, অন্য কিছু নহে, এই অবিচলিত সাক্ষাৎ-কারাত্মক জ্ঞানের নাম বিশেষ জ্ঞান এবং তাহাই পরমসুখপ্রাপক।

যে জীবের বুদ্ধি আমি দেহী, আমি ব্রাহ্মণ, আমি সর্ব্বপূজ্য, আমি ক্ষত্রিয়, আমি শূর বীর, এবমাকারে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, সেই জীবকেই অসত্যে সত্য বুদ্ধি হওয়া কারণে অজ্ঞান জীব বলা হয়। আর যে পুরুষের বুদ্ধি উল্লিখিত দেহাদির ব্যবহারকে মিথ্যা জানিয়া তৎ তৎ ব্যবহারে ব্যাসক্ত না হয়, অথবা ক্রমে অভ্যাসযোগে ঐ সকলের প্রতি ব্যাসক্ততা ছাড়াইতে চেষ্টা করে, করিয়া আমি নিত্য, নিগুর্ণ, নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, এবমেবং ভাবে স্থিতি-প্রবাহ লাভ করে, সেই পুরুষই অবশেষে আনন্দস্বরূপ আপন আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন কোন পিতার বীর্য্য মাতার রজোরক্তের সম্পর্কে পুত্রাকার প্রাপ্ত হয়, পরে সেই পুত্র পিতার জাতি, ধর্ম্ম, শীল ও সন্তোষাদি গুণের অনুসরণ করে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া পিতৃপদে স্থিত হয়; সেইরূপ, জীবনামক অন্তঃকরণস্থ পরমাত্মাংশও পরমাত্মার রীতিতে চলিলে পরমাত্মপদই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরমাত্মার রীতিতে চলিলে, এ কথার অর্থ—শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পরমাত্মপদপ্রাপক পথে স্থিত থাকিলে। অর্থাৎ দেহাভিমান ত্যাগসূচক দম্ভাদিরহিত হওয়া, কেহ নিন্দা করিলে দুঃখী না হওয়া, স্তুতি বা প্রশংসা করিলে উৎফুল্ল না হওয়া, নিরভিমান হইয়া গুরুসেবা করা, মৃৎজলাদির দ্বারা বাহ্যিক শৌচে ও ভাবশুদ্ধির দ্বারা আভ্যন্তর শৌচে রত থাকা, (ভাবশুদ্ধির অর্থ—কাম-ক্রোধাদি বিকার ত্যাগ করা), ইষ্টপূজায় নিবিষ্টচিত্ত হওয়া, পরধন ও পরদারাদি বিষয়ে নিস্পৃহ হওয়া, স্বধর্ম্মানুযায়িনী চেষ্টায় মনোনিবেশ করা, খুব নির্জ্জনে বসিয়া আত্মজ্ঞানার্থ যত্নতৎপর হওয়া, সংসারাসক্ত বিষয়ী লোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করা ইত্যাদি। মনুষ্যগণ বিষয়ী ব্যক্তির সহযোগে ইহ ও পর উভয় লোক হইতে ভ্রষ্ট নষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল বিবেচনা করিয়া পরমাত্মপথের পথিকেরা দুর্জ্জনসংসর্গ (বিষয়ী পুরুষের সংসর্গ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা সর্ব্বত্র একাত্মভাবে পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারা সদাকাল ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তিতে স্থিত থাকেন। সেই ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তির, নাম বিজ্ঞান। যাঁহারা বিজ্ঞানে অবস্থিত তাঁহাদের মনের সঙ্কল্পবৃত্তি, চিত্তের চিন্তা, বুদ্ধির বিচার ও অহঙ্কারের নিশ্চয়, এ সকল অবস্থা থাকে না, লুপ্তকল্প হইয়া যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ প্রভৃতি রিপু তাঁহাদিগকে অভিভূত করে না; কাজেই তাঁহারা মেঘাবরণ-শূন্য সূর্য্যের ন্যায় নিজেই নিজের প্রকাশে ও নিজেই নিজের সত্তায় স্থিত থাকেন ও সদা একরস ও একাদ্বয় অবস্থা প্রাপ্ত হন। এই আত্মা সর্ব্বদ্রষ্টা ও স্বানুভবগম্য, সেজন্য বুদ্ধিরও অবিষয়। সামান্যতঃ বুদ্ধির অবিষয় হইলেও গুরূপদেশ ও অধ্যাত্মশাস্ত্রের মর্ম্মচিন্তা, এই দুই ব্যাপারের দ্বারা জীব ও ব্রহ্ম উভয়ের ঐক্যরূপ জ্ঞান যে সময়ে খুব পরিপক্ক হইয়া পড়ে, সেই সময় কার্য্যকারণাত্মক অবিদ্যা পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়। জীব ও পরমাত্মা এক বা অভিন্ন, এই জ্ঞান পরিপক্ক হইলে, সেই পরিপক্ক জ্ঞান মুক্তির মুখ্য উপায় তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা তাদৃশ পরিপক্ক জ্ঞানী তাঁহারা জীবন্মুক্ত।

যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তিবিমুখ, কেবলমাত্র গ্রন্থজ্ঞানের জ্ঞানী, শুষ্ক জ্ঞানের জ্ঞানী, মোক্ষমার্গ সে ব্যক্তির পক্ষে দুর্ল্লভ। চক্ষুষ্মান্ নর নেত্র থাকিতেও অন্ধকার রাত্রে পদার্থ দেখিতে পায় না। যাহা দেখিতে পায় তাহাও সম্যক্‌রূপে বিদিত হইতে পারে না, অর্থাৎ নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারে না, পরন্তু যখন দীপ গ্রহণ করে, তখন ছোট-বড় সকল পদার্থই দেখিতে পায় ও নিঃসন্দিগ্ধ হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, যে পুরুষ ভক্তি ও জ্ঞান-যুক্ত হয় সেই পুরুষই শীঘ্র ও সর্ব্বত্র পরমাত্মাকে দর্শন করতঃ কৃতকৃত্য হয়, পরমাত্মাও তদীয় আত্মায় শীঘ্র প্রকট প্রাপ্ত হন।

'বিচার-ধারা' পুস্তকের আটটি প্রবন্ধের সারমর্ম্ম পাতনিকা-প্রস্তাবে প্রদর্শন করা হইল; পাঠকগণ তাহা গ্রন্থপাঠ মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এই পাতনিকার অবলম্বন 'আত্মরামায়ণ'।

অত্রৈব শিবম্। "সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু।"

'লাহিড়ী বাড়ী', বিলাসী টাউন,
বৈদ্যনাথধাম, দেওঘর
১৪ই জানুয়ারী, ১৯৫৬

সর্ব্বশুভানুধ্যায়ী
শ্রীশঙ্করতীর্থ স্বামী
উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, ১৩৬২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামী
শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/225

ওঁ

বিচার-ধারা

*প্রথম প্রবাহ

(সত্য)

"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা।"

সত্যানুষ্ঠানরূপ তপস্যা দ্বারা আত্মলাভ হইয়া থাকে। 'অস্' ধাতুর উত্তর 'শতৃ' প্রত্যয় করিয়া 'সৎ' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। সৎ-এর ভাব সত্য। যাহার কদাপি ব্যভিচার হয় না, যাহা এক সময়ে একরূপে এবং অন্য সময়ে অন্যরূপে জ্ঞাত হয় না, তিনকালেই বিদ্যমান থাকে, যাহার অস্তিত্বের কখনও বিলোপ হয় না, তাহাই 'সত্য'। যাহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, তাহাই সত্য। এই সৃষ্টি যাহা হইতে উদ্ভূত, যাহা দ্বারা যাহাতে অবস্থিত এবং অন্তে যাহাতে প্রলান হয়, তাহাই সত্য। এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টি সম্পূর্ণ বিলীন হইলেও যাহা নিত্য স্থির থাকে তাহাই সত্য। সত্যই আত্মা। সত্যই সকলের স্বরূপ। সত্যই প্রতিষ্ঠা। সত্যই অভয় ও অমৃত। সত্যই ব্রহ্ম। "এষ আত্মেতি হোবাচৈতদভয়-মেতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি।" "এতদ-মৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্ম।" এই সত্যস্বরূপ. নিজস্বরূপকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই মনুষ্য আনন্দ-স্বরূপ ভগবান হইতে দূরে থাকিয়া শোকে দুঃখে কষ্ট পায়, অভাবের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়, আনন্দের আস্বাদে বঞ্চিত থাকে, পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু-প্রবাহে ভাসিয়া বেড়ায়।

'মানুষ' এইটি নাম, হস্ত-পদাদি-বিশিষ্ট 'আকার'-টী রূপ। সাধারণ জীব এই দুইটিতেই মুগ্ধ। এই নাম ও রূপ যে নশ্বর, ইহারা

---

*"উদ্বোধন"—১৩৩৯ চৈত্র সংখ্যায় 'চিন্তা-কণা' নামে প্রকাশিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে কল্পিত, ইহারা ভিন্ন যে দেখিবার ও বুঝিবার আরও বিষয় আছে, তাহা তাহাদের মনেই আসে না। মানুষ আছে; এই আছে অংশটীর নাম সত্তা—সৎ বা 'অস্তি'; মানুষ যে আছে তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে; এই বোধ গোচর হওয়ার নাম প্রকাশ—চিৎ বা 'ভাতি'। আমি বুঝি আর না বুঝি, সত্তা সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র প্রকাশিত রহিয়াছে। সৎ চিৎ হইলেই, অর্থাৎ সত্তা প্রকাশিত হইলেই, অর্থাৎ স্বরূপ জ্ঞানগোচর হইলেই আনন্দ।

"অস্তীতি ভাতীতি চ সত্যম্"—যাহা আছে এবং প্রকাশ পাইতেছে, তাহার নাম সত্য। সুতরাং সত্য—সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পূর্ণভাবে বিরাজিত। অতএব যেখানে নামরূপ সেখানেও সত্য বিদ্যমান্। সত্য আশ্রয়, নামরূপ আশ্রিত; সত্য আধার, নামরূপ আধেয়। সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া কিছুই থাকিতে পারে না; নামরূপও থাকিতে পারে না। এই পরিবর্ত্তনশীল নামরূপ যেন সত্যকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। তাই, সাধারণতঃ সত্যের উপলব্ধি না হইয়া নামরূপেরই প্রতীতি হইয়া থাকে।

আমরা বুঝি আর না বুঝি, প্রতি নামরূপের সঙ্গে সঙ্গে সত্যও প্রকাশিত হইতেছে। "এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।" "একঃ সন্ বহুধা বিচচার।"—এই যে বুঝি অথচ বুঝি না, ধরি অথচ ধরিতে পারি না, দেখি অথচ দেখি না—ইহারই নাম মায়া বা মোহ বা অজ্ঞানতা। এই মায়া, মোহ বা অজ্ঞানতাই যত দুঃখকষ্ট, শোকতাপ, অশান্তি ও অসুখের মূল কারণ। এই অজ্ঞানতাই সত্যকে বুঝিতে, ধরিতে অথবা দেখিতে দেয় না। একমাত্র ইহাই আমাদের স্বরূপ-দর্শনের অন্তরায়। কোন প্রকারে এই অজ্ঞানতা দূর হইলেই সত্য উপলব্ধি ও দর্শন করিয়া আমরা স্ব-স্বরূপ শাশ্বত আনন্দময়-রূপে বিরাজ করিব।

একমাত্র সত্যই এক হইয়াও এই বহুনাম ও বহুরূপ লইয়া জগৎরূপে প্রকাশিত। "একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ।" সত্য ভিন্ন কোথাও কিছু নাই। "সত্তামাত্রং বিশ্বরূপং প্রকাশং ব্যাপকং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথা।"—সুপ্রকট সত্য তোমার নিকট বর্ত্তমানে স্বরূপতঃ অপ্রকট থাকিলেও তাঁহারই প্রকাশ নামরূপকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ কর, সত্য লাভ করিয়া ধন্য হইবে।

সত্যই ভগবান্। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতে বিরাজিত। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" নামরূপেও তিনি আছেন। যেমন, জল জমিয়া বরফ হইয়া দেখা দেয়, তেমনি সত্যই ঘনীভূত হইয়া নামরূপ লইয়া প্রকাশ পায়। যেমন, অসীম সমুদ্রে নানারূপ বরফখণ্ড ভাসিয়া বেড়ায়; জল হইতেই উহারা জাত, জলই উহাদের আশ্রয়, আবার গলিয়া জলেই মিলিয়া যায়, —"যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে।"—ঠিক সেইরূপ এই বহুনামরূপময় জগৎ অখণ্ড সত্যে ফুটিতেছে, ভাসিতেছে আবার মিলাইয়া যাইতেছে।

সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। সত্যকে আশ্রয় করিয়াই সকল প্রকাশিত। সত্যেরই সমস্ত,—সত্যেরই নামরূপ। নামরূপ ত সত্যের বিকাশের আশ্রয়, প্রকাশের বাহন (Medium of Manifestation)। কি ত্যাগ করিবে! কাহাকে ত্যাগ করিবে! সত্যেরই সমস্ত,—সত্যই সমস্ত,—সমস্তই সত্য। ত্যাজ্য তো দেহাত্মবুদ্ধি।

"চিদিহাস্তীতি চিন্মাত্রমিদং চিন্ময়মেব চ।
চিদ্ধং চিদহমেতে চ লোকাশ্চিদিতি ভাবয়॥"

"সদ্ধীদং সর্ব্বং চিদ্ধীদং সর্ব্বম্।"—সমস্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হও, সত্য স্বয়ংই উদ্ভাসিত হইবেন, জীবন সার্থক হইয়া যাইবে।

সত্যই ব্রহ্ম। নামরূপ সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।"—সেই কারণে জগৎ কতকাংশে তৎভাবে ভাবিত। সত্যই আনন্দ। তাই তাঁর সৃষ্টিতে আমরা যতকিছু আনন্দ যতকিছু সুখ দেখিতে পাই, তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য অর্থাৎ আনন্দেরই মাত্রা। "এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"—তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য, আপনাকে আস্বাদ করিবার জন্য। সুতরাং সৃষ্টি তাঁহারই ব্যক্তাবস্থা—বিরাটরূপ। "ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তা জান না?" তিনি ত উপলব্ধ হইবার জন্য, নিজেকে ধরা দিবার জন্য সদাই ব্যস্ত। তিনি ত ধরা দিয়াই আছেন, তুমি ত তাঁহাকে সর্ব্বদাই লাভ করিতেছ এবং তাঁহাকে নিয়া আছ,—এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারিতেছ না। তিনি ত ভুবনমোহনরূপে নানাবেশে সর্ব্বদা তোমার সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন। সকলের স্বরূপই যে তিনি। সকল নাম-রূপের অন্তঃস্থলে তিনিই তো বিরাজিত। সকলের ভিতর দিয়া তিনিই তো তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছেন। "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্।" তাঁর লীলা-খেলার সাথীই যে তোমরা। তোমরা না হইলে যে তাঁর আনন্দলীলা চলে না, বন্ধ হইয়া যায়। তিনি ত তোমাদের নিমেষের তরেও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন না। জান আর না জান, বুঝ আর না বুঝ, তুমিও নিমেষের তরে তাঁহাকে ছাড়িয়া থাক না, থাকিতে পার না, কারণ তোমার সত্তাই যে তিনি। একটু মনোযোগ দিয়া দেখ, মা-বাপ, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি রূপে কে আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছেন, ইহাদের ভিতর দিয়া কাঁহার আহ্বান কাঁহার জ্ঞান, কাঁহার প্রেম আমাদের নিকট প্রকাশ পাইতেছে। একটু গভীরভাবে ভাবিয়া দেখ, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ, কার শব্দ,—কার স্পর্শ,—কার রূপ,—কার রস,—কার গন্ধ আমাদিগের নিকট বহন করিয়া আনিয়া আমাদিগকে আনন্দ দান করিতেছে।

সমস্ত বিষয়ের ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা কর, তাঁহাকে আস্বাদন করিতে সচেষ্ট হও। তাঁহাকে সরল প্রাণে চাহিলেই পাওয়া যায়, তাঁহাকে ব্যাকুল চিত্তে খুঁজিলেই তিনি ধরা দেন। তিনি ত নিজেই বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"

—যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখে এবং আমাতে সর্ব্বভূত দেখে, আমি তাহার অদৃশ্য হই না, সেও আমার অদৃশ্য হয় না—আমি প্রত্যক্ষ হইয়া তাহাকে দেখা দিই।

"নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বমূর্ত্তে।" "নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।" তিনি যখন সর্ব্বত্র, তিনি যখন সমস্ত, তখন সকলের ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য চেষ্টা কর, প্রাণীমাত্রের সেবাতে তাঁহার সেবা হইতেছে মনে কর, সকলের ভিতর দিয়া তাঁহার ধ্যান করিয়া চল। "সূত্রে মণি গণাইব"—তিনিই ত সকলের ভিতর বিরাজিত। নামরূপ ত তাঁরই ঘনীভূত অবস্থা, তিনিই ত ঘনীভূত হইয়া নামরূপ হইয়া লীলা করিতেছেন। জীবমাত্রেই যে 'পোষাক-পরা শিব'। তুমি পথে চলিতে চলিতে দেখ, তিনি নানারূপে তোমার চারিদিকে চলিয়া বেড়াইতেছেন। বিশ্রাম করিবার সময় তাঁহার বায়ু-রূপী স্নেহময় আলিঙ্গন অনুভব করিয়া আনন্দীভূত হও। স্নান করিবার সময়, রসময়ের শীতল স্নিগ্ধ স্পর্শ অনুভব করিয়া নিজেকে ধন্যাতিধন্য মনে কর। আহার করিবার সময় দেখ, আহার্য্যরূপে সম্মুখে তিনিই। "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ।" শয্যায় শয়ন করিয়া চিন্তা কর, তাঁহারই অভয়কোলে তুমি শায়িত। ছেলেদের কোলে করিয়া মনে কর, বালগোপালকে কোলে পাইয়াছ। মেয়েদের আদর করিবার সময় মনে কর, সেই কুমারী গৌরীকে আদর করিতেছ। এইরূপে দেখিতে, ভাবিতে ও বুঝিতে সচেষ্ট হও। এখন যাহা আছে নামরূপের ভাবে ভরপূর, সে-সব তখন হইয়া যাইবে সত্য-ভাবে ভগবদানন্দে পরিপূর্ণ। কর্ম্মগুলি সব তখন সাধনাময় হইয়া যাইবে। তখনই হইবে—"যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনম্।"

"অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতে।"—জল দ্বারা দেহ শোধিত হয়, সত্য দ্বারা মন পবিত্র ও শুদ্ধ হয়।—"সত্যবাদী হি লোকেঽস্মিন্ পরঙ্গচ্ছতি চাক্ষয়ম্।"—ইহলোকে যিনি সত্যবাদী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেন, তিনি অক্ষয় ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হন। "সত্যমেবেশ্বরো লোকে, সত্যেধর্ম্মঃসদাশ্রিতঃ।"—সত্যই ঈশ্বর, ধর্ম্ম সত্যকেই সর্ব্বদা আশ্রয় করিয়া থাকে। "সত্যং রূপং পরং ব্রহ্ম, সত্যং হি পরমং তপঃ। সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো ন হি॥"—সত্যই পরমব্রহ্ম, সত্যই পরম তপস্যা। সমস্ত কর্ম্মই সত্যকে আশ্রয় করিয়া সম্পাদিত হয়, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। "তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্।"—তপঃ, দম, কর্ম্ম, বেদ ও বেদাঙ্গ এবং এই জাতীয় অন্যান্য সাধন সকলও ব্রহ্মবিদ্যা-প্রাপ্তির উপায়,—এই সকলের আশ্রয় সত্য। "সত্যমেব জয়তে।"—সত্যেরই পরিণামে জয় হয়। যিনি সত্যাশ্রয়ী তিনিই অমর। সত্যকে আশ্রয় করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। সত্যকে অবহেলা করিও না। "সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্।" "তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি তৎ যৎ সত্তদমৃতমথ যত্তি তন্মর্ত্ত্যমথ যদ্ যং তেনেভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাৎ যম্।"—স, ত্, এবং য্ এই তিনটী বর্ণদ্বারা 'সত্য' শব্দ নিষ্পন্ন। 'স' অর্থ অমৃত, শাশ্বত; 'ত্' অর্থ মৃত্যু, নশ্বর; এবং 'য্'-কারের অর্থ নিয়মন, সংযমন। যিনি অমৃত ও মৃত্যুর নিয়মনকারী, শাশ্বত ও নশ্বরের সংযমন-কর্ত্তা,—তিনিই 'সত্য'। সত্যই অমৃত, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই অভয়। "যদিদং কিঞ্চ তৎ সত্যম্। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। আত্মৈবেদং সর্ব্বং।" "নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মো ন সত্যাৎ বিদ্যতে পরম্।"—সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই, এবং সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। সত্যই একমাত্র ধর্ম্ম। জীবনগতি সত্যাভিমুখী হইলেই কথা, ভাব ও কার্য্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য আসিয়া ধর্ম্ম রক্ষিত হয়। সত্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইয়া নির্ব্বাণ বা মোক্ষ অবস্থার প্রাপ্তি হয়।

ওঁ "যস্মিন্‌সর্ব্বে যতঃ সর্ব্বে যঃ সর্ব্বে সর্ব্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্ব্বময়ো দেবস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥"

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচার-ধারা

*দ্বিতীয় প্রবাহ

(মায়ের কৃপা)

"অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবভিরুত মানুষেভিঃ।
যং যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং
তং সুমেধাম্।" ৫॥

(ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্তে)

—দেবগণ ও মনুষ্যগণের পরিসেবিত ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ আমি স্বয়ংই করিয়া থাকি। আমি যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করি, তাহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা করি, তাহাকে ঋষি (অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী) করি, এবং তাহাকে আত্মজ্ঞান ধারণোপযোগী প্রজ্ঞা প্রদান করি।

"অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিমা সম্বভূব॥" ৮॥

(ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্তে)

—আমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, আমার কোনও কার্য্য করিতে অন্যের সহায়তার অপেক্ষা নাই, আমি নিজেই এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়া ইহার অন্তর-বাহিরে বায়ুর ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করিতেছি এবং পৃথিব্যাদি সমস্তলোকেই আমি নিজ মহিমায় অধিষ্ঠিতা আছি, কিন্তু আমি স্বয়ং নির্লিপ্তা, আমাতে কোনও রূপ অবিদ্যা-মালিন্য নাই।

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।"

(শ্রীশ্রী চণ্ডী, ১।৪৫)

---

*"উদ্বোধন"—১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—মা (ব্রহ্মময়ী, মহামায়া) নিত্যা (জন্মাদিরহিতা, অতীন্দ্রিয়া)। এই জগদ্রূপে যাহা প্রতীয়মান তাহাও তিনি; তিনি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

"সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূতমব্যাকৃতা হি পরমা
প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা।" (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ২।২।৬)

—হে জগদম্বে! তুমি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়। এই অখিল জগৎ তোমারই অংশমাত্র। তুমিই অব্যাকৃতা আদ্যা পরমা প্রকৃতি।

মা সব করছেন, মাই সব করবেন, মা ঠিক পথেই নিয়ে-যাচ্ছেন,—এই বিশ্বাস সাথে নিয়ে চললে অনুভব করা যায়, তিনি আমাদের সুখের জন্য কিরূপ ব্যস্ত, যেন আমাদের সুখে না রাখিলে তাঁর চলে না। তিনি ত সর্ব্বদা আমাদের সাহায্য করবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। কিসে আমরা সুখে থাকব, কিসে আমরা আনন্দে থাকব,—এই ত তাঁর চিন্তা। নিজেরা বেশী বুদ্ধিমান সেজে, নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করতে গিয়েই ত আমাদের যত দুরবস্থা, যত দুঃখকষ্ট। যাঁর ভিতর বিচার বুদ্ধি বিদ্যমান, তিনি কি তেলা মাথায় তেল দিতে যান? কোথাও যেতে হলে যা কিছু দরকার সব সঙ্গে নিয়ে যাব, যেখানে যেখানে যেতে হবে আগে থাকতেই সেখানে সংবাদাদি পাঠিয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের সব ব্যবস্থা ঠিক করে রাখব, এমন অবস্থায় অন্যে আমাদের জন্য বেশী ভাববেন কেন?

তিনি অন্য কারও রাজ্যে ব্যক্তভাবে প্রকাশিত থাকেন না। স্বাধীনস্থানে স্বাধীনভাবে লীলা করাই তাঁর স্বভাব; স্বভাবের অভাব কখনও হয় না। তাই যেখানে কেউ নিজের অহমিকা নিয়ে বুদ্ধি নিয়ে বিরাজ করে, তিনি সেখানে আত্মপ্রকাশ গোপন করে নীরবে প্রচ্ছন্ন থাকেন। চিত্তের সমস্ত কামনা বাসনা পুড়িয়ে ছার-খার করে না দিলে তিনি সেখানে প্রকটভাবে দেখা দেন না, তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৈবী-নাচন দেখা যায় না। তাই ত সাধক তাঁর হৃদয়কে শ্মশানে পরিণত করতে এত ব্যস্ত; বিবেক-বৈরাগ্য-অগ্নির চিতা সেখানে তিনি অহরহ জ্বালিয়ে রাখেন। সাধক তাই আবেগভরে গান ধরেন,—

"শ্মশান ভালবাসিস্ বলে শ্মশান করেছি হৃদি,
শ্মশান-বাসিনী শ্যামা নাচ্‌বি বলে নিরবধি।
আর কিছু সাধ নাই মা চিতে,
দিবানিশি জ্বলছে চিতে,
চিতাভস্ম চারিভিতে রেখেছি মা, আসিস্ যদি।
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে ফেলিয়ে চরণ-তলে,
আয় মা নেচে তালে তালে, দেখি তোরে নয়ন মুদি॥"

মাতৃতত্ত্ব—শিবতত্ত্ব বুঝতে হলে নিজের ত্রিবিধ দেহের অহং-ভাবের অধ্যাস একেবারে দূর করে দিয়ে নিজেকে একান্তভাবে শবে পরিণত না করলে কি চলে? নিজের অহমিকাকে, নিজের 'কাঁচা আমিকে' পুড়িয়ে ভস্ম করে হৃদয়কে শ্মশানে পরিণত না করলে কি মার নাচন দেখা যায়? অহমিকা-রূপী যবনিকা যে তাঁহাকে নাচিতে বাধা দেয়,—তাঁহার নাচন দেখিতে দেয় না।

কি আনন্দ! মায়ের স্থূল শরীরের একাংশ তপোভূমি উত্তরা-খণ্ডের প্রায় পর্ব্বতই এক একজন মুনি-ঋষির নামের নামী হইয়া সমাধিস্থ অবস্থায় সেই সমস্ত মুনি-ঋষিদের তপস্যার কথা, সাধনার সংবাদ, শান্তির বার্ত্তা, আনন্দের কাহিনী নীরব ভাষায় বলিয়া জীবকে স্ব-স্বরূপানন্দ প্রাপ্তির জন্য উৎসাহিত করিতেছে, এখানকার অনাবিল আলো-বাতাস সেই কৈবল্য-ধামের জ্যোতির জ্যোতি ও আনন্দের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়া সকলকে সে দেশে যাইবার জন্য প্রলোভন দেখাইতেছে। এখানকার বেগবতী মা ভাগীরথী অন্যান্য নদী-সহ কত মধুর স্মৃতি সাথে নিয়া সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবিশ্রান্ত গতিতে দিবানিশি সমতালে একলক্ষ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রিয়তম সঙ্গমাশায় ছুটিয়া চলিয়া সাধককে সাধনার সংবাদ ও সঙ্কেত দেখাইয়া দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন ও দেখাইতেছেন যে, এ চলনে প্রিয়তম-মিলনের পূর্ব্বে বিরামে অধিকার নাই। এ যাত্রাতে পূর্ণ মিলনের আগে বিশ্রামের অবসর নাই, পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্তির পূর্ব্বে বিরামের উপায় নাই। একরূপ হইয়া গিয়া, তন্ময় হইয়া স্ব-স্বরূপ দর্শনান্তে আমাদের বিরামের অধিকার। 'সঙ্গমে এক-রূপতা।' সৃষ্টির সময়ে যে শর প্রণব-ধনু হইতে ছাড়া হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মভেদ না করিয়া কিছুতেই যে স্থির হইতে পারে না। বিশ্রাম—মিলনান্তে তাঁহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়া; —তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত আনন্দ-আশায় কেবলই চলা. কেবলই আগুয়ান হওয়া। এ দেশ যে শুধু দু'দিনের খেলাঘর, এখানে যে শুধু দু'দিনের জন্য খেলা করিতে আসা হইয়াছে; ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া আমাদের কেবলই চলিতে হইবে সেই একের দেশের জন্য, পাইতে হইবে সেই এককে—'একো বহূনাম্ যো বিদধাতি কামান্', হইতে হইবে সেই একেরই এক,—'একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

এখানে পথমাঝে বিশ্রাম করিবার কাহারও অধিকার নাই, আমাদের যে অগ্রসর না হইয়া উপায়ান্তর নাই। যে স্থান হইতে যাত্রা সুরু হইয়াছে, সেস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন ব্যতীত বিশ্রাম অসম্ভব। সেই সদা প্রকাশময় দেশে, যেখানে চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্ত নাই 'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্'—সেই যাত্রাস্থানে ফিরিয়া যাইবার আগে থামিবার উপায় কোথায়? 'ন বৈ তত্র ন নিম্লোচ লোদিয়ায় কদাচন।'—আমি যে ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়াছি, সেখানে সূর্য্য কখন উদিত বা অস্তমিত হন না। সেখানে যে যাঁর ঘুম তাঁরে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়ে সদাই জাগিয়া থাকার পালা। তিনি ত তাঁর শব্দব্রহ্মময় বেণুরবের ভিতর দিয়া ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট তাঁর সন্তান-গণকে সেই সদা-জাগ্রত-ভাব স্বরূপানন্দ লাভের জন্য অহরহ আহ্বান করিতেছেন। সেই মধুর আহ্বান একবার কানে গেলে কি আর স্থির থাকা যায়? তখন যে না গিয়া আর গতি নাই। 'যাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে।' সে বাঁশীর স্বর যে কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া জীবকে পাগল করিয়া তুলে। 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মন-প্রাণ।' সেই বেণু-রব-ধ্বনিত দেশের কথা শুনিলেই মনে পড়ে,—

"সে কোন জ্যোছনা দেশ সই রে!
সেথা অগণন চকোর মধুপানে বিভোর
নাহি জানে নিত্য সুখ বই রে!
পাষাণ ভেদিয়া ফুটে জীবনের ফুল রে,
সাগর অমৃত-সম নাহি তার কুল রে,
প্রেম-নির্ঝরিণী যত ঊরধ-গামিনী,
কই সে দেশ সই কই রে!
(যেথা) পরাণ সোহাগে চুমে চরণের মূল রে,
প্রাণময়ী ভাষা যথা নাহি তার ভুল রে,
যে দেশের অভিধানে 'দুঃখ' মানে 'সুখ' রে,
'তুমি' মানে 'আমি' বই আর কিছু নয় রে!
(যেথা) সাকার ডুবিয়া মরে নিরাকার-চুপে,
নিরাকার ফুটে উঠে সাকার-রূপে,
নিরাধার মহাপ্রাণ দিবানিশি জাগে,
কই সে দেশ সই কই রে॥"

খণ্ডবুদ্ধির পাণ্ডিত্য নিয়ে, সংস্কার-বিকৃত দর্শনশক্তি নিয়ে আমরা ভাবি, আমরা সবই ঠিক করিতেছি, সবই ঠিক দেখিতেছি;—অথচ কোন কর্ম্মেরই মনোমত ফল পাই না, প্রায় প্রতি মতই পরিণামে পরিবর্ত্তন করিতে হয়। আমাদের মত মূর্খ ছেলেদের মায়ের কৃপা ভিন্ন আর কোন সম্বল নাই। ব্রহ্মময়ী মা জগদম্বার কৃপা লাভ করিতে পারিলেই আমাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান অর্থাৎ 'আমি করিতেছি, আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা' এইরূপ অহংকার নষ্ট হইয়া যাইবে এবং আমরা বুঝিতে পারিব যে মা আমাদের সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোতভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার অভাব কুত্রাপি নাই। জগদম্বা ঋগ্বেদীয় শ্রীদেবীসূক্তে স্বয়ংই বলিয়াছেন—

"অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিমা সম্বভূব॥"

—আমি নিজেই এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়া ইহার অন্তর-বাহিরে বায়ুর ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করিতেছি এবং পৃথিব্যাদি সমস্ত লোকেই আমি নিজ মহিমায় অধিষ্ঠিতা আছি। মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত কমলাকান্ত সর্ব্বত্র মাতৃসত্তা দেখিতে পাইয়া তাই গাহিয়াছিলেন,—

"সুগম সাধন বলি তোরে,
ওরে আমার মূঢ় মন! সাধ রে।
যখন যেখানে সুখে থাক মন! তাতেই ভাব মা'রে॥
যদি না থাকিতে পার, মন!
চিন্তামনি-পুরে—
চরাচরে শ্যামা মা মোর, সকলে সঞ্চরে॥
স্থলে অনলে শূন্যে আছে,
মা মোর, সলিলে শরীরে।
ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী শ্যামা মা'রে জান না রে॥
ঘটে আছে, পটে আছে,
মা মোর সর্ব্ব শরীরে।
কামিনীর কটাক্ষে আছে, তেঁই জগতের মন হরে॥
কমলাকান্তের মন! ভয় করেছ কারে।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত নিধি, ঘটেছে তোমারে॥"

—আমি না হইলে যে আমার মার চলে না, আমি না হইলে যে আমার মার কোল শূন্য, আমি না হইলে যে আমার মার লীলাখেলা বন্ধ হইয়া যায়,—এই বিশ্বাসই আমার জীবনের একমাত্র শান্তির কারণ। মাকে কাতর প্রাণে প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে দুঃখকষ্ট পাপ-তাপ থাকিতে পারে না, আসিতে পারে না, মনপ্রাণ আনন্দে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাচিয়া উঠে। মা থাকিতে আমাদের কিসের ভয়? মায়ের হাতের অসিকুণ্ড তাঁর ছেলেদের ভয় দেখাইবার জন্য নয়, ছেলেদের রক্ষা করিবার জন্য। ও সকল অস্ত্রশস্ত্র মার ছেলের রিপুকুল ধ্বংসের জন্য। কামাদি শত্রুগণ অসুরগণ পাছে মার ছেলের অনিষ্ট সাধন করে, পাছে মাকে ভুলাইয়া ছেলেকে মা হইতে দূরে নিয়া দুঃখ-কষ্ট দেয়,—সেই জন্য অসুরনাশিনী, সন্তানপালিনী, অভয়দায়িনী মা জগদম্বার হাতে ঐ সকল ভয়াবহ অস্ত্রশস্ত্র। সন্তানদের জন্য তিনি রাখিয়াছেন শুধু 'বর' আর 'অভয়'। মাভৈঃ—মাভৈঃ।

মা যে বিশ্বরূপিনা। 'নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।'—বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে হয়। বিশ্বের একটী জীবকেও বাদ দিয়া কি মা'র জগদ্ব্যাপী বিশ্বরূপ কল্পনায় আনা যায়? যে কোন জীবের প্রাণের আঘাত যে মায়েরই প্রাণে আঘাত দেয়, এ-কথা মনে না রাখিলে কি জগন্মাতার পূজা হইতে পারে?

[তবে যে সকল ব্যক্তি সাত্ত্বিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন নহেন, তাঁহাদের পক্ষে ঋষিগণ, ঝটিতি রাজসিক ও তামসিক মৎস্য, মাংস পরিত্যাগের ব্যবস্থা দেন নাই। তাঁহারা শাস্ত্রীয় আদেশ অনুসারে "শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ"—ক্রমে উপরত হইবেন। তাড়াতাড়ি ছাড়িলে, ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। ঋষিগণ আমাদের ন্যায় রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কি সুন্দর উপায় সকল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে তাঁহাদের জ্ঞানবত্তায় স্তম্ভিত হইতে হয়।

প্রথমে প্রতি মাসে চারি রবিবারে ও পঞ্চপর্ব্বে (অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতে) মৎস্য-মাংস নিষেধ করিয়াছেন; পরে কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসে আমিষ ভক্ষণ ত্যাগ করিবার বিধি দিয়াছেন।.....এইরূপে ধীরে ধীরে (শনৈঃ শনৈঃ) রাজসিক তামসিক আহার ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহার অভ্যাস করিতে হইবে। যাহারা একান্ত মাংস পরিত্যাগে অসমর্থ, যাহাতে অধর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিংসাপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন না করে, তজ্জন্য তাহাদের পক্ষে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ পশুর মাংস 'বৈধ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার ঐ সব পশুকেও নিজের উদরপূর্ত্তির জন্য বধ করিতে নিষেধ করিয়া, কেবল দেবোদ্দেশে ও পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে বধ করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। মন্দের ভাল বলিয়া দেবতার নিকট পশু 'বলি' দিবার বিধান দিয়াছেন। শ্রুতি "মা হিংসাৎ সর্ব্বা ভূতানি" বলিয়াও পরে ব্যবস্থা দিয়াছেন "তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ।" যে কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক ভাবের উদয় না হয় এবং হিংসা-প্রবৃত্তি সমূলে উৎপাটিত না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত যজ্ঞাদিতে পশুবধ বিধেয়। তন্ত্রশাস্ত্রও এইভাবে বলিয়াছেন—

"অহিংসা পরমো ধর্ম্মো নাস্ত্যহিংসা পরং সুখম্।
বিধিনা যা ভবেৎ হিংসা সাত্বহিংসা প্রকীর্ত্তিতা॥
ভূতহিংসা ন কর্ত্তব্যা পশুহিংসা বিশেষতঃ।
বলিদানং বিনা দেবি হিংসাং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ॥"

—অর্থাৎ যাঁহারা হিংসা না করিয়া পারেন না, তাঁহারা দেবোদ্দেশে বলিদান ভিন্ন অন্য সময়ে হিংসা করিবেন না। অবৈধ হিংসা অপেক্ষা হিংসা অপেক্ষাকৃত মঙ্গলজনক বলিয়া "অহিংসা" নামে অভিহিত হইয়াছে। বাস্তবিক বৈধ হিংসাও হিংসা। কিন্তু যাহাতে লোকে অবৈধ বৃথা মাংস পরিত্যাগ করিয়া বৈধ হিংসাতে মাত্র প্রবৃত্ত হয়, এজন্য ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ ঐ অধর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিয়া বিধি-নিষেধ দ্বারা বেষ্টিত করিয়াছেন।... যাঁহারা সাত্ত্বিকবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত বলিদানের ব্যবস্থা নাই। তাঁহারা নিরামিষ উপহার দিবেন। "সাত্ত্বিকী জপ-যজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।" সাত্ত্বিকী পূজাতে জপযজ্ঞ ও নিরামিষ নৈবেদ্য, আর রাজসিক ও তামসিক পূজাতে বলির ব্যবস্থা। "রাজসো বলিরাখ্যাতো মাংস-শোণিত-সংযুতঃ।"

মনু প্রভৃতি স্মৃতি-শাস্ত্রকারগণ প্রথমে বৈধ ও অবৈধ মাংস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্দ্দেশ করিয়া, পরিশেষে সর্ব্বপ্রকার মাংস-ভক্ষণ হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

"সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ॥"
(মনুস্মৃতিঃ, ৫।৪৯)

—শুক্র-শোণিত দ্বারা মাংসের উৎপত্তি হয়, অতএব ইহা ঘৃণিত এবং বধ-বন্ধন নিষ্ঠুর হৃদয়ের কর্ম্ম; ইহা নিশ্চয় করিয়া সাধু মহাত্মাগণ সকল প্রকার মাংসের ভোজন হইতে নিবৃত্ত হন। অবৈধ মাংসের কথা আর কি বলিব?]

(হিন্দুর উপাসনাতত্ত্ব, ২য় ভাগ)

মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার পণ্ডিতাগ্রগণ্য নীলকণ্ঠ সুরী মহোদয় অনুশাসন পর্ব্বের ১১৫অঃ।১৮ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

"ন হি কৃৎস্নো বেদস্তথা তদ্বোধিতা যজ্ঞাশ্চ পুরুষং হিংসায়াং প্রবর্ত্তয়ন্তি, কিন্তু পরিসংখ্যাবিধয়া নিবৃত্তিমেব বোধয়ন্তীত্যর্থঃ"—অর্থাৎ, 'সমস্ত বেদ এবং বেদবিহিত যজ্ঞ সমুদয় পুরুষকে হিংসা-কার্য্যে প্রেরণা করিতেছে না; কিন্তু পরিসংখ্যা-বিধি দ্বারা নিবৃত্তিরই উপদেশ প্রদান করিতেছে, অর্থাৎ যজ্ঞে পশুবধ করিবার বিধি বেদে উপদিষ্ট হয় নাই, কিন্তু আমিষাশী লোকের যথেচ্ছ মাংসাহার প্রবৃত্তি সংযত করিবার উদ্দেশ্যেই বৈধ হিংসার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে মাত্র।'

মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে—

"য ইচ্ছেৎ পুরুষোঽত্যন্তমাত্মানং নিরুপদ্রবম্।
স বর্জ্জয়েৎ মাংসানি প্রাণিনামিহ সর্ব্বশঃ॥"
(অনু, ১১৫।৫৫)

—অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আত্যন্তিক শান্তি কামনা করেন, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর মাংসভক্ষণ বর্জ্জনীয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যস্মাৎগ্রসতি চৈবায়ুর্হিসকানাং মহাদ্যুতে।
তস্মাদ্বিবর্জ্জয়েৎ মাংসং য ইচ্ছেদ্ভূতিমাত্মনঃ॥"
(অনু, ১১৫।৩৩)

—অর্থাৎ, হিংসাকারীর আয়ু নাশপ্রাপ্ত হয়, অতএব আপন কল্যাণ-কামীর মাংসভক্ষণ বর্জ্জনীয়।

"ইমে বৈ মানবা লোকে নৃশংসা মাংসগর্দ্ধিনঃ।
বিসৃজ্য বিবিধান্ ভক্ষ্যান্ মহারক্ষোগণা ইব॥
অপূপান্ বিবিধাকারান্ শাকানি বিবিধানি চ।
খাণ্ডবান্ রসযোগান্ন তথেচ্ছন্তি যথাঽভিষম্॥"
(অনু, ১১৬।১-২)

—অর্থাৎ, সংসারে মাংসলোভী ক্রূর মনুষ্য নানাপ্রকারের পবিত্র মিষ্টান্ন, শাক, মিশ্রীযুক্ত ও রসযুক্ত পদার্থ ত্যাগ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। এইরূপ উত্তম ভোজ্য পদাথ ত্যাগ করিয়া যাহারা মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা মহারাক্ষস ভিন্ন আর কিছু নহে।

"কুম্ভীপাকে চ পচ্যন্তে তাং তাং যোনিমুপাগতাঃ।
আক্রম্য মার্য্যমাণাশ্চ ভ্রাম্যন্তে বৈ পুনঃ পুনঃ॥"
(অনু, ১১৬।৩১)

—অর্থাৎ, মাংসাহারী জীব বহুযোনিতে জন্মলাভ করিতে করিতে অন্তে কুম্ভীপাক-নরকে যন্ত্রণাভোগ করে এবং অপরে তাহাকে বল-পূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলে। এই প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া সে পুনঃ পুনঃ নানা যোনি পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। মনু-স্মৃতিতে কথিত হইয়াছে—

"যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন ক্বচিৎ সুখমেধতে॥"
(৫।৪৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আপন সুখেচ্ছার নিমিত্ত নিরপরাধ জীবের হিংসা করে, সে জীবিত থাকিতেও মৃততুল্য, তাহার কুত্রাপি (ইহলোকে অথবা পরলোকে) সুখলাভ হয় না।

"না কৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ॥"

(৫।৪৮)

—অর্থাৎ, প্রাণীহিংসা না করিয়া মাংস পাওয়া যায় না, আর প্রাণী-বধ করিলে স্বর্গলাভ হয় না। অতএব মাংসভক্ষণ ত্যাগ করিবে।

অধিকন্তু,

"সর্ব্বেষামেব মাংসানাং মহান্ দোষস্তু ভক্ষণে।
নিবর্ত্তনে মহৎপুণ্যমিতি প্রাহু প্রজাপতিঃ॥"

(যমস্মৃতিঃ)

—অর্থাৎ, প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে সর্ব্বপ্রকার মাংসভক্ষণ মহাদোষকর, মাংসভক্ষণ-ত্যাগ মহাপুণ্যময়।

মনুস্মৃতিতে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

"বর্ষেবর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেৎ য স্তয়োঃ পুণ্যফলং সমম্॥"

(৫৫৩)

—অর্থাৎ, যিনি শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর এক একটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, আর যিনি কোনও প্রকার মাংস ভক্ষণ করেন না,—এই উভয়ের পুণ্যফল সমান।

মহাভারত অনুশাসন-পর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—

"হিরণ্যদানৈর্গোদানৈর্ভূমিদানৈশ্চ সর্ব্বশঃ।
মাংসস্যাভক্ষণে ধর্ম্মো বিশিষ্ট ইতি নঃ শ্রুতিঃ॥" (১১৫।৪৩)

—অর্থাৎ, মাংসভক্ষণ না করিলে যে পুণ্যলাভ হয়, তাহার তুল্য পুণ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুবর্ণদানে অথবা গোদানে কিম্বা ভূমিদানে লাভ হয় না। শান্তি-পর্ব্বে ২৬২ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—

"তপোভির্যজ্ঞদানৈশ্চ বাক্যৈঃ প্রজ্ঞাঽঽশ্রিতৈ স্তথা।
প্রাপ্নোত্যভয়দানস্য যৎ যৎ ফলমিহা শ্রুতে॥
লোকে যঃ সর্ব্বভূতেভ্যো দদাত্যভয়দক্ষিণাম্।
স সর্ব্বযজ্ঞৈ রাজানঃ প্রাপ্নোত্যভয়দক্ষিণাম্।
ন ভূতানামহিংসায়া জ্যায়ান্ ধর্ম্মোঽস্তি কশ্চন॥" (২৮-৩০)

—অর্থাৎ, বহু প্রকারের তপস্যা, যজ্ঞ এবং দানের দ্বারা অথবা প্রজ্ঞাযুক্ত উপদেশ হইতে যে ফল লাভ হয়, জীবকে অভয় প্রদান করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহ-সংসারে সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করেন, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয় এবং তিনি সকলের নিকট হইতে অভয় প্রাপ্ত হন। অতএব অহিংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।

মোক্ষধর্ম্মে (২৬৪ অধ্যায়ে) উল্লিখিত হইয়াছে—

"যদি যজ্ঞাংশ্চ বৃক্ষাংশ্চ যূপাংশ্চোদ্দিশ্য মানবাঃ।
বৃথামাংসং ন খাদন্তি নৈষধর্ম্মঃ প্রশস্যতে॥
সুরাং মৎস্যান্ মধুমাংসমাসবং কৃসরৌদনম্।
ধূর্ত্তৈঃ প্রবর্ত্তিতং হ্যেতন্নৈতদ্ বেদেষু কল্পিতম্॥"

—অর্থাৎ, মানবেরা যদি যজ্ঞে, বৃক্ষে বা যূপকাষ্ঠে পশুবধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করে, আর বলে যে, তাহারা বৃথামাংস খায় না, তবে সেই ধর্ম্মও প্রশস্ত নহে। মদ্য, মৎস্য, মধু, মাংস, আসব ও খেচরী প্রভৃতি ধূর্ত্তগণের দ্বারা পূজামধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বেদে ইহা উপদিষ্ট হয় নাই।

প্রতিবৎসর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীমাহাত্ম্য পঠিত হইয়া থাকে। তাহাতে মহারাজ সুরথ ও সমাধি নামক বৈশ্যের উল্লেখ আছে। তাঁহারা মায়ের অর্চ্চনা করিয়া বরলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পূজাক্রমে পশুবলি ছিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদী-পুলিন-সংস্থিতঃ।
স চ বৈশ্যস্তপস্তেপেদেবীসূক্তং পরং জপন্ ॥৬॥
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়াম্।
অহর্নাং চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নি-তর্পণৈঃ ॥৭॥
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ-সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিং চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্ ॥৮॥
এবং সমারাধয়তো স্ত্রিভিবর্ষে যতাত্মনোঃ।
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা ॥" ৯ ॥ (৯৩ অঃ)

—সেই মহারাজ সুরথ ও সমাধি নামক বৈশ্য, উভয়ে মাতৃ-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় নদীপুলিনে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠফলদায়ক দেবীসূক্ত জপ, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করতঃ পুষ্প ধূপ আরতি ও হোম দ্বারা দেবীর পূজন, নিরাহারে ও অল্পাহারে সমাহিতভাবে অবস্থান, এবং নিজ নিজ গাত্রের রুধির আহুতি দ্বারা বলিপ্রদান,—এইরূপ ভাবে তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা মায়ের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। অবশেষে মাতা পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহাদের দৃষ্টিসমক্ষে আবির্ভূতা হন এবং বলেন।

রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যের দুর্গাপূজার বর্ণনা শ্রীমদ্দেবী-ভাগবতেও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে বলি-বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—

"সংস্থাপ্যপাবকং রাজা তথা বৈশ্যোঽতিভক্তিমান।
জুহাবাসৌ- নিজং মাংসং ছিত্বা ছিত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ২৮॥
তথা বৈশ্যোঽপি দীপ্তেঽগ্নৌ স্বমাংসং প্রক্ষিপত্তদা।
রুধিরেণ বলিঞ্চাসৌ দদতুস্তৌ-কৃতোদ্যমৌ ॥ ২৯ ॥
তদা ভগবতী দত্ত্বা প্রত্যক্ষং দর্শনং তয়োঃ।
প্রাহ প্রীতিভরোদ্ভ্রান্তৌ দৃষ্ট্বা তৌ দুঃখিতৌ ভৃশম্ ॥" ৩০ ॥

(৫ স্কন্ধ ; ৩৫ অঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—রাজা সুরথ ও ভক্তিমান বৈশ্য ত্রিকোণ কুণ্ডে অগ্নি স্থাপন করিলেন। রাজা নিজ দেহ হইতে পুনঃ পুনঃ মাংস ছেদন করিয়া আহুতি দিতে লাগিলেন্। বৈশ্যও তখন সেইরূপে প্রদীপ্ত অনলে স্বমাংস ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা উভয়ে মহোৎসাহে স্ব স্ব রুধির দ্বারা দেবীকে বলিপ্রদান করিতে লাগিলেন। ভগবতী তখন তাহাদিগকে ভক্তিরসাপ্লুত ও অতীব দুঃখিত দেখিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন প্রদান-পূর্ব্বক বলিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রও শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও পশুবলি দেন নাই বা পশুবলির উপদেশও করেন নাই। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে জগন্মাতা পার্ব্বতী শ্রীশ্রীশিবকে বলিয়াছেন—

"যে মমার্চ্চনমিত্যুক্ত্বা প্রাণিহিংসন তৎপরাঃ।
তৎপূজনং মমামেধ্যং যদ্দোষাত্তদধোগীতঃ ।।
মদার্থ শিব কুর্ব্বন্তি তামসা জীবঘাতনম্।
আকল্পকোটিনিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়ঃ ॥
দৈবে পৈত্রে তথাত্মার্থে যঃ কুর্য্যাৎ প্রাণিহিংসনম্।
কল্পকোটিশতং শম্ভো রৌরবে স বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥
যূপে বধ্বা পশূন্ হত্বা যঃ কুর্য্যাৎ রক্তকর্দ্দমম্।
তেন চেৎ প্রাপ্যতে স্বর্গো নরকঃ কেন গম্যতে ॥
উপদেষ্টা বধে হন্তা কর্ত্তাধর্ত্তা চ বিক্রয়া।
উৎসর্গকর্ত্তা জীবানাং সর্ব্বেষাং নরকো ভবেৎ ॥
... ...
যদীচ্ছেদাত্মনঃ ক্ষেমং ভক্তিং জ্ঞানং তদা নরঃ।
জীবান্ কানপি ন হন্যাৎ সঙ্কটাপন্ন এব চেৎ ॥".

—আমার অর্চ্চনা করিতেছে বলিয়া যাহারা প্রাণিহিংসা (পশুবলি) করে, তাহাদের অপবিত্র পূজা আমার অগ্রাহ্য; প্রাণিহিংসা-পাপে পূজক অধোগতি প্রাপ্ত হয়। হে শিব! তমোগুণী ব্যক্তিরাই আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম করিয়া প্রাণিবধ করে, কল্পকোটি কাল তাহাদিগকে নরকে বাস করিতে হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। দেবকার্য্যে বা পিতৃকার্য্যে বা নিজ তৃপ্তির জন্য যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসা করে, হে শম্ভো! কল্পকোটি শত বৎসর সে নিশ্চয়ই রৌরব নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিবে। পশুকে যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিয়া হত্যা করতঃ যে ব্যক্তি রক্ত-কর্দ্দম সৃষ্টি করে, সে যদি স্বর্গে যায়, তবে নরকে কে যাইবে? প্রাণিহিংসা করিতে যে উপদেশ দেয়, যে প্রাণি-বধ করে, যে পূজা করায়, যে পশুকে বধের জন্য ধরে, যে সেই পশু বিক্রয় করে এবং উৎসর্গকর্ত্তা পুরোহিত—এ সকলেরই নরক হইবে। আত্মার কল্যাণকামনাকারী এবং ভক্তি ও জ্ঞান-লাভেচ্ছু মানব সঙ্কটাপন্ন হইলেও কোন প্রাণিহিংসা (বধ) করিবে না।

বৃহৎ বাংলার জমিদার ও ধনী গোষ্ঠী শত শত বলিদান দিয়া মায়ের পূজা করিয়া ও করাইয়া কৈ নিজদিগকে অমঙ্গলের হাত হইতে ত রক্ষা করিতে পারিলেন না, অধিকন্তু তাঁহাদের বংশাবলী ত দুর্দ্দশার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছেন, তাহা কি আমরা দেখিয়াও দেখিব না?

মার সামনে মার সন্তান বলি দিয়া হত্যা করিয়া মার তৃপ্তি-সাধনের বৃথা চেষ্টায় যে মহান্ অনিষ্ট ও ভীষণ দুঃখ আনিয়া দিতেছে, তাহা কি আমরা দেখিয়াও দেখিব না? মাতৃভক্ত সাধক কি কখন কোন প্রকারে কোন প্রাণীর অনিষ্ট করিতে পারেন? তিনি কি কাহারও অমঙ্গলের কারণ হইতে পারেন্? কোন প্রাণী কি তাঁহার নিকট হইতে ভয় অথবা নিয়ানন্দ পাইতে পারে? মায়ের একটি সন্তানকেও অতৃপ্ত রাখিয়া কষ্ট দিয়া মায়ের পূজা করিতে যাওয়া, মাকে তৃপ্ত করিতে চেষ্টা করা ভস্মে ঘৃতাহুতি-তুল্য-বাতুলতামাত্র। তিনি যে জগন্মাতা, সকলেই যে তাঁর সন্তান। মা যে সন্তানদেরই সমষ্টি-মূর্ত্তি, সন্তানগণও যে মায়েরই বিগ্রহ,—এই তত্ত্ব ঠিকভাবে না বুঝিলে কি মায়ের পূজার অধিকারী হওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় ? "ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তাও জান না ?"—সিদ্ধ সাধকের এই অনুভূতি ও দর্শনের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না হইলে কি মায়ের পূজা করা যায় ? মা ত সর্ব্বদাই তাঁর সন্তানদের ভিতর দিয়া সকলের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য উপস্থিত হইতেছেন, উপস্থিত রহিয়াছেন। সংস্কারে রঞ্জিত, অজ্ঞান-কুয়াশায় আবৃত উপনেত্র (চশমা) না খুলিলে আমরা তাঁহাকে স্বরূপতঃ কি করিয়া দেখিব ? তিনি ভিন্ন আর কিছু বা কেহ যে নাই। "ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামুন্দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি।" তিনি নিজেই বলিয়াছেন—আমি চৈতন্যরূপে এই ত্রিভুবন ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি এবং প্রকৃতিরূপে সমস্ত স্পর্শ করিয়া আছি।

মাকে প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিলে মার ছেলেমেয়েদের মায়েরই বিগ্রহজ্ঞানে ভাইবোন-বোধে কোলে টানিয়া নিলে প্রাণ যে কি আনন্দে ভরিয়া উঠে তাহা কি ভাষায় প্রকাশ করা যায় ! মাতৃভক্তের নিকট পাপ-তাপ, দুঃখ-কষ্ট আসে না, আসিতে পারে না। হতাশার ভাব, নিরাশার চিন্তা আসিবে মা-মরা ছেলেদের প্রাণে, অবিশ্বাসীর মনে। আমাদের মা আছেন যখন, তখন আমাদের কিসের চিন্তা ? আনন্দময়ীর সন্তান আনন্দ ভিন্ন অন্য সংবাদের ধার ধারেন না,—মায়ের খেলা সর্ব্বত্র দেখিয়া তিনি সর্ব্বদাই আনন্দে মাতোয়ারা, আনন্দে বিভোর।

তারকাসুর বধের পূর্ব্বে দেবতাগণ শ্রীবিষ্ণুকে দুঃখ জানাইলে শ্রীবিষ্ণু দেবতাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভবে।
তদ্বদেব জগন্মাতুর্নিয়ন্ত্র্যা গুণদোষয়োঃ॥
অপরাধো ভবত্যেব তনয়স্য পদে পদে।
কোঽপরঃ সহতে লোকে কেবলং মাতরং বিনা॥
তস্মাৎ যূয়ং পরাস্বাং তাং শরণং যাত মা চিরম্।
নির্ব্ব্যাজয়া চিত্তবৃত্ত্যা সা বঃ কার্য্যং বিধাস্যতি॥"

(দেবী ভাগবৎ ৭।৩১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—কি লালন, কি তাড়ন কোন বিষয়েই সন্তানের প্রতি মাতার অকারুণ্য দেখা যায় না। সেইরূপ জগতের নিয়ন্ত্রী জগন্মাতা আপন সন্তানগণের দোষ বা গুণ বিষয়ে অকারুণ্য দেখান না। প্রতি কার্য্যেই সন্তানের অপরাধ হয়, কিন্তু মা ভিন্ন আর কেহ সে অপরাধ সহ্য করিতে পারে না। অতএব, তোমরা কালবিলম্ব না করিয়া অকপট চিত্তে সেই জগদম্বার শরণাগত হও। তিনি তোমাদের কার্য্যসিদ্ধি করিবেন।

মাকে চিনিয়া মায়ের উপযুক্ত সন্তান হইবার চেষ্টা. কর—জীবন ধন্য হইয়া যাইবে।

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

বিচার-ধারা

*তৃতীয় প্রবাহ

"যচ্চাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ
যচ্চাস্য সন্ততো ভাবস্তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্ত্যতে ॥"

পুরাণকার মহর্ষি বলিতেছেন—যে 'আত্মন্' শব্দদ্বারা জীবমাত্রেই আপনাকে বুঝে, সেই আত্মা সর্ব্বত্র একভাবরূপ। যেহেতু জীব, সুষুপ্তি-কালে, দেহাদি উপাধির বিলয়ে, পরমানন্দস্বরূপ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, সেই হেতু "আপ্নোতি ইতি আত্মা", প্রাপ্ত্যর্থক 'আপ্' ধাতু হইতে 'আত্মন্' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। আবার যেহেতু স্বপ্নাবস্থায় জীব, জাগ্রৎকালে অনুভূত পদার্থসমূহের সংস্কারসমূহকে গ্রহণ করেন, অর্থাৎ সংগৃহীত সংস্কারসমূহকে গ্রহণ করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তদ্বারা স্বপ্নজগৎ রচনা করেন, এই হেতু "আদত্তে ইতি আত্মা," গ্রহণার্থক 'আঙ্' পূর্ব্বক 'দা' ধাতু হইতে 'আত্মন্' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। আবার যেহেতু জীব, জাগ্রৎ-কালে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যরূপরসাদি বিষয়ের ভোগ করিয়া থাকে, এই হেতু "অত্তি ইতি আত্মা," ভোজনার্থক 'অদ্' ধাতু হইতে 'আত্মন্' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। আবার যেহেতু জগৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অতীত যে চতুর্থাবস্থা তুরীয়, তাহাই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ, এবং তাহা 'সন্তত'—ব্যাপ্ত অর্থাৎ পরিচ্ছেদ-রহিত, এই হেতু "অততি ইতি আত্মা," সাতত্যগমনার্থক বা নিরন্তর প্রাপ্ত্যর্থক বা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত্যর্থক 'অত্' ধাতু হইতে 'আত্মন্' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

"নিত্যোঽহং নির্বিকল্পোঽহং নিরাকারোঽহমব্যয়ঃ।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং পঞ্চকোশাতিগোঽস্ম্যহম্ ॥"

—ব্রহ্মানুচিন্তনম্, ১৫।

---

* 'উৎসব'—১৩৪৬, কার্ত্তিক সংখ্যায় 'বিচার-প্রবাহ' নামে প্রকাশিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—'আমি নিত্য, আমি বিকল্পশূন্য, আমি নিরাকার ও অব্যয়, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পাঁচটি কোষেরও অতীত।'

প্রবাহেতে দৃষ্ট হল যেদিন নীথরতা।
কোলাহলে স্পষ্ট হল গভীর নীরবতা॥
সেদিন হতে ভেঙে দিয়ে ভবখেলা মোর।
নূতন রঙে খেল্‌ছ বসে মম মনচোর॥
বিন্দু মাঝে সিন্ধু দেখা পেলাম যবে আমি।
সিন্ধু তুমি বিন্দুরূপে প্রকট হলে স্বামি॥
সেদিন হতে ভেঙে গেছে মহানিশার ঘোর।
জ্ঞান-সূরযে স্বরূপ দেখা হয়ে গেছে মোর॥

'আমি কি?'—কথা বড় জটীল, বড় দুরবগাহ্য। গভীর চিন্তাশীল সাংখ্যবিদ্‌গণ এই তত্ত্বের মীমাংসা করিতে যাইয়া বিরাট্ পুরুষকে চতুর্বিংশতি ভাবে বিভক্ত করিয়া দেখিয়াছেন যে,—কথিত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের কোনটিই আমি নহি। আমি ঐ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত। আমরা প্রত্যেক জীব, বিরাট্ পুরুষের অংশ-বিশেষ, অথচ আমরা সেই বিরাট্ পুরুষের মধ্যে বসতি করিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিতেছি না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ-সময়ে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষুঃ দান করিয়া স্বীয় বিভূতিরূপে বিরাটরূপ প্রদর্শন করেন। তখন শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন—

"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈ রেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥" (গীতা, ৭।১৩)

সরলার্থঃ। এভিঃ অধুনৈব উক্তৈঃ ত্রিভিঃ ত্রিপ্রকারৈঃ গুণময়ৈঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণবিকারৈঃ ভাবৈঃ শমদমকামলোভাদ্যবস্থাবিশেষৈঃ ইদং প্রত্যক্ষং সর্বং সম্পূর্ণং জগৎ প্রাণিজাতং মোহিতং সদসদ্বিবেকাভাবরূপাত্মবিস্মৃতিং নীতং সৎ এভ্যঃ যথোক্তসত্ত্বাদিগুণত্রয়েভ্যো গুণকার্য্যেভ্যশ্চ সর্বেভ্যো দেহত্রয়েভ্যঃ পঞ্চকোশেভ্যশ্চ পরং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিলক্ষণং ভিন্নম্ অব্যয়ং জন্মাদিসর্বভাববিকাররহিতং মাং পরিপূর্ণমদ্বিতীয়ং নির্বিশেষং স্বাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম ন অভিজানাতি ন প্রপশ্যতি ॥

সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিন প্রকার গুণের বিকার শমদমকামলোভাদিভাব দ্বারা এই সমস্ত জগৎ সদসদ্বিবেক-অভাবরূপ আত্মবিস্মৃতিতে ডুবিয়া রহিয়াছে অর্থাৎ তাহাদের বিবেকজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে, অতএব আমি যে এই গুণত্রয়ের এবং এই ত্রিগুণের কার্য্য স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহত্রয়ের ও অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়-আনন্দময় পঞ্চকোষের অতীত জন্মাদিসর্ব্ববিকাররহিত পরিপূর্ণ অদ্বিতীয় নির্বিশেষ স্বাত্মভূত পরব্রহ্ম, তাহা তাহারা ঐ তিনগুণকে অতিক্রমপূর্ব্বক জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না।

এখন এই তিনগুণ অতিক্রম করিবার কোন উপায় আছে কিনা, দেখা যাউক্। ত্রিগুণাশ্রিত জীবেরা সতত মোহিত থাকে। এখন সেই মোহ কাটিয়া যায় কি উপায়ে, তাহার অনুসন্ধান করা যাউক্।

তত্ত্ববিচার দ্বারা মোহ নষ্ট হয়, ইহা শাস্ত্রের আদেশ। সেই তত্ত্ববিচার কিরূপে করিতে হয়, তাহারও প্রণালী শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে। যাহারা বিরাট্ দেহের চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বিচার দ্বারা কিছুই নিরাকরণ করিতে পারেন না, তাঁহারা কোষবিচার দ্বারা চেষ্টা করিবেন।

কোষ অর্থ আধার বা আবরণ। তরবারি যে আধারে থাকে, সেই আধারকে বলা হয় কোষ। আমাদের সকলেরই সেইরূপ উপরি উপরি পাঁচটি কোষ আছে, যথা—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। "আমি" নামাভিধেয় পদার্থটি এই পঞ্চকোষ দ্বারা আবৃত আছে। * এক একটি করিয়া এই পঞ্চকোষের আবরণ উন্মুক্ত করিতে পারিলেই, "আমি"-র সন্ধান পাওয়া যাইবে।

---

* "পিতরঃ! পঞ্চকোষা হি সর্বপিণ্ডপ্রতিষ্ঠিতাঃ। আবৃণ্বন্তো বিরাজন্তে মৎস্বরূপং ন সংশয়ঃ॥" (শম্ভুগীতা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫। আমাদের এই শরীরটি সর্ব্বাপেক্ষা বাহ্যতম আবরণ। ইহাই আমাদের পঞ্চম কোষ। "আমি" নামক পদার্থ, এই অন্নময় কোষের অভ্যন্তরস্থ আর চারিটি আবরণে আবৃত রহিয়াছে। এই অন্নময় কোষটি ভুক্ত অন্নজাত রজঃ বীর্য্য হইতেই উৎপন্ন হয়, ভুক্ত অন্ন দ্বারা বিশেষরূপে পুষ্ট হয়, এবং পরিণামে অন্নরূপ পৃথিবীতেই বিলীন হয় বলিয়া ইহার নাম 'অন্নময় কোষ।' ইহা স্থূল শরীর। ইহা "ভূতাত্মা"। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুত ও ব্যোম নামক পঞ্চস্থূলভূত এবং ঐ সকল ভূতের সূক্ষ্ম-গুণ যথাক্রমে গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ নামক সূক্ষ্ম পঞ্চভূত দ্বারা এই দেহটি রচিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তি ও নাশ আছে। এবং প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা পিতামাতার শরীর হইতে এই কোষটি গ্রহণ করি, চিরজীবন অন্নদ্বারা ইহার পুষ্টিসাধন করি, অন্তিমে এই কোষকে পরিত্যাগ করিয়া যাই। এতদ্বারা বুঝা যায় সর্ব্ব-পেক্ষা বহিরাবরণ-স্বরূপ এই অন্নময় কোষটি "আমি" নহি; যেহেতু উৎপত্তির পূর্ব্বে ও মরণের পরে তাহা থাকে না। শ্রুতি বলিতেছেন—"তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর আত্মা" (তৈত্তিরীয়, উপ ২।২।১) —'পূর্ব্বপঠিত ব্রাহ্মণ-বাক্যে এবং এই মন্ত্রে যে অন্নরসের বিকারস্বরূপ স্থূলদেহের কথা উক্ত হইল, এই অভ্যন্তরস্থ আত্মা, সেই স্থূলদেহ হইতে ভিন্ন।' "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।৯)।—"পুরি' অর্থাৎ মনুষ্যশরীরে 'উষতি' 'আমি' এই আকারে যিনি বাস করেন ('শেতে'), তিনি পুরুষ; তিনি যাবতীয় দৃশ্যজাতকে (দৃশ্য বস্তুকে) ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।' "পুরুষ এব ইদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্" (ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, পুরুষসূক্ত)—'এই যে বর্ত্তমান জগৎ, এবং যে ভবিষ্যৎ জগৎ, সেই সমস্তই আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে অর্থাৎ আত্মাই এই বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ জগৎ।' সুতরাং এই ক্ষুদ্র স্থূলদেহ বিরাট আত্মা হইতে পারে না। আরও, বৃহদারণ্যকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১।৩।১৫)—'এই পুরুষ (আত্মা) অসঙ্গ বা নির্লেপ' কিন্তু "দেহকঃ অনন্তমলবিশিষ্টঃ" (অপরোক্ষানুভূতিঃ ৩৬)—'তুচ্ছদেহ অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম প্রভৃতি এবং বায়ু-পিত্তাদি বিবিধপ্রকার অসংখ্য মলদ্বারা ব্যাপ্ত।' সুতরাং, দেহ, পুরুষ বা আত্মা হইতে পারে না।

৪। তাহার পর প্রাণময় কোষ। ইহা পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ পায়ু, উপস্থ, পদ, হস্ত, বাক ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, ত্বক্, ও কর্ণ এই দশটি অবয়ব দ্বারা রচিত। প্রাণ ইহার অন্তর্ভূত থাকাতে ইহাকে 'প্রাণময় কোষ' বলে। ইহা "ইন্দ্রিয়াত্মা"। বৃত্তি বা অবস্থাভেদে প্রাণ পঞ্চবিধ। যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান।

তন্মধ্যে যে প্রাণের শক্তি দ্বারা আমাদের স্থূলদেহটি বিধৃত রহিয়াছে, অর্থাৎ দেহস্থ বায়ু বাহিরে ও বহিঃস্থ বায়ু দেহের ভিতরে প্রবেশ করতঃ সর্ব্বদা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রচলিত থাকিয়া দেহ রক্ষা পাইতেছে, তাহার নাম "প্রাণ"-বায়ু। দেহ হইতে মল বহিষ্কৃত করতঃ দেহের অভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কার করা "অপান"-বায়ুর কার্য্য। আর ভুক্ত দ্রব্য-সকল পরিপাক করতঃ দেহ পোষণের উপযুক্ত করা "সমান"-বায়ুর কর্ম্ম। "সমানঃ সমীকরণবান্"। অন্নভুক্ত রস সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত করা এবং ক্ষত বা দূষিত স্থল সংশোধন করা "ব্যান"-বায়ুর ধর্ম্ম। "ব্যানঃ বিষগ্‌গমনবান্।" এতদ্ভিন্ন পীড়িত বা রুগ্ন অন্নময় কোষ হইতে অর্থাৎ এই দেহ হইতে জীবকে নিষ্কাশন করিয়া দেওয়া "উদান"-বায়ুর ব্যবহার।

এই পঞ্চবায়ুর পাঁচটি উপবায়ু আছে। যথা—নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। উদ্গিরণ-কার্য্য "নাগ"-বায়ুর দ্বারা হইয়া থাকে। চক্ষুর উন্মীলন "কূর্ম্ম"-বায় দ্বারা হয়। পোষণ-কার্য্য "ধনঞ্জয়"-বায়ু করিয়া থাকে। জৃম্ভণ (হাই তোলা) কর্ম্ম "দেবদত্ত"-বায়ু হইতে সম্পাদিত হয়। এবং "কৃকর"-বায়ু হইতে ক্ষুত (হাঁচি) হইয়া থাকে।

সুষুপ্তি-সময়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদিরূপে প্রাণের উপলব্ধি হইলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না। দেখ, চোর গৃহে প্রবেশ করিয়া অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়া চলিয়া গেলেও প্রাণ ইহা জানিতে পারে না, এজন্য প্রাণের চৈতন্য নাই, ইহা নিশ্চিত হইতেছে। এই হেতু দেহের ন্যায় প্রাণাদি অত্যন্ত জড়। "প্রাণেন রক্ষন্ অবরং কুলায়" মিতি শ্রুতেঃ—'প্রাণের দ্বারা নিকৃষ্ট স্থূলশরীরকে রক্ষা করিয়া' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণের করণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। করণত্ব হেতু প্রাণ সদা জড়।

শ্রোত্র নিজকে জানে না, অপর ইন্দ্রিয়কেও জানে না; নিজ বিষয় যে শব্দ তাহাকেও সে (চৈতন্যের সাহায্য ব্যতীত) জানিতে পারে না, অপর ইন্দ্রিয়ের বিষয়ও জানিতে সমর্থ হয় না; এই হেতু উভয় প্রকারেই তাহা জড়। প্রদীপ যেমন রূপাদি জ্ঞানের সাধন, সেইরূপ কর্ণও শব্দজ্ঞানের সাধন মাত্র; অতএব ইহা জড়। এইরূপ অপর জ্ঞানেন্দ্রিয়গণও জ্ঞানসাধন অর্থাৎ জড়।

কর্ম্মেন্দ্রিয়গণও ক্রিয়ার সাধন মাত্র, অতএব অত্যন্ত জড়।

অধিকন্তু "আমার শ্রোত্র", ইত্যাদি প্রয়োগবশতঃ 'মম' প্রত্যয়ের বিষয় হওয়াতে, শ্রোত্রের অনাত্মত্ব প্রমাণিত হয় এবং আমি শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় নহি—ইহা সিদ্ধ হয়।

অতএব প্রাণময় কোষকে আত্মা বলা যায় না, যেহেতু তাহা —জড় জ্ঞানেন্দ্রিয়, জড় কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জড় প্রাণের সমষ্টি হওয়াতে —জড় পদার্থ। প্রাণময়কোষ ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট ও কার্য্যস্বরূপ।

৩। আত্মা চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় দ্বারা যখন শব্দাদি বিষয়ের সঙ্কল্পাদি করেন, তখন এই মনোময় কোষের প্রকাশ হয়। "এতৎকোশত্রয়-সংসক্তং মনআদিচতুর্দশকরণৈঃ আত্মা শব্দাদিবিষয়-সঙ্কল্পাদীন্ ধর্ম্মান্ যদা করোতি, তদা মনোময়ঃ কোশ ইত্যুচ্যতে।" (সর্বসারোপনিষৎ) —অর্থাৎ, সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনঃই মনোময় কোষ শব্দ বাচ্য। ইহা "সঙ্কল্পাত্মা"। আমরা যত প্রকার ভাবনা চিন্তা করিয়া থাকি, তত্তাবৎ এই কোষের সাহায্যে সম্পাদিত হয়। বাহ্য জগতে সুখের বিষয় সকল উপস্থিত না থাকিলেও, আমরা এই মনোময় কোষের সাহায্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানাবিধ সুখ ভোগ করিয়া লইতে পারি। স্বপ্নদর্শন্ ব্যাপারটিও এই মনোময় কোষের সাহায্যে সংঘটিত হইয়া থাকে। অপিচ প্রাণময় কোষস্থ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই দশ ইন্দ্রিয়ের অধিপতি হইতেছে মনঃ। উক্ত দশ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়া বাহ্য বস্তু গ্রহণের ক্ষমতা মনের নাই। তবেই বলিতে হয়, উক্ত দশ ইন্দ্রিয় যখন নিরুদ্ধ থাকে (বাহ্য ও অন্তঃ ব্যাপারশূন্য থাকে), তখন মনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সুষুপ্তি সময়ে মনঃ লয় হয়। ইন্দ্রিয়গণও মনের এত অনুগত যে, কোন প্রকার বিষয়সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইলেই তত্তদ্ বিষয়ক জ্ঞান আনিয়া মনকে উপহার দেয়। মনঃ স্বভাবতঃ ত্রিগুণান্বিত। এই ত্রিগুণ দ্বারাই মনঃ বৈরাগ্য প্রভৃতি বিবিধ বিকারাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এতটা আলোচনার পর জানা গেল,—সুষুপ্তি সময়ে মনঃ থাকে না—অথচ "আমি" থাকি। তবেই বুঝা যায়, প্রাণময়—মনোময় কোষও আমি নহি। আমি তদতিরিক্ত পদার্থ।

"ন মনস্ত্বং ন বা প্রাণো জড়ত্বাদেব চৈতয়োঃ।
গতমন্যত্র মে চিত্তমিত্যন্যত্বানুভূতিতঃ॥"

(তত্ত্বোপদেশঃ, ৯)

—'তুমি মনঃ নহ; প্রাণও নহ; কারণ এই দুইটি জড় পদার্থ। আমার মনঃ অন্যত্র গিয়াছে—এই অনুভব বশতঃ মনঃ হইতে আত্মা পৃথক্'।

"অমনস্ত্বান্ন মে দুঃখরাগদ্বেষভয়াদয়ঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্র ইত্যাদি শ্রুতিশাসনাৎ॥"

(আত্মবোধ, ৩৩)

—'মনের সহিত আমার সম্বন্ধ না থাকায়, আমার দুঃখ, (সুখের প্রতি) আসক্তি, (দুঃখের প্রতি) দ্বেষ, ভয় প্রভৃতি নাই। 'যে হেতু প্রাণ অর্থাৎ পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট ক্রিয়াশক্তিমান্ বায়ু, আমার স্বরূপ-গত নহে, (এবং তাহার সহিত কর্ম্মেন্দ্রিয়গণও আমাতে নাই)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং মন (বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহও তাহাদের রূপরসাদি বিষয়) আমাতে নাই; সেই হেতু আমি (আত্মা) শুদ্ধ'—ইত্যাদি শ্রুতির উপদেশ আছে।'

প্রাণময় কোষ আমি নহি, একথা আপাতঃ শুনিতে মন্দ নহে বটে,—কিন্তু প্রাণ না থাকিলে, আমার অস্তিত্ব থাকে কৈ? এ-বিষয়ে অনেকের আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। যে প্রাণাত্মক প্রাণ-বায়ুর আশ্রয়ে আমাদের শরীর বিধৃত রহিয়াছে,—সেই প্রাণবায়ুর নিরোধেও আমাদের প্রাণ থাকে। মাতৃগর্ভে শায়িত শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে না, সমাধিমগ্ন যোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস অবরুদ্ধ থাকে,—কৈ তাহাদের ত প্রাণহানি হয় না বা তাহাদিগকে মৃত বলা যায় না! স্থূল কথা, প্রাণবায়ুর অবরোধে অপরাপর প্রাণবায়ুর ক্রিয়াগুলিও অবরুদ্ধ হয় মাত্র। এই যে মনোময় কোষ, ইহা আত্মা নহে, যেহেতু কামক্রোধাদি বৃত্তির দ্বারা তাহার বিকার ঘটে। আত্মা কিন্তু স্বরূপতঃ অবিকারী। 'মম' প্রত্যয়ের বিষয় হওয়াতেও মন আত্মা নহে। "আত্মনো মনো জাতম্ ইতি," "তত্রৈব বিলীয়তে"—'আত্মা হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে,' 'আত্মাতেই মন বিলীন হয়'—ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারও মন যে আত্মা নহে, তাহা সিদ্ধ হয়। মনোময় কোষ ইচ্ছাশক্তি-বিশিষ্ট ও করণ-স্বরূপ।

২। বিজ্ঞানময় কোষ। সাত্ত্বিক জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ অহঙ্কার এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই বিজ্ঞানময় কোষ। "এতৎ-কোশত্রয়সংসক্তং তদ্‌গতবিশেষজ্ঞো যদা ভাসতে, তদা বিজ্ঞানময়ঃ কোশ ইত্যুচ্যতে।" (সর্বসারোপনিষৎ)—পূর্ব্বোক্ত তিন কোষের জ্ঞান যাহা দ্বারা হয়, তাহাকে বিজ্ঞানময় কোষ বলে। ইহা "কালাত্মা"।

আমাদের স্থূলদেহে যতপ্রকার অনুভব হয়, তাহা এই কোষের সাহায্যে। সার্দ্ধ-তিনহস্ত-পরিমিত দেহটাকে যে "আমি" বলিয়া বুঝিতেছি, এই অনুভব এই কোষের সাহায্যে নিষ্পন্ন হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধি দ্বারা—"আমি আছি" এই মাত্র অনুভব হয়,—অহঙ্কারতত্ত্বের প্রভাবে সেই "আমি" ভাবটি এই সাড়ে তিন হাত দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। এই অহঙ্কারতত্ত্ব না থাকিলে, এখন যেমন এই দেহটি 'তুমি', আর এই দেহটি 'আমি' বলিয়া বুঝিতেছি, তেমন বুঝিতাম না। এই জন্যই বেদে বলা হইয়াছে যে, সূক্ষ্মশরীরাভিমানা জীবের নাম তৈজস বা ব্যষ্টি। আর 'সূক্ষ্মশরীরাভিমানী ঈশ্বরের নাম হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ সমষ্টি। হিরণ্যগর্ভ, সকল তৈজস জীবের সহিত আপনাকে অভেদ জ্ঞাত আছেন বলিয়া, তাঁহাকে বলা হয় সমষ্টি। তৈজস জীবেরা সে তত্ত্ব অবগত নহে,—তাহারা অহঙ্কার-তত্ত্বের প্রভাবে অন্য হইতে আপনাকে পৃথক্ দেখে,—এ জন্য তাহাদিগকে বলা হয় ব্যষ্টি। এই যে বিজ্ঞানময় কোষ, ইহা উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া, তাহাও আত্মা নহে। 'তত্ত্বোপদেশে' উক্ত হইয়াছে,—

"নানা রূপবতী বোধে সুপ্তৌ লীনাতিচঞ্চলা।
যতো দৃগেকরূপস্তুং পৃথক্ তস্য প্রকাশকঃ॥" ১২

—'জাগ্রৎকালে বুদ্ধি নানারূপ ধারণ করে, সুতরাং অত্যন্ত চঞ্চল হয়, সুষুপ্তিকালে বুদ্ধি কারণে লয় পায়। যেহেতু তুমি একমাত্র দৃক্-স্বরূপ, ও বুদ্ধির প্রকাশক, সেই হেতু বুদ্ধি হইতে ভিন্ন, সুতরাং বুদ্ধিও আত্মা নহে।' 'মম' প্রত্যয়ের বিষয় হওয়াতেও বুদ্ধি আত্মা নহে।

বিজ্ঞানময় কোষ জ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট ও কর্ত্তৃস্বরূপ। ইহাই কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি-অভিমানবশতঃ ইহলোক ও পরলোকগামী ব্যাবহারিক জীব বলিয়া কথিত হয়।

১। অব্যক্ত প্রকৃতির নাম 'আনন্দময় কোষ'। যে তত্ত্ব স্বভাবতঃ অব্যক্ত, তাহার জন্য অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করাই ভাল। ফলতঃ আনন্দময় কোষ ও আত্মপুরুষ উভয়কেই ভাষা দ্বারা প্রকাশ করিবার উপায় নাই। ৫ম কোষ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় কোষটি পর্য্যন্ত পর পর তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, প্রকৃতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষের ভাব সহজেই উপলব্ধি হয়। মোট কথা এই যে, পুরুষ যখন ব্যক্ত-প্রকৃতির খেলা হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া সুষুপ্তি-দশায় (১) সুখে অবস্থান করে, সেই সুখস্থানই 'আনন্দময় কোষ'। অথবা এই কথাগুলিকে অন্য ভাবেও প্রকাশ করা যাইতে পারে যে,—কারণ-শরীরস্থ (২) ইষ্টপ্রাপ্তিজনিত সুখ প্রভৃতি বৃত্তি-সমন্বিত সত্ত্বগুণই আনন্দময় কোষ। "প্রিয়মোদপ্রমোদবৃত্তিমৎ অজ্ঞান-প্রধানম্ অন্তঃকরণম্ আনন্দময়কোষ ইত্যুচ্যতে" (আত্মানাত্ম-বিবেকঃ ১৩৫)—'প্রিয়, মোদ ও প্রমোদবৃত্তিযুক্ত অজ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণ আনন্দময় কোষ বলিয়া কথিত হয়।' ইহার অধিক আর আনন্দময় কোষের পরিচয় দেওয়া চলে না।

এ সম্বন্ধে বেদের উপদেশ এই যে,—"তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ।" (কঠ উপঃ ২।৩।১৭)—মুঞ্জাতৃণ হইতে যেমন কৌশলে তাহার মধ্যস্থ দণ্ডটিকে উত্তোলন করিতে হয়, সেইরূপ লিঙ্গ ও স্থূল শরীর হইতে অধিকারী ধীরগণ বিচার-কৌশলে আত্মাকে

(১) "জাগ্রৎস্বপ্নভোগদ্বয়েন শ্রান্তস্য জীবস্য তদুভয় কারণ কর্ম্মক্ষয়ে জ্ঞান-শক্ত্যবচ্ছিন্নস্য সবাসনস্য অন্তঃকরণস্য কারণাত্মনা অবস্থানে সতি বিশ্রামস্থানং সুষুপ্ত্যবস্থা।" (সিদ্ধান্তবিন্দুঃ)—'জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থায় ভোগের দ্বারা শ্রান্ত জীবের পূর্ব্বোক্ত জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই উভয়হেতুক কর্ম্মের ক্ষয় হইলে, জ্ঞানশক্তিদ্বারা অবচ্ছিন্ন বাসনাযুক্ত অন্তঃকরণ নিজ কারণরূপে যে বিশ্রামস্থানে অবস্থান করেন, তাহার নাম 'সুষুপ্তি-অবস্থা'। "সুষুপ্ত্যবস্থায়াম্ অস্তি আনন্দভোগঃ" (সিদ্ধান্তবিন্দুঃ)—'সুষুপ্তিদশাতে আনন্দভোগ অর্থাৎ সুখাকার-বৃত্তি থাকে।'

(২) "শরীরদ্বয় কারণম্ আত্মাঽজ্ঞানং সাভাসম্ অব্যাকৃতম্ ইত্যুচ্যতে। এতৎকারণশরীরম্ আত্মনঃ" (পঞ্চীকরণম্)—'স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের কারণ, চিদাভাসব্যাপ্ত আত্মবিষয়ক যে অজ্ঞান তাহাকে অব্যাকৃত বলে। ইহা আত্মার কারণ-শরীর।' "অনাদ্যনির্ব্বচনীয়ং সাভাসং ব্রহ্মাত্মৈক্যত্ব-জ্ঞাননিবর্ত্ত্যম্ অজ্ঞানং কারণশরীরম্ উচ্যতে।" (আত্মানাত্মবিবেকঃ ১১৩)—'অনাদি অনির্ব্বচনীয় চিদাভাসযুক্ত অজ্ঞানরূপ অবিদ্যাকে কারণশরীর বলে। ব্রহ্মের সহিত একাত্মকতা জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, তাহা বিনষ্ট হয়।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথক করিতে পারিলেই পরব্রহ্ম হইয়া যান।—আরও এক কথা এই যে,—আত্মাই পরমপ্রেমের আস্পদ, আধার। পরমপ্রেমাধার বলিয়াই আত্মা পরম আনন্দস্বরূপ। যাহা আনন্দময় স্থান, তাহাই আনন্দময় কোষ। অস্থায়িত্ব হেতু আনন্দময় কোষকেও আত্মা বলা যায় না। রজস্তমোগুণদ্বয় দ্বারা অভিভূত সত্ত্বগুণাত্মক 'কারণ শরীর' বলিয়া আনন্দময় কোষ জড়, যেমন ঘটাদি; অতএব আনন্দময় কোষও আত্মা নহে।

এই যে এতক্ষণ ব্যাপিয়া পঞ্চকোষের পরিচয় দেওয়া গেল, তাহার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝা যায় যে আত্মা এই পঞ্চকোষের বহির্ভূত। নিবিষ্ট মনে নিরন্তর বিচার দ্বারা এইরূপে পঞ্চকোষ হইতে আত্মার স্বাতন্ত্র্য অবগত হইতে পারিলে আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে।

উপর্য্যুক্ত যুক্তি দ্বারা আত্মা (জীবাত্মা) যে সৎ (নিত্য) চিৎ (জ্ঞানস্বরূপ) এবং পরমানন্দস্বরূপ, তাহা স্থির হয়। বেদান্তে ও উপনিষদে উপদেশ আছে যে, পরব্রহ্মও তদ্রূপ, অর্থাৎ সৎ-চিৎ ও পরমানন্দ-স্বরূপ। সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ লক্ষণ জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে তুল্যরূপে বিদ্যমান থাকাতে, জীবাত্মা পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা"—এই যে আত্মা ইহা প্রিয়, পুত্র হইতে প্রিয়তর, ধন হইতে প্রিয়তর, অন্য সমস্ত বস্তু হইতে অন্তরতর। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্"—যাহা ব্যাপক ব্রহ্ম, তাহাই সুখরূপ। "এষ এব পরম আনন্দঃ"—এই আত্মাই পরমানন্দ। "বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম"—ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"—আনন্দকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন। —ইত্যাদি শ্রুতিসমূহদ্বারা আত্মার পরমানন্দরূপত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। অধিকন্তু, 'অধ্যস্ত দুঃখরূপ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান বলিয়া সেই আত্মাই দুঃখাভাবরূপ; এইরূপে দুঃখাভাবস্বরূপেও আত্মার পরমানন্দস্বরূপত্ব সিদ্ধ হয়। যদিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারদশাতে অবিদ্যার দ্বারা আত্মার স্বরূপ আবৃত থাকায় আত্মা পরমানন্দ-স্বরূপে প্রকাশ পান না, তথাপি তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে, স্বপ্রকাশত্বহেতু আত্মা স্বয়ংই পরমানন্দ-স্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন'।—ইতি সিদ্ধান্তবিন্দুঃ।

সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। "জীবশ্চ পরমাত্মা চ পর্য্যায়ো নাত্র ভেদধীঃ।" (অ, রা, ৪।৩১) "তস্মাৎ কদাচিৎ নেক্ষেত ভেদমীশ্বরজীবয়োঃ।" (অ, রা, ৭।৮০) "অহমেব পরো বিষ্ণুঃ মত্তঃ সর্বমিদং জগৎ। ইতি যঃ সততং পশ্যেৎ তং বিদ্যাদুত্তমো ওঁমম্।" (বৃহন্নারদীয়ে)।

ইহা কেবল কথার কথা হইল। বস্তুতঃ তত্ত্ববিচারদ্বারা এ-ভাবটি মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই ইহার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারেন না।

চিদানন্দময় পরব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যাহাতে বর্ত্তমান, তাহার নাম প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতির। প্রকৃতির মূর্ত্তি স্থূলতঃ দ্বিবিধ। এক মায়া, আর অবিদ্যা। যে প্রকৃতির ধর্ম্ম শুদ্ধ-সত্ত্বগুণ, তাহাই মায়া, আর যে প্রকৃতির ধর্ম্ম রজস্তমোগুণদ্বারা মলিনী-কৃত সত্ত্বগুণ, তাহার নাম অবিদ্যা। মায়া-প্রতিবিম্বিত চিদানন্দ ব্রহ্মই ঈশ্বর। মায়া ঈশ্বরের বশবর্ত্তিনী বলিয়া ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বৈশ্বর্য্য-শালী। অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই জীব। অবিদ্যার বশীভূত বলিয়া অবিদ্যাভেদে জীবও নানাবিধ। জীব, বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা ছেদন করিতে পারিলে,—ঈশ্বর হইয়া থাকিবেন।

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় আমি কি? এতক্ষণ পঞ্চকোষ-তত্ত্ব বিচার দ্বারা জানা গেল যে, "আমি" নামক পদার্থ পঞ্চকোষের বহির্ভূত, এবং সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ। ব্রহ্মও যখন সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ, তবে আমি ও ব্রহ্ম মধ্যে তফাৎ দেখিতেছি কেন? না "আমি" কর্ম্মবশে অ-বিদ্যার বশীভূত বলিয়া আমাকে আমি জানিতে পারিতেছি না,—অবিদ্যার প্রভাবে জীবরূপী আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি। কর্ম্মের পরিণাম সুখদুঃখাদি ভোগ, আবার সুখদুঃখাদি ভোগের পরিণাম হইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম। ব্রহ্মের কর্ম্ম নাই, আর আমার কর্ম্ম আছে। কেবল এই একটি মাত্র প্রধান কারণে, ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্ না হইলেও আমি আমাকে ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্‌বৎ উপলব্ধি করিতেছি।

তাত্ত্বিক পুরুষ, তত্ত্ববিচার দ্বারা ক্রমশঃ অবিদ্যার প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন; তখন তিনি ব্রহ্ম হইতে আপনাকে অপৃথক্ বলিয়া বুঝিতে পারেন। যাহারা বাহ্যদৃষ্টিপরায়ণ, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান-বর্জ্জিত, তাহারা নদীর আবর্ত্তে পতিত কীটপতঙ্গের ন্যায়, এক আবর্ত্ত হইতে আর এক আবর্ত্তে নীত হইয়া, কদাচ অবিদ্যার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। পঞ্চকোষাবৃত আত্মা স্বীয় স্বরূপ বিস্মরণের ফলে, নিরন্তর সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

স্থূল দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময়কোষ পর্য্যন্ত তত্ত্ববিচার দ্বারা জানা গিয়াছে, ঐ সকল কোষ আত্মা নহে। অর্থাৎ "আমি" নহি। তবে আত্মা কি?

পরমাত্মা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। এই জন্যই তিনি জ্ঞেয়স্বরূপ নহেন। তিনি ভিন্ন অপর কোন জ্ঞাতার এবং তিনি ভিন্ন অপর কোন জ্ঞানের অভাব হেতুই তিনি অজ্ঞেয়। নতুবা তাহার অসত্তা-হেতু যে তিনি অজ্ঞেয়, তাহা নহে।

যেমন চিনির সঙ্গে চিনি মিশাইলে প্রথমোক্ত চিনি শেষোক্ত চিনির মধুর রস বৃদ্ধি বা হ্রাস করে না, কিন্তু অম্লের মধ্যে চিনি মিশাইলে অম্লকে মধুর রসান্বিত করিয়া দেয়, তদ্রূপ আত্মা ভিন্ন অন্য পৃথক জ্ঞাতা ও জ্ঞানের অস্তিত্ব না থাকায়, আত্মার স্বতঃসিদ্ধ নিত্যজ্ঞান উপলব্ধির বিষয় হয় না। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে —তিনি 'অবাঙ্‌মনসোগোচর'।

জ্ঞানের সাধন যে মনঃ, সে জ্ঞেয়কেই প্রকাশ করিতে পারে, জ্ঞাতৃস্বরূপ আত্মার প্রকাশে তাহার সামর্থ্য নাই। যে যে বিষয়ের অবলম্বনে জ্ঞান হয়, তত্তদ্ বিষয়কে ত্যাগ করিলে যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাই "আমি" বা ব্রহ্ম,—এইরূপ নিশ্চয়ই ব্রহ্ম-নিশ্চয়। এ-সম্বন্ধে 'বেদান্তকারিকা'-কার বলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যস্মিন্ যস্মিন্নস্তি লোকে বোধস্তত্তদুপেক্ষণে
যদ্ বোধমাত্রং তদ্ ব্রহ্মেত্যেবং ধীর্ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ।
পঞ্চকোষ-পরিত্যাগে সাক্ষি বোধাবশেষতঃ
স্ব স্বরূপং স এব স্যাচ্ছূন্যং তস্য দুর্ঘটম্ ॥"

—পঞ্চকোষ পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট যে সাক্ষীস্বরূপ জ্ঞান, তাহাই জ্ঞ-স্বরূপ বা আত্মার স্বরূপ বা ব্রহ্মের স্বরূপ। আত্মার শূন্যত্ব অসম্ভব।

"নিত্যোঽহং নির্বিকল্পোঽহং নিরাকারোঽহমব্যয়ঃ।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং পঞ্চকোশাতিগোঽস্ম্যহম্ ॥"

(ব্রহ্মানুচিন্তনম্, ১৫)

—অর্থাৎ, 'আমি নিত্য, আমি বিকল্পশূন্য, আমি নিরাকার ও অব্যয়, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পাঁচটি কোশেরও অতীত'।

"অসন্নেব স ভবতি, অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ; অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ, সন্তমেনং ততো বিদুঃ"—'যে ব্রহ্মকে অসৎ বলে, সে নিজেই অসৎ হয়; যিনি বলেন—ব্রহ্ম আছেন, সকলে তাঁহাকে সৎ বলিয়া জানেন'।

"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম"—'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি উপক্রম্য "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ সত্যত্বপ্রতিপাদনাৎ সর্বভ্রমাধিষ্ঠানত্বাৎ সর্ববাধাবধিত্বাৎ চ"। (সিদ্ধান্তবিন্দুঃ)
—'হে প্রিয়দর্শন! উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপে বিদ্যমান ছিল'—এইরূপ উপক্রম করিয়া 'এই সমস্ত বস্তু আত্মস্বরূপ, তাহা সত্য, তাহাই আত্মা, তুমি সেই ব্রহ্ম'—এই সকল শ্রুতি আত্মার সত্যত্ব প্রতিপাদন করায়, সেই আত্মা সকল ভ্রমের অধিষ্ঠান ও সকল বাধের অবধি, সুতরাং শূন্য হইতে পারে না'।

পরমাত্মার আভাস-স্বরূপ জীবসকলেরই এই সংসার। পরমাত্মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত সংসারের কোনও সম্বন্ধ নাই। যদি পরমাত্মার সহিত সংসারের সম্বন্ধ থাকিত, তবে ইহা নিত্যবস্তু হইত। এই প্রকার বিবেচনাকেই 'জ্ঞান' বলা হয়, বিচার দ্বারাই তাহা লাভ হয়। অতএব সর্ব্বদা জগৎ, জীব ও পরমাত্মার স্বরূপ বিচার করা কর্ত্তব্য। কেননা, বিচার দ্বারা জীবের ও জগতের নশ্বর স্বভাব বিশেষরূপে বোধগম্য হইলে, অবিদ্যার স্বরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এবং অবশিষ্ট নিত্যশুদ্ধ পরব্রহ্মের জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

আমার সহিত আমার দেহের সম্বন্ধ কি?—লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিবেচনা করা যাইতেছে।—গৃহস্থের সহিত গৃহের যে সম্বন্ধ, আমার সহিত আমার দেহের সম্বন্ধ তদপেক্ষা অধিক নহে, বরং ন্যূন। কাঁচা তেঁতুলের আবরণটির সহিত তন্মধ্যস্থ তেঁতুলের যে সম্বন্ধ, আমার সহিত আমার দেহের সম্বন্ধ বাহ্যদৃষ্টিতে তদ্রূপ অর্থাৎ গায় লাগা। ফলতঃ তেঁতুল পাকিলে খোসাটি আল্‌গা হইয়া যায়, তখন খোসার সহিত তেঁতুলের সম্বন্ধ থাকে না। জীব, যখন তত্ত্ববিচার দ্বারা শরীরকে, আমি হইতে পৃথক্ বলিয়া অনুভব করিতে পারেন, তখন তিনি দেখিতে পারেন যে, সুপক্ক তেঁতুল যেমন খোসা হইতে আল্‌গা, তেমন তিনিও শরীর হইতে আল্‌গা—পৃথক্। সত্য বটে তেঁতুল, পাকিবার পূর্ব্বে খোসার সহিত সম্পৃক্ত থাকে, কিন্তু পাকিলে খোসা হইতে তেঁতুল আপনা-আপনি আল্‌গা হইয়া যায়,—ঠিক তেমনি অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত জীব, প্রথমতঃ দেহের সহিত আপনাকে অভিন্ন দেখে; পরে, ক্রমশঃ তত্ত্ববিচার দ্বারা বুদ্ধির মালিন্য নষ্ট হইলে, "আমি"-র সহিত দেহের পৃথক্ অনুভব করিয়া থাকে।

এই যে দেহের সহিত আমার ঘনিষ্টতা বা অভেদজ্ঞান, তাহা এক জন্মের সাধনা দ্বারা দূরীভূত হয় না। এ-সম্বন্ধে 'পঞ্চদশী'-কার বলেন,—

"বহুজন্ম-দৃঢ়াভ্যাসাৎ দেহাদিষ্বাত্মধী ক্ষণাৎ।
পুনঃ পুন রুদেত্যেবং জগৎ-সত্যত্বধীরপি॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—অর্থাৎ, দেহ, ইন্দ্রিয়াদি আমি, এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ সত্য, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্ম ব্যাপিয়া ইহা দৃঢ়রূপে অভ্যাস করিয়া আসাতে, সেই সংস্কার পুনঃ পুনঃ উদিত হওয়ারই কথা।

শাস্ত্রে এইরূপ ব্যবহারকে বলা হইয়াছে—'বিপরীত ভাবনা।' যে বস্তুর যে স্বভাব, তাহার যথার্থ তথ্য না জানিয়া তাহাকে যে অন্য প্রকার জ্ঞান করা, তাহাই বিপরীত ভাবনা। যেমন সময় অনুসারে পিতাকেও শত্রু বলিয়া বোধ হয়; তদ্রূপ, আত্মা স্বরূপতঃ দেহাদি হইতে ভিন্ন, এবং জগৎ মিথ্যা হইলেও—আত্মাকে দেহাদি হইতে অভিন্ন ও জগৎকে সত্য বলিয়া জ্ঞান হয়। —ইহাই বিপরীত ভাবনার ব্যবহার।

তারপর, বিচার দ্বারা যে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তাহাও দ্বিবিধ। এক পরোক্ষ, আর এক অপরোক্ষ। দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা পরিষ্কার ভাবে দেখান যাইতেছে—

সর্ব্বকারণ, জ্ঞানস্বরূপ এবং একমাত্র (অদ্বিতীয়) পরব্রহ্ম আছেন, এইরূপ যে নিশ্চিত অবধারণ, তাহার নাম 'পরোক্ষ জ্ঞান'। যেহেতু বেদবাক্য দ্বারা বা গুরুমুখে শুনিয়া যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া গিয়াছে, তাহা শাস্ত্র বা গুরুর নিকট হইতে পাওয়া অর্থাৎ পরের নিকট হইতে ঐরূপ জ্ঞান লব্ধ হওয়ায়, তাহাকে বলা হয় 'পরোক্ষ'। আর নিরন্তর তত্ত্ববিচার-ফলে 'আমিই নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ পরব্রহ্ম' ইত্যাকার দৃঢ়প্রতীতি-বোধক যে জ্ঞান হৃদয়ে স্বতএব প্রকাশ পায়, তাহার নাম 'অপরোক্ষ'। অর্থাৎ পরের নিকট হইতে পাওয়া নহে—স্বয়মনুভূত—প্রত্যক্ষ।

এই অপরোক্ষজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জীব কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে,—আমার সহিত আমার দেহের সম্বন্ধ কি? এই যে অপরোক্ষজ্ঞানের কথা বলা হইল, তাহা যে কাহার কবে হইবে, নিশ্চয় নাই। তবে যে যে প্রণালী ধরিয়া চলিলে অপরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে, শাস্ত্রে তাহার উপায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্বানুসন্ধায়ীরা তাহার সন্ধান করিয়া লইয়া থাকেন। গীতার একস্থলে ভগবান বলিতেছেন,—

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

—হে অর্জ্জুন, দেহ-যন্ত্রে আরূঢ় জীব সকলকে মায়াচক্র দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া, ঈশ্বর তাহাদিগের হৃদয়-দেশে অবস্থিতি করিতেছেন।

এ-স্থলে সর্ব্বভূত-শব্দের অর্থ—বিজ্ঞানময় কোষ। তাহাই সকল প্রাণীর হৃদয়দেশে অবস্থিত আছে। ঈশ্বর তাহাদিগের উপাদান-কারণস্বরূপ। ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে অবস্থিতি করতঃ বিজ্ঞান-ময়ের বিকারে বিকৃতের ন্যায় হন, কিন্তু স্বভাবতঃ তিনি অবিকারী। এখানে দেহাদিই যন্ত্র এবং তত্তদ্‌দেহে আত্মার যে অভিমান, তাহাকেই আরোহণ বলা হয়। আর বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে তাহার যে প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি তাহাকে ভ্রমণ বলা হয়। এ-সম্বন্ধে পুরাণের উক্তি এই যে,—

"জানামি ধর্মং নচ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

—অর্থাৎ, বিহিত কর্ম্ম ধর্ম্মসাধক জানিয়াও তাহাতে আমার স্বতঃপ্রবৃত্তি নাই এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম অধর্ম্মজনক অবগত হইয়াও তাহা হইতে আমার নিবৃত্তি নাই। কোন অন্তর্য্যামী দেব, আমার হৃদয়ে অবস্থিতি করতঃ আমাকে যাহাতে নিযুক্ত করেন, আমি তাহাই করিয়া থাকি।

জগতে এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে, যাহা কেবলমাত্র বাহ্যেন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া থাকে,—ঐরূপ বাহ্যেন্দ্রিয়ের গোচর হওয়াকে বলা হয়, 'ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ'। যে সকল ব্যাপার বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত নহে, তাহা অনুমানসিদ্ধ। অনুমান মানস ব্যাপার, সুতরাং অন্তরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। অন্তরিন্দ্রিয়ের নাম মনঃ। ঐরূপ মনের গ্রহণ-সামর্থ্যকে বলা হয়, 'মানস প্রত্যক্ষ'। তারপর, মনঃও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে বিষয় গ্রহণ করিতে পারিল না, সেই বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, আপ্তোপদেশের আশ্রয় লইতে হয়। অভ্রান্ত বেদবাক্যের নাম 'আপ্তোপদেশ'। যে সকল তত্ত্বার্থদর্শী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, যোগবলে যে অজ্ঞেয় তত্ত্বের পরিণাম বিশদরূপে অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাহাই আপ্তোপদেশ বা বেদবাক্য। এ-সম্বন্ধে উক্ত এই যে,—

"আপ্তঃ সত্য ঋষিপ্রোক্তো দিব্যজ্ঞান-সুসংযুতঃ।
রাগদ্বেষাদিভির্মুক্তো ভ্রমাদিদোষবিচ্যুতঃ॥"

—যতদিন আমরা অপরোক্ষ-জ্ঞান দ্বারা তত্ত্বের যথার্থ স্বরূপ বিনির্ণয় করিতে না পারিব,—ততদিন শাস্ত্রবাক্য মানিয়া চলিতেই হইবে। তারপর অপরোক্ষজ্ঞান দ্বারা যখন জানিতে পারিব যে, আমার দেহ হইতে আমি স্বতন্ত্র, তখনই বুঝিব শাস্ত্র সত্য কি অসত্য। অপরোক্ষ-জ্ঞানই এস্থলে শাস্ত্রের সত্যতা-নির্ণায়ক কষ্টি-পাথর।

"ন ত্বং দেহো নেন্দ্রিয়ানি ন প্রাণো ন মনোধিয়ঃ।
এষাং দ্রষ্টা চ সাক্ষী ত্বং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ॥"

(শান্তিগীতা)

—'তুমি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি এ সকলের কিছুই নহ। তুমি ইহাদের কর্ম্মের দ্রষ্টা ও সাক্ষীমাত্র। তুমি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ।'

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

বিচার-ধারা

*চতুর্থ প্রবাহ

"সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে॥
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্॥"

(বিষ্ণুপুরাণম্, ১।১৯।৮৫,৮৬)

অর্থ। সেই অনন্তপুরুষ সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং তিনিই আমি। আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন, আমিই সমস্ত, আমাতেই সমস্ত বিদ্যমান্ এবং আমি সনাতন। আমি অক্ষয় ও নিত্য, এবং পরমাত্মাতে আমার আশ্রয়। আমিই ব্রহ্ম, আমি সৃষ্টির পূর্ব্বেও বিদ্যমান্ ছিলাম এবং প্রলয়ের পরেও বিদ্যমান্ থাকিব। আমিই পরমপুরুষ॥

ধর্ম্ম-সাধনার নিমিত্তই মানবদেহ ধারণ, মনুষ্য-জন্ম লাভ। মানব-জন্ম লাভ করিয়াই পরমতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়াই ধর্ম্মাচরণ দ্বারা আত্মদর্শন-লাভে কৃতার্থ হওয়া যায়। নরদেহ প্রাপ্ত হইয়াও তত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত থাকা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? "পশোঃ পশুঃ কো, ন করোতি ধর্ম্মম্।"—ধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানেরই নামান্তর। যে মনুষ্য তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টায় বিরত, তাহার মনুষ্য-জীবন-প্রাপ্তির উদ্দেশ্য নিরর্থক।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে (২।৩।২) উক্ত হইয়াছে যে, আত্মা স্থাবর অপেক্ষা উদ্ভিদে, উদ্ভিদ অপেক্ষা পশুতে, পশু অপেক্ষা মানবে অধিক প্রকাশমান। ভগবান মনু বলিয়াছেন—

---

*'উৎসব'—১৩৪৪ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "বিচার-কণা" নামে প্রকাশিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অসংখ্যা মূর্ত্তয়স্তস্য নিষ্পতন্তি শরীরতঃ।
উচ্চাবচানি ভূতানি সততং চেষ্টয়ন্তি যাঃ॥"
(১২।১৫)

—অর্থাৎ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় পরমাত্মার দেহ হইতে উৎপন্ন অসংখ্যক লিঙ্গদেহাবচ্ছিন্ন জীব (ক্ষেত্রজ্ঞ) বিনিঃসৃত হয় এবং উচ্চ ও নীচ যোনিতে (দেহে) অধিষ্ঠিত হইয়া সেই সেই দেহকে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রেরণ করে।

জীবের মধ্যে কতকগুলি শক্তি অব্যক্ত থাকে, কতকগুলি ব্যক্ত হইয়া ক্রিয়া করিতে থাকে। পুনঃ পুনঃ দেহ-সংযোগের ফলে, ঐ অব্যক্ত শক্তিসমূহ ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। শক্তি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবের অধিষ্ঠানে দেহেরও ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। সেইজন্যই ভগবান্ মনু উচ্চ-নীচ জীবের উপযোগী অসংখ্য মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে ৭৮শ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—

"স্থাবরা স্ত্রিংশল্লক্ষশ্চ জলজো নবলক্ষ কঃ।
কৃমিজা দশলক্ষশ্চ রুদ্রলক্ষশ্চ পক্ষিণঃ॥
পশবো বিংশলক্ষশ্চ চতুর্লক্ষশ্চ মানবাঃ।
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে॥"

—অর্থাৎ, জীব ক্রমশঃ ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ব্রহ্ম-জ্ঞানের অধিকারী ব্রাহ্মণ-জন্ম লাভ করে। জীব ৩০ লক্ষ ধাতুপ্রস্তরাদি স্থাবর, ৯ লক্ষ মৎস্যাদি জলজ প্রাণী, ১০ লক্ষ কৃমি, ১১ লক্ষ পক্ষী, ২০ লক্ষ পশু-জন্ম অতিক্রম করিয়া অবশেষে মানব-যোনি প্রাপ্ত হয় এবং মনুষ্যরূপে চারিলক্ষবার জন্ম গ্রহণ করিয়া মানবজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট জন্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-দেহ লাভ করে।

বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণেও পর পর ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণান্তর ক্রমোন্নতির স্রোতে ভাসমান হইয়া পরিণামে ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পূর্ণ বিকশিত ব্রহ্ম-যোনি (ব্রাহ্মণ-জন্ম) প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। যথা—

"ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ।
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ॥"

চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যভাগ, ১৯শ পর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

"এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশিলক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥
তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক জলস্থলচর ভেদ।
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর॥"

বহু যোনি ভ্রমণান্তর পরমসৌভাগ্যফলে ও বহুপুণ্যবলে সাধনোপযোগী মনুষ্য-জন্ম লাভ হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্য ধর্ম্মসাধন করাই এই দুর্ল্লভ দেহধারণের সার্থকতা। একমাত্র ধর্ম্মাচরণ দ্বারাই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়। ধর্ম্মসাধনার দ্বারাই মনুষ্যের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। দুর্ল্লভ মনুষ্য-দেহ লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি ধর্ম্মসাধনে বিমুখ থাকে, তাহার ন্যায় হতভাগ্য ও পাপী আর কে আছে?

কুলার্ণবে উক্ত হইয়াছে,—

"সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভম্।
য স্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপরতোঽত্র কঃ॥"

আচার্য্যপাদ শ্রীশঙ্কর ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"লব্ধ্বা কথঞ্চিন্নরজন্ম দুর্লভং
তত্রাপি পুংস্ত্বং শ্রুতিপারদর্শনম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

য স্ত্বাত্মমুক্তৌ ন যতেত মূঢ়ধীঃ
স হ্যাত্মহা স্বং বিনিহন্ত্যসদ্‌গ্রহাৎ ॥"

(বিবেকচূড়ামণি ৪)

— যে ব্যক্তি বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্য কর্ম্মফলে দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া এবং পুরুষরূপে জন্মিয়াও এবং বেদাদিশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ হইয়াও সংসারসাগর হইতে আত্মপরিত্রাণ লাভে যত্নবান না হয়, সেই অসৎপদার্থগ্রহণকারী মূঢ়বুদ্ধি মানব আত্মঘাতী বলিয়া বিবেচিত হয়।

"ইতঃ কোন্বস্তি মূঢ়াত্মা যস্তু স্বার্থে প্রমাদ্যতি।
দুর্লভং মানুষং দেহং প্রাপ্য তত্রাপি পৌরুষম্ ॥"

(ঐ, ৫)

—দুর্লভ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া, অধিকন্তু নিজ পুরুষকার সম্পাদনে সমর্থ হইয়াও যে ব্যক্তি স্বার্থসাধনে (তত্ত্বজ্ঞান লাভে) প্রযত্ন না করে, সংসারে তাহাপেক্ষা মূর্খ আর কে আছে? অর্থাৎ কেহ নাই।

প্রথম আবির্ভূত হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কর্ত্তব্য-বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। চতুর্দ্দিকের অনন্ত জলরাশি হইতে 'তপ' 'তপ' ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। তৎশ্রবণে তিনি নিশ্চয় করিলেন তপস্যাই উদ্দেশ্য, তপস্যাই একমাত্র করণীয়। তিনি তপস্যা-মগ্ন হইলেন। তপস্যা-শক্তিতে ব্রহ্মা পরমজ্ঞান ও পরমশক্তি লাভ করিয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রচনায় সমর্থ হইলেন। "স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত।"

তপস্যা দ্বারাই আত্মা পবিত্রতা লাভ করে, আধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত হয়, তত্ত্বজ্ঞান অনায়াস-লভ্য হইয়া উঠে। তপস্যা-প্রভাবেই মানবাত্মা পবিত্র হইয়া পরমজ্ঞান লাভে ধন্য হয়। এই কারণে উক্ত হইয়াছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।"
"সত্যেন লভ্য স্তপসা হ্যেষ আত্মা।"
"যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।"

—তপস্যা ব্যতীত শক্তিলাভ, এবং শক্তি ব্যতীত ধর্ম্মাচরণ ও তৎপরিণাম জ্ঞানলাভ অসম্ভব। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" ধর্ম্মশাস্ত্ররচয়িতা ভগবান্ মনুর কথায়ও তাহা প্রমাণিত হয়—

"তপস্তপ্ত্বাস্থজদ্ যন্তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ॥
অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্।
পতীন্ প্রজানামসৃজম্ মহর্ষী-নাদিতো দশ॥"

অর্থ। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই বিরাট পুরুষ বহুকাল তপস্যা করিয়া স্বয়ং যাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই আমি মনু; আপনারা আমাকেই সৃষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া জানুন। আমি অনন্তর প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে বহুকাল অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম এবং সেই তপঃপ্রভাবে প্রথমতঃ প্রজাসৃষ্টিতে সমর্থ দশজন প্রজাপতির সৃষ্টি করিলাম।

ধর্ম্মসাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য তত্ত্বজ্ঞান-লাভ। তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবেই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক,—এই ত্রিবিধ দুঃখের অবসান হয়। এই কারণেই তত্ত্বজ্ঞান জীবনের একমাত্র পরম পবিত্র প্রার্থণীয় লক্ষ্য—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। পশু ও মনুষ্য মধ্যে এই একমাত্র প্রভেদ যে, পশু দেহধারী হইয়াও কেবলমাত্র দেহরক্ষার জন্য জীবন অতিবাহিত করে, আর মনুষ্য অন্তঃস্থ আধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত করিয়া ধর্ম্মসাধনার জন্য ব্যগ্র হয়। মানবদেহ ধারণ করিয়াও যে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য নিশ্চেষ্ট থাকে, সে নরদেহধারী পশু ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তাই বলা হইয়াছে—

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি,
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো,
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

—অর্থাৎ, আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি কার্য্য পশু ও মনুষ্য উভয়ের সমান; কেবল ধর্ম্মাচরণই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতার কারণ। অতএব, ধর্ম্মানুষ্ঠান-রহিত মনুষ্য পশুর সমান।

ধর্ম্মজীবন-লাভের ইচ্ছা প্রবল হইলে মানব-মনে স্বতঃই প্রশ্নের উদয় হয়,—'এই জীবনের উদ্দেশ্য কি?' 'এই নরদেহ-ধারণের সার্থকতা কিসে?'—এই প্রশ্নই মানব-জীবনকে ধন্য ও কৃতার্থ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এই প্রশ্নই অন্ধ মূঢ় মানবকে চক্ষুষ্মান্ বিচারবান্ করিয়া তাহার প্রকৃত গন্তব্যপন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

জীব মাত্রই দুঃখের দাস। বিশেষতঃ মানব-জীবন ত ব্যাবহারিক ভাবে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের জন্যই সৃষ্ট। মনুষ্য মধ্যে আবার যিনি যত বিচারবান্ প্রতিভাশালী, তাঁহার দুঃখও ততোধিক। কারণ, চিন্তাশীল বুদ্ধিমান্ মানবই আপন গন্তব্য পথের দুস্তরতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। যেহেতু—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথ স্তৎ কবয়ো বদন্তি॥" (কঠোপনিষদ্)

—অর্থাৎ, জ্ঞানস্বরূপ আত্মজ্ঞানের পথ কঠোর সাধনসহ অতি সাবধানে অতিক্রম করিতে হয়; ক্ষুর-ধারার (ক্ষুরের তীক্ষ্ণ প্রান্ত-ভাগের) উপর দিয়া গমনের ন্যায় আত্মজ্ঞানের সাধন-পথ অতীব কঠিন।—তবে, তিনি ইহাও জানেন যে, এই জন্মমৃত্যুপ্রবাহ-রূপ দুঃখ-সাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায় ধর্ম্মসাধন ও তত্ত্বজ্ঞান-লাভ। উদ্বুদ্ধ মানবের মনে উত্থিত উক্ত প্রশ্নের সমুচিত সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কিছুতেই সুস্থির হইতে পারেন না।

জড় বিষয়ে, জড় দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আসক্ত ও আবদ্ধ হইয়াই মানব যত দুঃখ, কষ্ট, শোক ও অনর্থ ভোগ করে। 'আমিত্ব'-জ্ঞান কামনা-মূলক এবং এই 'আমিত্ব'-বোধ আমাদিগের বিষয়ে আসক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মাইয়া দেয়। যাহাকে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিলে সুখ হইবে বলিয়া মনে হয় অর্থাৎ যাহা কোন ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর, তাহাই মনেতে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে করিতে, মনুষ্যের সেই বিষয়ে 'আসক্তি' জন্মে। 'আমি করিতেছি, আমি কর্ম্মের কর্ত্তা'—এইরূপ অহংভাবাপন্ন হইয়া যে সকল কর্ম্ম করা হয়, তাহাদের ভাব (বীজ) সংস্কার-রূপে জীবাত্মায় সঞ্চিত থাকে; উদ্দীপক কারণ পাইলেই সংস্কারগুলি কার্য্যোন্মুখ হয়। এই প্রকার 'আমিত্ব'-মূলক কর্ম্মই জীবের সংসারচক্রে বারম্বার গমনাগমনের কারণ। যতকাল বিষয়ে ও বিষয়-ভোগে আসক্তি থাকিবে, ততকাল বিষয়ের টানে ও ভোগ-কামনায় জীবকে পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতেই হইবে। পূর্ব্বদেহ ধারণকালে শুভাশুভ কর্ম্মসমূহের ফলকামনাবশতঃ সুখদুঃখের যে প্রতিকৃতি চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়াছে, তদুপযোগী বিষয়-ভোগ করিবার জন্য জীবকে পুনরায় অন্য স্থূলদেহ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিতেই হইবে। কামনাবাসনা-রূপ কালের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে জীব কতকাল ধরিয়া, এইরূপ সংস্কাররাশি সঞ্চয় ও সংক্ষয় করিয়া আসিতেছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? এই সংস্কারবশেই জীব পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুপ্রবাহ-রূপ দুঃখ-সাগরে ভাসিতেছে ও ডুবিতেছে। সংস্কার কাহাকে বলে?—জীব ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা যে সকল বিষয় গ্রহণ করে, ও তজ্জন্য যে সুখদুঃখ অনুভূত হয়, তদ্ধেতু তাহাদের প্রতি অনুরাগ দ্বেষাদি জন্মে; সেই সকল সুখ-দুঃখের, এবং সুখদুঃখ যে বিষয়সমূহের দ্বারা সাধিত হয়, সেই সকল বিষয়ের, প্রতিকৃতি তাহার চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়া যায়,—এই প্রতিকৃতির নাম 'সংস্কার'। সকামকর্ম্ম করিলে তাহার ফল (জন্ম-মৃত্যু) অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কর্ম্মের সহিত কর্ম্মফলের ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় সম্বন্ধ।

"যথা ছায়াতপৌ নিত্যং সুসংবদ্ধৌ নিরন্তরম্।
তথা কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ সম্বন্ধাবাত্মকর্ম্মভিঃ॥"

—অর্থাৎ, ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় কর্ম্ম ও কর্ত্তা সর্ব্বদা সুসংবদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে।—অধিকন্তু, পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃতকর্ম্ম কখন নষ্ট হয় না, মন ও ইন্দ্রিয়গণ তাহার সাক্ষিস্বরূপ থাকে। তথাহি—

"ন নশ্যতি কৃতং কর্ম্ম সদা পঞ্চেন্দ্রিয়ৈ রিহ।
তেহ্যস্যসাক্ষিণো নিত্যং ষষ্ঠ আত্মা তথৈব চ॥"

আরও কথিত হইয়াছে—

"কর্ম্মণা জায়তে জন্তু কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
দেহে বিনষ্টে তৎকর্ম্ম পুনর্দ্দেহে প্রলভ্যতে॥"

—অর্থাৎ, (সকাম) কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তৎকর্ম্মফলহেতু জীব জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করে এবং (নিষ্কাম) কর্ম্ম দ্বারা জন্মগ্রহণ নষ্ট হয়। দেহ বিনষ্ট হইলেও তৎকৃত কর্ম্মসমুদয় কর্ম্মানুরূপ অন্যদেহ প্রাপ্তি করায়।—শ্রীভগবান্‌ও গীতাতে অর্জ্জুনকে বহুবার এই উপদেশ শুনাইয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদেও উক্ত হইয়াছে—

"কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্যকৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥" (৩।২।২)

—অর্থাৎ, যে ব্যক্তি যাদৃশ বিষয় উপভোগের নিমিত্ত কামবান্ হইয়া যাদৃশ কর্ম্ম করে, সে ব্যক্তি সেই বিষয় উপভোগের নিমিত্ত সেই সেই লোকে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বিষয়ে বিতৃষ্ণ হন এবং স্বস্বরূপে স্থিতিলাভ করেন, তাঁহার সমুদয় কামনা (বিষয়ভোগের ইচ্ছা) এই জন্মেই নষ্ট হইয়া যায়। (সুতরাং আর বিষয়ভোগের নিমিত্ত তাঁহাকে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না। "অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।")

পাতঞ্জলদর্শনেও কথিত হইয়াছে—

"সতি মূলে তদ্বিপাকে জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।"

—অর্থাৎ, যিনি যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যেরূপ সংস্কার সঞ্চিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS.

করিবেন, তিনি সেই সংস্কার-অনুরূপ জাতি, আয়ুঃ এবং ভোগ প্রাপ্ত হইবেন।

বিষয়ভোগাসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া আত্মানুসন্ধানে মগ্ন হওয়াই জন্মমৃত্যুপ্রবাহ-রূপ দুঃখনিবৃত্তির উপায়। আত্মার উন্নতিই দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্মের লক্ষ্য। এই উন্নতির মূল ধর্ম্মসাধন। যাহার বিদ্যমানতায় মনুষ্য, মনুষ্য নামে অভিহিত হয়, যাহার অবর্ত্তমানে মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না, তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। 'ধৃঙ্ অবস্থানে,' এই ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করিয়া 'ধর্ম্ম' শব্দ (পদ) সাধিত হয়। অতএব, যাহার অবস্থিতিতে বস্তুর অবস্থিতি এবং যাহার অভাবে বস্তুর অবস্থিতি থাকে না, থাকিতে পারে না, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যেমন—অগ্নির ধর্ম্ম তাপ, বায়ুর ধর্ম্ম স্পর্শ, জলের ধর্ম্ম শৈত্য, মনুষ্যের ধর্ম্ম মনুষ্যত্ব। আবার, যে বিদ্যা দ্বারা অন্তরস্থ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার দর্শন লাভ হয় এবং যে বিচার দ্বারা অধ্যস্ত জীবত্ব-বুদ্ধি নাশপ্রাপ্ত হইয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বোধে স্থিতিলাভ হয়, তাহাও 'মনুষ্য ধর্ম্ম'। এই সর্ব্বোচ্চ পরম ধর্ম্ম লাভের উপায়-স্বরূপ মনুষ্যের দশটি ধর্ম্মাচরণ মহর্ষি মনু নিম্নশ্লোকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্।"

অর্থ। ধৃতি=ধনাদি নাশে অথবা ইষ্টবিয়োগাদিতে চিত্তকে স্থির রাখিবার শক্তি; ক্ষমা=সামর্থ্যসত্ত্বেও অপরাধীর অপকার না করিবার বৃত্তি; দম=বিষয়সংসর্গেও মনকে বিকৃত না হইতে দেওয়ার শক্তি এবং শীতাতপাদিদ্বন্দ্বসহন-সামর্থ্য; অস্তেয়=অন্যায়রূপে পরধনাদি গ্রহণেচ্ছা দমনের শক্তি, "মা গৃধ কস্যস্বিদ্ ধনম্" এই উপদেশ পালন-সামর্থ্য; শৌচ=মৃত্তিকা ও জল দ্বারা শাস্ত্রসম্মত দেহশোধন এবং আহারাদি-শুদ্ধি; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ=নিষিদ্ধ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সংযম; ধী=শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞান; বিদ্যা=আত্মজ্ঞান; সত্য=যথার্থ কথন; এবং অক্রোধ=ক্রোধের কারণ সত্ত্বেও ক্রোধ দমন করিবার সামর্থ্য;—এই দশবিধ ধর্ম্মের লক্ষণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মের দশটি অঙ্গের কথা নিম্নলিখিত ভাবে অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে—

"ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন তপসা চ প্রবর্ত্ততে।
দানেন নিয়মেনাপি ক্ষমা শৌচেন বল্লভ॥
অহিংসয়া সুশান্ত্যা চ আস্তয়েনাপি বর্ত্ততে।
এতৈর্দশভি রঙ্গৈস্তু ধর্ম্মমেব প্রসূচয়েৎ॥"

ভগবান বেদব্যাস প্রজাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত করুণাপরবশ হইয়া এই দশ লক্ষণকে বিস্তারপূর্ব্বক ত্রিশ লক্ষণ করিয়া 'শ্রীমদ্ভাগবতে' লিখিয়াছেন—

"সত্যং দয়া তপঃ, শৌচং তিতিক্ষেচ্ছা শমো দমঃ।
অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যং চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জ্জবম্॥
সন্তোষঃ সমদৃক্-সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ।
নৃণাং বিপর্য্যয়েহেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্শনম্॥
অন্নাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্॥
নৃণামযং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশল্লক্ষণবান্ রাজন্ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি॥"

—হে রাজন্ পাণ্ডুপুত্র! সত্য, দয়া, একাদশী ব্রতাদি তপস্যা, শুদ্ধতা, সহনশীলতা, যুক্তাযুক্ত বিষয়ের বিচার, মন-নিগ্রহ, বহিরিন্দ্রিয়-দমন, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, দান, যথোচিত মন্ত্র-জপ ও অধ্যাত্মশাস্ত্র-পাঠ, সরলতা, সন্তোষ, সমদর্শী মহাপুরুষের সেবা, প্রবৃত্ত সকাম কর্ম্ম হইতে ধীরে ধীরে নিবৃত্ত হওয়া, মনুষ্য-কৃত কর্ম্মের বিপরীত ফললাভ দর্শন, বৃথাভাষণ-ত্যাগ, আত্ম-বিচার, সকল প্রাণীকে অন্ন প্রভৃতির যথোচিত অংশ-দান, সর্ব্বভূতে বিশেষতঃ মনুষ্যে আত্মবুদ্ধি ও দেবতাবুদ্ধি-স্থাপন, সাধুমহাত্মাদিগের আশ্রয়ভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব শিক্ষাপ্রদ লীলা-শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এবং তাঁহাকে সেবা, পূজা ও নমস্কার, তাঁহার সহিত দাস-ভাব ও সখাভাব স্থাপন এবং তাঁহার শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করা,—এই ত্রিংশ লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্মাচরণ মনুষ্যদিগের উত্তম সাধারণ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম পালন করিলে সর্ব্বাত্মা ভগবান প্রসন্ন হন।

'মহাভারতে'ও উক্ত হইয়াছে—

"অহিংসা সত্যমক্রোধ আনৃশংস্যং দমস্তথা।
আর্জ্জবং চৈব রাজেন্দ্র নিশ্চিতং ধর্ম্ম-লক্ষণম্॥"

মহর্ষি 'যাজ্ঞবল্ক্য' বলিয়াছেন—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দয়া দমঃ ক্ষান্তিঃ সর্বেষাং ধর্মসাধনম্॥"

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন—

"ইজ্যাচার-দমোঽহিংসা দানং স্বাধ্যায়কর্ম্ম চ।
অয়ং হি পরমো ধর্ম্মো যৎ যোগেনাত্মদর্শনম্॥"

—যোগাভ্যাস দ্বারা আত্মদর্শন করাই পরম ধর্ম্ম। আত্মদর্শনই মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম। ধর্ম্মের মত বন্ধু আর কে আছে? অর্থাৎ কেহ নাই। দেহপাত হইলে একমাত্র ধর্ম্মই সঙ্গে যাইবে। "ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি।" "এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।"

আত্মতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম বিষয়। বৈরাগ্য ও বিচার, ধ্যান ও ধারণা অবলম্বন করিয়াই সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বে প্রবেশলাভ করিতে হয়। আত্মতত্ত্বে স্থিতির দ্বারাই সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্যের ত্রিবিধ দুঃখের অবসান হয়। ইহা দ্বারাই মহামুক্তি-জনিত পরমানন্দ লাভ হয়। ইহাই ধর্ম্মের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব, ইহাই ধর্ম্মের মর্ম্ম। ইহা দ্বারাই আত্মদর্শন হয়। আত্মদর্শনই ধর্ম্মের সারতত্ত্ব। যে পর্য্যন্ত না আনন্দস্বরূপ আত্মার দর্শন লাভ হয়, তাবৎকাল জীব মহামোহাবর্ত্তাকুল বিষয়বিষপরিপূর্ণ এই সংসার-সাগরে আবর্ত্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। আত্মদর্শন হইলে সমস্ত আসক্তি ও কামনা হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতঃ মনুষ্য পরমপদ প্রাপ্ত হয়। তদবস্থা হইতে তাঁহার আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।

"তাবৎ ভ্রমন্তি সংসারে বারিণ্যাবর্ত্তরাশয়ঃ।
যাবন্মূঢ়া ন পশ্যন্তি শুদ্ধাত্মানমনিন্দিতম্ ॥

দৃষ্ট্বাত্মানমসৎ ত্যক্ত্বা সত্যমাসাদ্য সংবিদম্।
কালেন পদমাগত্য জায়ন্তে নেহ তে পুনঃ ॥"

"ন স পুনরাবর্ত্তন্তে।"—"যদ্ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ।" "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে।"

ত্যাগই মনুষ্যকে আত্মদর্শনের জন্য প্রবুদ্ধ করে। একমাত্র ত্যাগধর্ম্ম দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হইতে পারে। "ত্যাগেনৈকেনাহ-মৃতত্বমানশুঃ।"—ত্যাগ মুক্তিদ্বারের প্রথম ও প্রধান সোপান, ত্যাগ সাধন-গ্রন্থের প্রথম ও অন্তিম পরিচ্ছেদ। ত্যাগ-ধর্ম্মের অনুশীলন দ্বারা নীচ দৈহিক ও ঐন্দ্রিয়িক বৃত্তি নষ্ট হইয়া মানসিক শক্তি জাগ্রত হয়। বিচার দ্বারা দেহাভিমান অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগকেই 'ত্যাগ' বলে। বিচারবান ব্যক্তির পক্ষে ত্যাগই মুখ্য আশ্রয়। এই মলিন দেহ আত্ম-ত্ব অভিমানের যোগ্য কিছুতেই হইতে পারে না। অন্নরসাদি হইতে উৎপন্ন পিতার বীর্য্য ও মাতার রজঃ হইতে উৎপন্ন এই স্থূল শরীর অন্নরস দ্বারাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বল্মীকের স্তূপের ন্যায় বৃহদাকার ধারণ করে। এই সদামলিন দেহে সদানির্ম্মল আত্মার অধ্যাস কি প্রকারে সম্ভবে? ভোজ্যপদার্থের পরিণাম বিষ্ঠামূত্রাদি যেমন অশুচি অস্পৃশ্য, ভোজ্যপদার্থের পরিণাম হইতে জাত ও বর্দ্ধিত এই শরীরও সেরূপ অস্পৃশ্য ও অশুচি জানিয়া নিত্য বিচার করিলে, দেহে আত্মবুদ্ধি কিছুতেই স্থায়ী হইতে পারে না, ধীরে ধীরে এই মোহ দূর হইয়া যায়। এই দেহ-সম্বন্ধে বিচারই বৈরাগ্যের শ্রেষ্ঠ সাধন। অন্তর বাহির শৌচ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈরাগ্য জন্মাইবার জন্য। "শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ।" —শৌচসাধন দ্বারা নিজের দেহের প্রতি গ্লানি (ঘৃণা) উৎপন্ন হয় (কেন না, বুঝিতে পারা যায় যে শরীর স্বভাবতঃই অশুদ্ধ, তাহার শুদ্ধিসাধন অসম্ভব) এবং অপর শরীরের সহিত সংসর্গের ইচ্ছা নষ্ট হইয়া যায়। —ইহাই বৈরাগ্য-প্রতিষ্ঠা। ত্যাগ ও বৈরাগ্য ফলতঃ সমপর্য্যায়ভুক্ত। ত্যাগ ব্যতীত শাশ্বত শান্তি অর্থাৎ মুক্তি-লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। ত্যাগপথ অবলম্বন করিয়াই শান্তিধামে যাইতে হয়। শ্রীগীতাতে কথিত হইয়াছে—

"আপূর্য্যমানমচল প্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥"

—অর্থাৎ, বৈরাগ্যবান—কামনাত্যাগী ব্যক্তিই শান্তি প্রাপ্ত হন, কামনাপরতন্ত্র ব্যক্তির শান্তিলাভ হইতে পারে না। —ব্যবহারিক জীবনে সঙ্কোচের নাম ত্যাগ। অত্যন্ত আবশ্যকের অতিরিক্ত কোন পদার্থে আসক্তি না রাখাই ত্যাগ। এই ত্যাগ সাধনও অনভ্যাসীর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

ভোগ মনুষ্যের উৎকর্ষসাধনার পরিপন্থী। স্থূল জড় বিষয়ের উপভোগ দ্বারা মন মলিন ও দুর্ব্বল হয়। বিষয়ভোগসুখে মগ্ন মানব পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয় চরিতার্থজ ক্ষণিক সুখাতিরিক্ত দৈবী সুখ ও উন্নত তত্ত্বের কল্পনাও ভোগীর নিকট অসম্ভব। জড় দেহ ও জড় ইন্দ্রিয়ের উপভোগ মনুষ্যের বুদ্ধিকে এরূপ জড় ও মূঢ় করিয়া ফেলে যে, ত্যাগ দ্বারা পরমতত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় তাহার বিস্মরণ হইয়া যায়। এই মোহ-ভ্রমের পরিণাম পশুত্ব-প্রাপ্তি। ভোগবিলাসে মত্ত মনুষ্য ইন্দ্রিয়-সুখজ ভোগ ত্যাগে অসমর্থ, কারণ ভোগের দ্বারা কখনও কামনার নিবৃত্তি হয় না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন অগ্নির বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, সেইরূপ বিষয়-ভোগরূপ আহুতির দ্বারা ভোগবাসনা-রূপ অগ্নি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ কাম বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামনা পূরণ করিবার জন্য উহার নিকট যতই ভোগ দিবে, ততই উহা বাড়িতে থাকিবে।

এই কথাই ভগবান্ মনু নিম্নলিখিত শব্দে বলিয়াছেন—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

সংসার ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগে মত্ত। বিকট বাসনাই ভোগেচ্ছার কারণ। বাসনার দ্বারা তাড়িত হইয়া মনুষ্য বিষয়ভোগ ছাড়িয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। এই বাসনার অর্থাৎ বিষয়-ভোগেচ্ছার নিবৃত্তি ভিন্ন জীবের জন্মমৃত্যুরূপ যন্ত্রণাভোগ হইতে উদ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই। মানব-মনে কোনও চিন্তা বা ভাব, কামনা বা বাসনা, উদিত হইলেই তাহার একটি চিত্র চিত্তে অঙ্কিত হইয়া যায়। এই চিত্রকেই 'সংস্কার' বলে। কর্ম্ম ও কামনা-জাত চিত্র বা সংস্কারই জীবের জন্মান্তর-প্রাপ্তির কারণ। কথিত হইয়াছে—

"আশাপাশশতৈর্বদ্ধা বাসনাভাব-ধারিণঃ।
কায়াৎ কায়মুপায়ান্তি বৃক্ষাৎ বৃক্ষমিবাণ্ডজাঃ॥"

বাসনাই সংসার, ইহাই জীবের পুনঃ পুনঃ দেহধারণের কারণ। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বাসনা দগ্ধ হইয়া ধ্বংস হইলেই মহামুক্তি বা মোক্ষ অধিগত হয়। উক্ত হইয়াছে—

"বাসনা এব সংসার স্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে।" (১)
"ভোগেচ্ছামাত্রকং বন্ধ স্তত্ত্যাগো মোক্ষ উচ্যতে।"

জীব ঈপ্সিত-বস্তু লাভ এবং অনীপ্সিত-বস্তু ত্যাগের জন্য লালায়িত। যাহাকে তাহার কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিলে সুখ

---

(১) ভগবান্ বসিষ্ঠদেব বাসনার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন—"দৃঢ়ভাবনয়া ত্যক্ত-পূর্ব্বাপরবিচারণম্। যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতা॥"—পূর্ব্বাপর বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'আমি' 'আমার' এই প্রকার দৃঢ়-সংস্কারের সহিত যে দেহাদি পদার্থের গ্রহণ হয়, তাহাকেই 'বাসনা' বলে॥ (উপশম প্রকরণ, ৯১।২৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে মনে হয়, তাহাই পাইবার যে তৃষ্ণা, অথবা তাহার স্মৃতি-বশতঃ তজ্জাতীয় অন্য সুখে, অথবা তাহা লাভের উপায়ে, যে লোভ, তাহার নাম রাগ (attraction)। ["সুখানুশয়ী রাগঃ।"] আর যাহাকে তাহার কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিলে তাহার দুঃখ হইবে মনে করে, তজ্জন্য তাহা ত্যাগ করিবার যে ইচ্ছা, অথবা দুঃখের স্মৃতি-বশতঃ সেই দুঃখের প্রতি, অথবা তাহার উৎপাদক বিষয়ের প্রতি যে প্রতিকূল ভাব, তাহাকে দ্বেষ (repulsion) কহে। ["দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।"] এই রজোগুণোদ্ভূত রাগ এবং তমোগুণোদ্ভূত দ্বেষ হইতেই সংসারের সৃষ্টি; এই দুইটিই যত অনর্থের মূল; ইহারাই জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু-ক্লেশভোগের কারণ।

"রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ।"

"সংসারো ভবতি রাজসাদ্রাগাৎ।"

রাগদ্বেষাত্মক বাসনা, পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, নানা উগ্ররূপ ধারণ করিয়া মনুষ্যকে বিচলিত ও ব্যাকুল করিয়া বিষয়রাশির মধ্যে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করাইয়া থাকে। বাসনা চরিতার্থ না হইলে, মানব বিষম নিরাশা ও দুঃসহ বিষাদ ও অবসাদে মগ্ন হইয়া মৃতপ্রায় হয়। এক বাসনা পূর্ণ হইলে পুনঃ নূতন বাসনার উদয় হয়। অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত সংস্কাররাশি বা বাসনা-প্রবাহই মনুষ্যকে নানারূপ কার্য্যে লিপ্ত করিয়া নানা প্রকার দুঃখকষ্টে জর্জ্জরিত ও অশান্তিতে ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে। সর্ব্বপ্রকার অশান্তি, দুঃখ-কষ্ট, এবং হতাশার কারণ 'বাসনা'। উপভোগ দ্বারা বাসনা শান্ত না হইয়া ক্রমেই, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, মানব-মনে কাম-রাজ্যের আবির্ভাব হয়, জীবন মহা অশান্তিময় হইয়া উঠে। কামনা বা বাসনা পূর্ণ হইতে কোনও প্রকার বাধা পাইলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ হইতে মোহের জন্ম হইয়া থাকে অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা দূরীভূত হয়। মোহগ্রস্ত মানবের স্মৃতিশক্তির লোপ হয়, অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরূপদেশজাত জ্ঞানের বিনাশ ঘটে। স্মৃতিশক্তির লোপে বুদ্ধিনাশ হয়। নষ্টবুদ্ধি মানব শুভপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই ভীষণ অবস্থা হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ধার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তখন জীব জীবন্মৃত অবস্থায় কালাতিপাত করে। তথা হি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—

"সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

এই ভীষণ কামনা বা বাসনা (বিষয়ানুরাগ) হইতে উদ্ধার পাইবার সরল ও সহজ উপায় শাস্ত্র এইভাবে উপদেশ করিয়াছেন—

"বিষয়াকৃষ্টচিত্তস্য যন্মহৌষধমুচ্যতে।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াপ্যবস্তূনাং ভগবতৈ সমর্পণম্॥"

—অর্থাৎ, যাহার চিত্ত বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট, তাহার জন্য মহৌষধ বলা হইতেছে,—সমুদয় ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয় বা দ্রব্যসমূহ জগদম্বাকে সমর্পণ করিলে বিষয়ানুরাগ ক্রমে নিবৃত্ত হইবে। এখানে 'ভগবতী শব্দে' স্ব স্ব 'ইষ্ট'-কে বুঝিতে হইবে।

সাধনার প্রথমাবস্থা হইতেই সংযম ও চিত্তশুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করিয়া শুভপথে চালিত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয় ও মন বশীভূত না হইলে সাধনপথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। দেহী জীব সমস্ত কর্ম্ম ও অবস্থাতে দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিবিধ মানসিক বৃত্তির কৃতদাসস্বরূপ। একমাত্র ভোগ-বাসনাই ইহার কারণ। ভোগাসক্তিই মনুষ্যের শান্তির ও মহামুক্তির দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে। বাসনা নষ্ট হইয়া চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত না হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ অসম্ভব। কিন্তু বাসনা নষ্ট হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। দীর্ঘকাল নিত্য নিরন্তর শ্রদ্ধার সহিত একতত্ত্বাভ্যাস ব্যতীত বহুজন্মের বাসনা ক্ষয় হইবার নহে। এজন্য প্রথমে অশুভ বাসনা ত্যাগ করিয়া শুভ বাসনার অনুশীলন করিতে হয়। তৎপর শুভ বাসনা ত্যাগ করিয়া দেহ-বাসনা মাত্র রাখিতে হয়। পরে দেহ-বাসনাকে ত্যাগ করিয়া মনোমাত্র বাসনাকে রাখিতে হয়। তৎপরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোমাত্র বাসনাকে চিন্মাত্র বাসনা দ্বারা নষ্ট করিতে হয়। অবশেষে মনোবুদ্ধি-যুক্ত চিন্মাত্র বাসনাকেও ত্যাগ করিয়া চিন্ময় রূপ হইয়া অবস্থান করিলে আর জন্মান্তর হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

বহু জন্মের সংস্কার-বশতঃ বুদ্ধ্যাদিতে দোষগুণ জন্মিয়াছে। দোষগুণ উভয়ই বন্ধনের কারণ। কখন, কি ভাবে, কোন্ দোষগুণ, কোথায় জন্মিয়াছে, তাহার ঠিক নাই। উহাদের জানিবার জন্য চেষ্টা করা বৃথা; উহাদের বিনাশের জন্যই যত্ন কর্ত্তব্য। অন্তঃকরণের ত্রিবিধ দোষ অজ্ঞানী মাত্রেরই দৃষ্ট হয়। যথা—মলদোষ, বিক্ষেপদোষ ও আবরণ-দোষ। **মলদোষ** কাম-ক্রোধ-লোভাদি। ইহা দেব-দ্বিজ ও গুরুজনের সেবা ও অহিংসাপালন দ্বারা নিবৃত্ত হয়। **বিক্ষেপদোষ** চিত্তের চঞ্চলতা। বাক্যের সংযম করিলে বিক্ষেপদোষ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। বাক্য নিরোধ করিলে, অসত্যভাষণ, পরনিন্দা ও রাগদ্বেষাদি উৎপন্ন হইতে পারে না। মৌন ধারণ করিলে লোক ব্যবহার কম হইবে, চিত্তও ধীরে ধীরে শান্ত হইবে। মৌন ধারণের প্রথম অবস্থায় সপ্তাহে একদিন মৌন থাকিতে হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় সমস্ত দিন মৌন থাকিয়া সন্ধ্যার সময় এক-আধ ঘণ্টা বাক্যালাপ করিতে হয়। তৃতীয় অবস্থায় সাতদিন অন্তর একদিন বাক্যালাপ করিবে। চতুর্থ অবস্থায় পনরদিন অন্তর একদিন বাক্যালাপ করিয়া ক্রমে ক্রমে মৌনের দিন-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। প্রথমেই জোর করিয়া দীর্ঘব্যাপী মৌনধারণ করিলে মস্তিষ্ক গরম হইবার সমধিক সম্ভাবনা। বাহ্য-প্রস্রাব রোধ করিলে যেমন নানা পীড়া হইয়া থাকে, সেইরূপ হঠাৎ স্বভাব রোধ করিলে নানা প্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা। মনকে শীঘ্র শান্ত করিবার জন্য মৌনাপেক্ষা কোন উত্তম সাধন দেখা যায় না। মৌন দ্বারা যোগবিঘ্ন নষ্ট হয় এবং সর্ব্বার্থ সাধিত হয়। পরন্তু, মৌনধারণ করিয়া লেখাদি করাতে মৌনের পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। উহাতে বিক্ষেপ আরও বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। মৌন ধারণ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করা অসঙ্গত, কারণ তাহাতে শরীরের ক্লেশ অনিবার্য্য এবং চিত্তের চঞ্চলতা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যথাসম্ভব বাহ্য ব্যবহার ত্যাগ করিয়াই মৌন ধারণ করা আবশ্যক। বিচারপূর্ব্বক মননান্তে বাসনা ক্ষীণ করিবার জন্য এবং লোক-ব্যবহার হইতে উপরত হইবার জন্যই মৌনধারণ। মৌন অন্যতম মানসিক তপ। উহা দ্বারা শারীরিক, বাচিক ও মানসিক তিন প্রকার তপই সিদ্ধ হইয়া থাকে। মিতভাষণ মোনধারণ অপেক্ষাও কঠিন তপস্যা। মিতভাষীর পক্ষে মৌনধারণের আবশ্যকতা নাই। আবরণদোষ তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে নষ্ট হইয়া যায়। দেহাদি হইতে আত্মাকে পৃথক জানিয়া আত্মার নিত্য নিরন্তর ধ্যান দ্বারা বৃত্তি অখণ্ডাকারা হইলে তদ্দ্বারা আত্মার আবরণ ভঙ্গ হয় এবং আবরণদোষ নষ্ট হয়। দীর্ঘকাল নিত্য নিরন্তর নিদিধ্যাসন করিতে করিতে চিত্তের সকল কলুষ নষ্ট হইয়া মিথ্যার প্রতি যখন দৃঢ় বিতৃষ্ণা জন্মে, তখনই 'সত্য' স্বীয় জ্যোতি প্রকাশ করিয়া সাধকের চিত্তে স্বস্বরূপ প্রকাশ করেন। শাস্ত্র ও গুরুবাক্য, যুক্তি ও ধ্যান দ্বারা উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞান হইতে আবরণের নিবৃত্তি হইলে জন্ম-মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইয়া চিরবিশ্রান্তি লাভ হয়।

চঞ্চল-চিত্ত মানব তত্ত্ব-ভাব অবলম্বন করিতে পারে না অর্থাৎ তত্ত্বকে ধারণ (ধারণা) করিতে পারে না। শান্ত ও সংযত ভাব ব্যতীত সূক্ষ্মতম আত্মতত্ত্ব লাভ সুদূর-পরাহত। আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মানন্দ অদ্বৈত জ্ঞান ভিন্ন অসম্ভব। অদ্বৈত তত্ত্বই একমাত্র সারতত্ত্ব। একমাত্র এই তত্ত্বাবলম্বনেই মানব ধন্য ও কৃতার্থ হয়। অদ্বৈত জ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" যিনি একমাত্র সৎস্বরূপ, যিনি সমস্ত পদার্থের প্রকাশের কারণ ও প্রকাশক, একমাত্র তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেই সর্ব্বপাশ হইতে মুক্ত হইয়া মানব-জীবন অমৃতত্ব লাভ করে। "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।" "য এতদ্বিদু রমৃতাস্তে ভবন্তি।" "জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি।" আত্মাই অমৃত, তিনিই ব্রহ্ম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে জানিলে পরম শান্তি লাভ হয়। আত্মজ্ঞান লাভ অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ লাভ কিছুই নাই। "আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে।" "যল্লাভান্ন পরো লাভো যৎসুখান্নাপরং সুখম্।" এই যে পরতত্ত্ব বা ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, ইনিই অমৃত, ইনিই সর্ব্ব। "ইদমমৃতমিদং ব্রহ্ম ইদং সর্ব্বম্।" এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে অভয় প্রাপ্তি হয়। "আনন্দো ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সুনিশ্চিত উপায় সর্ব্ববিষয়ের ভাবনা ত্যাগ করিয়া আত্মচিন্তন ও আত্মধ্যান-পরায়ণ হওয়া। সর্ব্ব বিষয় বা বস্তুর ভাবনা ত্যাগ ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মদর্শন অসম্ভব। তথা হি—

"যাবৎ সর্ব্বং ন সন্ত্যক্তং তাবদাত্মা ন লভ্যতে।
সর্ব্ববস্তু-পরিত্যাগে শেষ আত্মেতি কথ্যতে॥"

"আত্মাবলোকার্থং তু তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজেৎ।
সর্ব্বং সন্ত্যজ্য দূরেণ যচ্ছিষ্টং তন্ময়ো ভবেৎ॥"

নিজে অসঙ্গ থাকিবে এবং নিজকে সর্ব্বদা অসঙ্গ জানিবে ও ভাবিবে এবং নিজের উপর কোনও কর্ত্তব্য আরোপ করিবে না,—ইহাই জীবন্মুক্তি—সুখপ্রাপ্তির পরম উপায়। যতকাল পর্য্যন্ত দ্বৈত-বিষয়ে মিথ্যাত্ব-বুদ্ধি সুস্থির না হইবে, দেহ ও জগতের মিথ্যাত্ব-ভ্রম নিবৃত্ত না হইবে, ততকাল সংসারিক বিধি-নিষেধ-রূপ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্ত অবশ্য থাকিবে, যেহেতু মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ কর্ত্তব্যের অবসান হইয়া যায়। সুতরাং তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিষয়দ্বয়ের কর্ত্তব্য-রহিত হইয়া, নিজকে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জান,—এই দৃঢ়নিশ্চয়ই শান্তিলাভের পরম উপায়। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"সংসার-ব্যাপৃতিত্যাগে তাদৃগ্ বুদ্ধিস্তু বিশ্রামঃ"। —অর্থাৎ, সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যত্যাগরূপা বুদ্ধিতে পরিস্থিতিই বিশ্রান্তি। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—"মৌনী বশী বিগতমানমদো মহাত্মা কুর্ব্বন্ স্বকার্য্যমনহংকৃতিরেব তিষ্ঠ।"—অর্থাৎ, নিষ্প্রয়োজন ব্যর্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভাষণ ত্যাগ করিয়া, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখিয়া, মান ও দম্ভভাব হইতে অতীত থাকিয়া, দেহরক্ষামাত্র বা আত্মচিন্তন-রূপ স্বকার্য্য-রত নিরহঙ্কার মহাত্মার ন্যায় অবস্থান কর।—ইহাই পরম শান্তি-লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। আকাশে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম আদি কত ভাবেরই না বায়ু বহিতে থাকে, পরন্তু আকাশ তাহাতে লিপ্ত হয় না, সর্ব্বদা অসঙ্গ থাকে ; এই প্রকার নিজেকে স্বরূপতঃ সর্ব্বদা অসঙ্গ জান। শ্রুতি বলিতেছেন—"অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ"।—অর্থাৎ, আত্মপুরুষ অসঙ্গ, ইহাতে সংশয় নাই। এই অসঙ্গতা অদ্বিতীয়ত্ব-হেতু, অন্যবস্তুর অভাব-হেতু। অজ্ঞাত ব্রহ্মেই দৃশ্যের অধ্যাস হইয়া থাকে, ব্রহ্ম জ্ঞাত হইলে অধ্যাস কোথায়? তখন আনন্দই আনন্দ, শান্তিই শান্তি। অতএব, নিত্য নিরন্তর নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয় অসঙ্গ স্বস্বরূপ ব্রহ্মের চিন্তন করিবে। 'শিবোঽহং' অথবা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' নিশ্চয়ই একমাত্র নির্দ্দোষ নিশ্চয়।

মহামুনি অষ্টাবক্র বলিয়াছেন—

"হরো যদ্যুপদেষ্টা তে, হরি কমলজোঽপি বা।
তথাপি ন তব স্বাস্থ্যং সর্ব্ব-বিস্মরণাদৃতে॥"

—অর্থাৎ, মহেশ্বর যদি তোমার উপদেশকর্ত্তা হন, অথবা বিষ্ণু ভগবান, কিম্বা স্বয়ং ব্রহ্মা যদি তোমার উপদেষ্টা হন, তথাপি সর্ব্ববিষয় (অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্য) বিস্মরণ বিনা, তোমার স্বরূপে স্থিতি-রূপী বিশ্রান্তি অসম্ভব। অবিদ্যা বলিয়া তিন কালেই কিছু নাই, কেবল মাত্র মানিয়া লওয়া হয় মাত্র। পুনরায় বিচার দ্বারা অবিদ্যার অত্যন্ত নিবৃত্তি নিশ্চয় হইলে, বলা হয়, অবিদ্যা নষ্ট হয়। অবিদ্যা যদি বাস্তবিক কোন বস্তু হয়, তবে মিথ্যা বলিলেই তাহা নিবৃত্ত হইতে পারে না, কারণ সত্যবস্তু তিন কালেই বর্ত্তমান থাকে। আরও, অবিদ্যা যদি কিছু হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী অনন্ত অদ্বৈত থাকিতে পারে না। অধিকন্তু, দুইটি সত্যবস্তু একই স্থানে থাকিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—

"নাত্মনঃ প্রকৃতির্ভিন্না, ঘটান্মৃন্ময়তা যথা।
সন্মৃন্মাত্রং যথা চান্তরাত্মৈব প্রকৃতিস্তথা॥"

—অর্থাৎ, আত্মা হইতে প্রকৃতি ভিন্ন নহে। যেমন ঘট হইতে মৃত্তিকা-রূপতা ভিন্ন নহে, আর যে প্রকার সৎ অর্থাৎ কার্য্যরূপ ঘট মৃত্তিকা মাত্র ইহা নিশ্চয়, সেই প্রকার প্রকৃতি আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

আত্মার ধ্যান করিতে করিতে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ ভূমাভাব, ব্রহ্মভাব উপলব্ধ হয়। একমাত্র ব্রহ্মভাবই মানবজীবনকে শোক-সাগর উত্তীর্ণ করিয়া শান্তি-সাগরে মগ্ন করে। "তরতি শোকমাত্ম-বিৎ।" "বিচার্য্য ইমাং শান্তি মত্যন্তমেতিঃ।" পরমজ্ঞান—পরমানন্দ, আত্মজ্ঞান—আত্মানন্দ, ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মানন্দ, স্বরূপজ্ঞান—স্বরূপানন্দ, —আত্মদর্শন বা ব্রহ্মভাবেরই নামান্তর। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ হইয়া থাকে।

দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আসক্ত হইলে জীবাত্মা সংসারের মায়া-প্রপঞ্চে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। অসীম অনন্ত অদ্বৈত আত্মা যেন আপন মহত্ত্ব ভুলিয়া ক্ষুদ্র দেহাবদ্ধ অবস্থায় কাল যাপন করে। কিন্তু, যখন সে আত্মতত্ত্বের আভাস পায়, তখনই উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বস্বরূপ জানিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠে, জগৎ ও জীবনের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রকৃত সারতত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যাকুল হয়। এই অবস্থায় মন-প্রাণ আলোড়িত করিয়া স্বতঃই এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে,—'কোঽহম্?' —আমি কে? 'কুত আয়াতঃ?'—কোথা হইতে আসিয়াছি? 'কেন মাং বিজানীয়াম্?'—কি উপায়ে আমি আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারিব? তখন ব্যাকুলপ্রাণ মনুষ্য সদ্‌গুরু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। জন্মজন্মান্তরীয় সুকৃতিবলে সদ্‌গুরু লাভ হয় এবং ঐ পরমগুরুর কৃপারূপী তরণী অবলম্বনে জীব ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

"কর্ণধারং গুরুং প্রাপ্য তদ্বাক্যং প্লববদ্ দৃঢ়ম্।
অভ্যাসবাসনাশক্ত্যা তরন্তি ভবসাগরম্॥" ইতি শ্রুতেঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৎগুরু-কৃপাপ্রাপ্ত পরমসৌভাগ্যশালী মানব বুঝিতে পারে যে, আত্মা এবং অনাত্মার তাদাত্ম্য-অধ্যাস হইতে পারে না, কারণ তাহারা, অহং প্রতীতির বিষয় ও অবিষয়, দ্রষ্টা ও দৃশ্য, আলোক ও অন্ধকারের ন্যায়, অত্যন্ত বিরুদ্ধ স্বভাববান্। অতএব, আত্মধর্ম্ম অনাত্মধর্ম্মে এবং অনাত্মধর্ম্ম আত্মধর্ম্মে অধ্যাস অবিচার-মূলক। অস্মৎ-প্রত্যয়-গোচর জ্ঞানস্বরূপ চিদাত্মাতে যুষ্মৎ-প্রত্যয়-গোচর বিষয় ও বিষয়ধর্ম্মের অধ্যাস অসম্ভব; সেইরূপ, যুষ্মৎ-প্রত্যয়-গোচর বিষয়ে ও বিষয়ধর্ম্মে আত্মার ও আত্মধর্ম্মের অধ্যাস অসম্ভব। তথাহি—

"যুষ্মদস্মৎ প্রত্যয়গোচরয়োর্বিষয়বিষয়িণো স্তমঃপ্রকাশবদ্ বিরুদ্ধস্বভাবয়ো রিতরেতরভাবানুপপত্তৌসিদ্ধায়াং তদ্ধর্ম্মাণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিরিত্যতোঽস্মৎ প্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎ প্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্ম্মাণাং চাধ্যাসঃ তদ্বিপর্য্যয়েণ বিষয়িণ স্তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ বিষয়েঽধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তম্।"—ব্রহ্মসূত্র আভাসভাষ্যে। [এখানে যুষ্মৎশব্দ দ্বারা পরাক্ অহংকারাদি অনাত্মপদার্থ, এবং অস্মৎশব্দ দ্বারা প্রত্যক্ কূটস্থ আত্মাকে দেখান হইয়াছে। এইহেতু যুষ্মৎ ও অস্মৎ শব্দ দ্বারা অনাত্মা ও আত্মা এই দুই বিরুদ্ধ বস্তু বুঝাইতেছে। অধিকন্তু, 'প্রতীয়ত ইতি প্রত্যয়ঃ'—ইহা দ্বারা যাহা অহংকারাদি অনাত্মা দৃশ্যরূপে প্রতীত হইতেছে, তাহাকে 'প্রত্যয়' বলে; 'প্রতীতিরেব প্রত্যয়ঃ'—ইহা দ্বারা স্বয়ং প্রকাশরূপে যে আত্মা প্রতীত হয়, তাহাকে 'প্রত্যয়' বলে। এই প্রকারে 'প্রত্যয়' পদ দ্বারা অনাত্মা ও আত্মার পার্থক্য বলা হইয়াছে। আরও, 'যুষ্মৎ' শব্দ দ্বারা যে অহংকারাদি বুঝায় তাহা দ্বারা 'আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা' ইত্যাদি ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু 'অস্মৎ' শব্দের অর্থ যে চিদাত্মা, তাহা অহংকারাদি অনাত্ম পদার্থ দূরীভূত করিয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ ব্যবহার-গোচর হইয়া থাকে। সুতরাং, ব্যবহার হইতেও অনাত্মা এবং আত্মা বিষয়ে বিরোধ বিদ্যমান্। আরও, "অসঙ্গো ন হি সজ্জতে।" "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ।"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে আত্মা সদা অসঙ্গ প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং, আত্মাতে অন্তঃকরণাদি অথবা অন্তঃকরণাদির ধর্ম্ম জাড্য, দুঃখ প্রভৃতির সম্বন্ধ কখনও হইতে পারে না। অস্মৎপ্রত্যয়গোচর বুদ্ধি প্রভৃতির প্রকাশক যে বিষয়ী চিদাত্মা, তাহাতে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচর সাক্ষিভাষ্য অহংকারাদি -বিষয়ের ও তদ্ধর্ম্ম জাড্য, দুঃখ প্রভৃতির অধ্যাস অসম্ভব। অনাত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ চৈতন্যস্বভাব আত্মাতে অথবা চৈতন্যাদি ধর্ম্মবিষয়ে অধ্যাস হইতে পারে না; কারণ, অধ্যাসের হেতু প্রমাজ্ঞান জন্য সংস্কার, সাদৃশ্য এবং অজ্ঞানাদি আত্মাতে নাই। যেরূপ মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যে অন্ধকার অসম্ভব, সেইরূপ স্বয়ং-প্রকাশ আত্মাতে অজ্ঞান অসম্ভব।]

মুনিবর অষ্টাবক্র বলিয়াছেন—

"আয়াসাৎ সকলো দুঃখী নৈনং জানাতি কশ্চন।
অনেনৈবোপদেশেন ধন্যঃ প্রাপ্নোতি নির্বৃত্তিম্॥"

—অর্থাৎ, মানবগণ এই সংসারের ও পরলোকের সুখাশায় নানা প্রকারের পরিশ্রম করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই সুখলাভ করিতে পারে না, সকলেই দুঃখ ভোগ করে। বিষয়মাত্র দুঃখরূপ, একমাত্র আত্মাই সুখস্বরূপ। অনুভবগম্য সুখমাত্রই, তাহা বিষয়-জন্যই হউক অথবা সমাধি-জন্যই হউক, ক্ষণিক অর্থাৎ অনিত্য, সুতরাং আত্ম-স্বরূপ সুখ নহে। অনুভব-গম্য সুখকে আত্মস্বরূপ সুখ অর্থাৎ আত্মানন্দ স্বীকার করিলে, আত্মা সুখের অধীন হইয়া পড়েন; কিন্তু ইহা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। আত্মসুখ, বিষয়সুখের ন্যায়, সাপেক্ষ ও সাতিশয় নহে,—উহা নিরপেক্ষ, নিরতিশয় ও স্বরূপভূত। সুখ-লাভের ইচ্ছারূপ বন্ধন ত্যাগ করিলে সুখস্বরূপ আত্মা স্বয়ংই উপলব্ধ হন; কিন্তু, কোনও অজ্ঞপুরুষ এই সত্য জানে না। 'তত্ত্বমসি', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই উপদেশ অনুযায়ী 'অহং ব্রহ্মাহস্মি,' 'নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন'—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কৃতকৃত্য হইলে সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তিরূপ পরমাত্মস্বরূপ নিজ আত্মার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষার্থ তাহারই জন্য করা উচিত যাহা পুরুষার্থ দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। যে বস্তু যে উপায় দ্বারা পাওয়া যায়, তাহার জন্য সেই উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

স্বর্গাদি প্রাপ্তির জন্য যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মই সাধন, যোগসিদ্ধির জন্য প্রাণায়ামাদি সাধন করা আবশ্যক, বিস্মৃত কণ্ঠাভরণ প্রাপ্তির জন্য তাহার জ্ঞানই সাধন। যাহার রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়াছে, তাহার নিকট যজ্ঞের মন্ত্রপাঠ, প্রাণায়াম অথবা মন্ত্রাদি জপ করিলে, তাহার ভ্রম দূর হইবে না। সেখানে আলোক লইয়া যাইয়া রজ্জুর স্বরূপ দেখাইয়া দেওয়াতে সর্পভ্রম দূরীভূত হইবে। সংসারে যাবতীয় পদার্থ রজ্জুসর্পের ন্যায় ব্রহ্মে অধ্যস্ত। ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন কোনও উপায়ে তাহার (অধ্যাসের) নিবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব, যথার্থ জ্ঞানই সংসার-ভ্রম নিবৃত্ত করিবার একমাত্র উপায় এবং তাহারই জন্য পুরুষকার করা আবশ্যক।

ভগবৎ-সিদ্ধান্তেরই আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহার সিদ্ধান্ত অব্যর্থ ও নিঃস্বার্থ, সুতরাং যথার্থ ও বিশ্বাসযোগ্য; এবং উহা জীব-কল্যাণার্থ প্রকাশিত। তিনি বলিয়াছেন—

"সদসচ্চাহমর্জ্জুন।"—হে অর্জ্জুন! ব্যক্ত ও অব্যক্ত বলিয়া যাহা তুমি মানিতেছ, তাহা ঝিনুকে রৌপ্যভ্রমের ন্যায় বাস্তবিক মায়া-মাত্র মিথ্যা,—যাহা কিছু বিদ্যমান্, তাহা আমিই।

"অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে।"—হে অর্জ্জুন! সৎ-অসৎ অর্থাৎ ব্যক্ত-অব্যক্ত বলিয়া তিনকালেও কিছু নাই, সদসদ্-বিনির্ম্মুক্ত নির্ব্বিশেষ অদ্বিতীয় আদ্যন্তশূন্য পরমব্রহ্ম একমাত্র আমিই বিদ্যমান্ আছি।

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।"—হে ধনঞ্জয়! "ব্রহ্মৈ-বেদং সর্ব্বম্" "ব্রহ্মৈবাহহম্", আমি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, একমাত্র আমিই বিদ্যমান্।

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্তমেব চ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—হে জিতনিদ্র অর্জ্জুন! তুমি নামরূপময় যাহা কিছু দেখিতেছ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা স্বপ্নে দৃষ্ট নরনারীর ন্যায় অত্যন্ত অসৎ, তাহাদের নিজেদের সত্তা কিছুই নাই, একমাত্র অখণ্ড অদ্বিতীয় আত্মারূপী আমিই অধিষ্ঠান-সত্তারূপে বিদ্যমান্। আদি, মধ্য ও অন্ত, যাহা তুমি বলিতেছ, সর্ব্বত্র আমিই বিদ্যমান্।

শ্রীভগবানের এই নিশ্চয়কে স্বীকার করিয়া তুমি ইহার অভ্যাস করিতে থাক। যদি কেহ ইহার বিপরীত সিদ্ধান্তের কথা বলে, তাহা হইলে তাহা শ্রীভগবানের এই নিশ্চয় দ্বারা মিথ্যা জানিয়া অবজ্ঞা করিয়া পরিত্যাগ কর। বেদ ভগবানের এবং সাধু মহাপুরুষগণেরও এই-ই সিদ্ধান্ত। "অহং অহং" বলিয়া নিজেকে পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র কিছু ভাবিতেছ কেন? শ্রীভগবানের পরমকল্যাণকারী সিদ্ধান্তানুযায়ী "তত্ত্বমসি", তুমিই আত্মা ব্রহ্ম, কারণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মভিন্ন অন্য আর কিছুই নাই।

শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে—

"স এবেদং সর্ব্বম্।" "ইদমমৃতম্, ইদং ব্রহ্ম, ইদং সর্ব্বম্।" ইত্যাদি মহর্ষি বসিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—

"যদস্তি যন্ভাতি তদাত্মরূপং
যচ্চান্যতো ভাতি ন চান্যদস্তি।
স্বভাব-সংবিৎ প্রতিভাতি কেবলা
গ্রাহ্যং গৃহীতেতি মৃষা বিকল্পঃ॥"

—অর্থাৎ, যাহা বিদ্যমান্ রহিয়াছে ও প্রকাশ পাইতেছে, তাহা আত্মা। আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুর প্রকাশ নাই, অপর কিছু বিদ্যমান্ও নাই। স্বাত্ম-চৈতন্য-সত্তা কেবল ভাসিতেছে, গ্রাহ্য ও গৃহীতা মিথ্যা বিকল্প মাত্র।

দৈত্যগুরু সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তা শুক্রাচার্য্য বলিলেন—

"চিদিহাস্তীহ চিন্মাত্রমিদং চিন্ময়মেব চ
চিৎ ত্বং চিদহমেতে চ লোকাশ্চিদিতিসংগ্রহঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভব্যোসি চেত্তদেতস্মাৎ সর্ব্বমাপ্নোষি নিশ্চয়াৎ
নো চেদ্ বহ্বপি সংপ্রোক্তং ত্বয়ি ভস্মনি হূয়তে ॥"

—অর্থাৎ, চিৎ, চিন্মাত্র বা চিন্ময় যাহাই বলনা কেন, একমাত্র অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্তাই সর্ব্বত্র বিদ্যমান্, ইতর অপর কিছুই নাই। হে বলি! তুমি চিৎস্বরূপ, আমি চিৎস্বরূপ এবং এই সমস্তই চিৎস্বরূপ। যদি তুমি উত্তম অধিকারী হও, তবে এই নিশ্চয় দ্বারাই সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইবে, নতুবা তোমাকে সহস্র উপদেশ দিলেও সমস্তই ভস্মন্যুতাহুতি তুল্য বৃথাই হইবে। ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

"চিদেব দেহস্তু চিদেব লোকা
শ্চিদেব ভূতানি চিদিন্দ্রিয়ানি।
কর্ত্তা চিদন্তঃকরণং চিদেব
চিদেব সত্যং পরমার্থরূপম্ ॥" (স্বাত্মপ্রকাশিকা, ১৯)

—অর্থাৎ, চৈতন্যই দেহ, চৈতন্যই সমস্ত লোক, চৈতন্যই ভূতসমূহ, চৈতন্যই ইন্দ্রিয়গণ, অহংকারও চৈতন্য, অন্তঃকরণ (মনঃ)ও চৈতন্য-স্বরূপ—অর্থাৎ সকলেই চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে কল্পিত, ব্রহ্ম ব্যতিরেকে ইহাদের পৃথক্ সত্তা নাই। এইহেতু একমাত্র চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য।

"যস্য চ যস্মাদাত্মলাভো ভবতি স তেনাবিভক্তো দৃষ্টঃ, যথা ঘটাদীনি মৃদা।" (বৃহদারণ্যক ভাষ্য, ৩৫)—কারণ হইতে কার্য্য কখন ভিন্ন সত্তাবান হইতে পারে না। যেরূপ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্র মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন ("মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্"), তদ্রূপ এই জীবজগৎ, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

"সলিল ফেন দৃষ্টান্তেন পরিহৃতত্বম্।" (বৃহদারণ্যক ভাষ্য, ৩৫) "ন চ তেষাম্ (ফেনতরঙ্গাদীনাম্) ইতরেতরভাবানাপত্তাবপি সমুদ্রাত্মনোঽন্যত্বং ভবতি।" (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ২।১।১৩)—যেরূপ তরঙ্গ ফেন প্রভৃতি সমুদ্র হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ জীবজগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। কার্য্যরূপে পরিণত (বিবর্ত্তিত) কারণের অস্তিত্বের কখনও লোপ হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভগবান্ ভাষ্যকার শ্রীশংকরাচার্য্য বলেন—"ন হি লোকে গৌ স্তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ বা গৌ র্ভবতি, শয়ানস্তুশ্বাদি জাত্যন্তরম্"। (বৃহদারণ্যক ভাষ্য, ২।১।২০)—গাভী দাঁড়াইয়া থাকিলে অথবা বসিয়া থাকিলেই গাভী থাকে, আর শয়ন করিবার সময় ঘোড়া অথবা অন্য কোন পশু হইয়া যায় কি ?

অতএব, "সদ্ধীদং সর্বম্ চিদ্ধীদং সর্বম"।—ইহাই চরম নিশ্চয়।

কোন কারণবশতঃ জীব ও ব্রহ্ম দুইটি শব্দ (নাম) মাত্র শুনা যায়, পরন্তু স্বরূপতঃ জীব ও ব্রহ্ম অভেদ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই বস্তু।

"জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।"
"ঈদৃশং তাদৃশং নৈতন্ন পরোক্ষং সদেব যৎ।
তদ্‌ব্রহ্ম ত্বং ন দেহাদি দৃশ্যরূপোঽসি সর্ব্বদৃক্ ॥"

—অর্থাৎ, তোমার কোনও বিশেষণ নাই, তুমি নির্ব্বিশেষ। তুমি এরূপ নহ, তুমি ওরূপ নহ, তুমি প্রত্যক্ষ নহ, তুমি পরোক্ষ নহ, সদ্রূপ মাত্র যে ব্রহ্ম,—তুমি তাহাই। দেহাদিদৃশ্যরূপ মায়া তুমি নহ, তুমি দৃক্-রূপ সকলের দ্রষ্টা।

অনাদি অনির্ব্বচনীয়া মায়ার ভ্রমে পতিত হইয়া, তুমি নিজের উপর কল্পিত জীবত্ব আরোপ করিয়া, মিথ্যা সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ। আত্মার লাভই পরম লাভ, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ। অতএব, তুমি নিজের উপর কল্পিত জীবত্ব-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া 'অহং ব্রহ্মাঽস্মি' ভাবে স্থিত হও। "অহং ব্রহ্ম ন চান্যোঽস্মি মুক্তো-ঽহমিতি ভাবয়েৎ।" বেদান্ত-সিদ্ধান্তের ইহাই চরম সিদ্ধান্ত যে, জীব ও জগৎ বলিয়া বাস্তবে কিছুই নাই, একমাত্র অদ্বিতীয় অখণ্ড ব্রহ্ম বা আত্মাই আছেন।

"বেদান্তসিদ্ধান্ত-নিরুক্তি রেষা
ব্রহ্মৈব জীবঃ সকলং জগচ্চ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচিন্তনে (আত্মধ্যানে) রত থাকিলে কালে নিশ্চয়ই ব্রহ্মভাব প্রকাশিত হয়, যেরূপ কাঁচপোকা ভ্রমরের ধ্যান করিতে করিতে স্বয়ং ভ্রমর হইয়া যায়।

"সতি সক্তো নরো যাতি সদ্ভাবং হ্যেকনিষ্ঠয়া।
কীটকো ভ্রমরং ধ্যায়ন্ ভ্রমরত্বায় কল্পতে॥"

"ভাবিতং তীব্রবেগেন যদ্বস্তু নিশ্চয়াত্মনা।
পুমাংস্তদ্ধি ভবেচ্ছীঘ্রং জ্ঞেয়ং ভ্রমরকীটবৎ॥"

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

বিচার-ধারা

পঞ্চম প্রবাহ*

"অনির্ব্বাচ্যাবিদ্যাদ্বিতয়সচিবস্য প্রভবতো,
বিবর্ত্তা যস্যৈতে বিয়দনিলতেজোঽববনয়ঃ।
যতশ্চাভূদ্ বিশ্বং চরমচরমুচ্চাবচমিদম্,
নমামস্তদ্ ব্রহ্মাঽপরিমিতসুখজ্ঞানমমৃতম্॥"

('ভামতী'-কারঃ)

—অনির্ব্বচনীয় দ্বিবিধ অবিদ্যাসহকৃত যে পরমাত্মদেবের বিবর্ত্ত (তত্ত্বতঃ অন্যথাভাব সত্ত্বেও কল্পিত অন্যথাভাব) এই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী, এবং এই উচ্চনীচ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব যাহা হইতে উদ্ভূত, সেই অ-পরিমিত সুখ ও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

"মা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ,
সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারম্,
তমেব মার্গং তব নির্দ্দিশামি॥"

(বিবেকচূড়ামণি, ৪৫ শ্লোক)

—হে বিদ্বন্। ভয় কি? তোমার নিরাশ হইবার কারণ নাই, সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার উপায় আছে। যতিগণ যে পথ অবলম্বনে ভব-সিন্ধু-পারে গমন করিয়াছেন, আমি তোমাকে সেই পথ নির্দ্দেশ করিতেছি।

---

* "উৎসব" ১৩৪৫ বৈশাখ সংখ্যায় 'বিচার-কণা' নামে প্রকাশিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অজ্ঞানযোগাৎ পরমাত্মনস্তব,
হ্যনাত্মবন্ধস্তত এব সংসৃতিঃ।
তয়োর্বিবেকোদিতবোধবহ্নি-
রজ্ঞানকার্য্যং প্রদহেৎ সমূলম্ ॥"

(বিবেকচূড়ামণি, ৪৯)

—তুমি পরমাত্মস্বরূপ, কিন্তু অজ্ঞানবশে অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধি করাতে তোমার আত্মবন্ধন ঘটিয়াছে আর সেই হেতুই তোমার সংসার-বন্ধন। আত্মা ও অনাত্মা এই উভয়ের বিচার দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানাগ্নি উক্ত অজ্ঞানকার্য্য বন্ধন অজ্ঞানসহ ভস্মীভূত করিয়া থাকে।

ভগবতী শ্রুতি বলিলেন—"বিচারাৎ মোক্ষো ভবতি। তস্মাৎ সদা বিচারয়েৎ"। [পৈঙ্গলোপনিষদ্]—অর্থাৎ, বিচার দ্বারা মোক্ষ হয়। অতএব, সর্ব্বদা বিচারপরায়ণ হইবে।

"নানুসন্ধেঃ পরা পূজা।" (যোগশিখা, উপ)

—অনুসন্ধান (বিচার) হইতে শ্রেষ্ঠ পূজা নাই।

ভগবান্ দত্তাত্রেয় তপস্বী পরশুরামকে উপদেশ-প্রদানকালে বিচারের মহিমা ও অবিচারের নিন্দা প্রকট করিতেছেন।—

"বিচারঃ সর্ব্বমূলং হি সোপানং প্রথমং ভবেৎ ॥ ৫১ ॥
পরাশ্রয়ো মহাসৌধপ্রাপ্তৌ জানীহি সর্ব্বথা।
সুবিচারমৃতে ক্ষেমপ্রাপ্তিঃ কস্য কদা ভবেৎ ॥ ৫২ ॥
অবিচারঃ পরো মৃত্যুরবিচারহতা জনাঃ।
বিমৃশ্যকারী জয়তি সর্ব্বত্রাভীষ্টসঙ্গমাৎ ॥ ৫৩ ॥
বিচারঃ সুখবৃক্ষস্য বীজমক্ষুয়শক্তিকম্ ॥ ৫৫ ॥
বিরাজতে বিচারেণ পুরুষঃ সর্ব্বতোঽধিকঃ।
বিচারাদ্বিধিরুৎকৃষ্টো বিচারাৎ পূজ্যতে হরিঃ ॥ ৫৬ ॥
সর্ব্বজ্ঞস্তু বিচারেণ শিব আসীন্মহেশ্বরঃ।
অবিচারান্ম্ গাসক্তো রামো বুদ্ধিমতাং বরঃ ॥ ৫৭ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমামাপদাং প্রাপ্তো বিচারাদথ বারিধিম্।
বদ্ধা লঙ্কাপুরীং রক্ষোগণাকীর্ণা সমাক্রমৎ॥ ৫৮॥

অবিচারাদ্বিধিরপি মূঢ়ো ভূত্বাঽভিমানতঃ।
শিরশ্ছেদং সমগমদিতি সংস্তুতমেব তে॥ ৫৯॥

মহাদেবোঽবিচারেণ বরং দত্বাঽসুরায় বৈ।
ভস্মীভাবাৎ স্বস্য ভীতঃ পলায়নপরোঽভবৎ॥ ৬০॥

এবমন্যে সুরা দেবা যাতুধানা নরা মৃগাঃ।
অবিচারবশাদেব বিপদং প্রাপ্নুবন্তি হি॥ ৬২॥

মহাভাগাস্তে হি ধীরা যান্ কুত্রাপি হি ভার্গব।
বিজহাতি বিচারো নো নমস্তেভ্যো নিরন্তরম্॥ ৬৩॥

প্রাপ্তে বিচারে পরমে ফলিতং জীবিতং নৃণাম্।
যাবৎসু জন্মসু নৃণাং বিচারো ন ভবেৎ পরঃ॥ ৭৭॥

তাবন্তো জন্মতরবো বন্ধ্যা বিফলহেতবঃ।
স এব সফলো জন্মবৃক্ষো যত্র বিমর্শনম্॥ ৭৮॥

কূপমণ্ডূকসদৃশা যে নরা নির্ব্বিমর্শনাঃ।
যথা কূপে সমুৎপন্নো ভেদো নো বেদ কিঞ্চন॥ ৭৯॥

শুভং বাপ্যশুভং বাপি কূপে এব বিনশ্যতি।
তথা জনা অপি বৃথোৎপন্না ব্রহ্মাণ্ড কূপকে॥ ৮০॥

শুভং বাপ্যশুভং বাপি ন বিদুঃ স্বাত্মনঃ ক্বচিৎ।
উৎপদ্যোৎপদ্য নশ্যন্তি ন জানন্তি স্বকং হিতম্॥ ৮১॥

সুখবুদ্ধিশ্চ দুঃখেষু সুখে দুঃখবিনিশ্চয়ম্।
প্রাপ্ত্যাবিচারমাহাত্ম্যাৎ পচ্যন্তে স্মৃতিপাবকে॥ ৮২॥

দুঃখেন ক্লিশ্যমানাশ্চ ন কথঞ্চিৎ ত্যজন্তি তৎ।
যথা পাদশতাঘাতৈ স্তাড়িতোঽপি মহাখরঃ॥ ৮৩॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাসভীমনুষাত্যেব তথা সংসরণং জনঃ।
ত্বন্তু রাম! বিচারাত্মা পারং দুঃখস্য সঙ্গতঃ॥" ৮৪॥

(ত্রিপুরারহস্য, জ্ঞানখণ্ড, দ্বিতীয়াধ্যায়)

—অধ্যাত্ম রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার সাধনার মূলই 'বিচার'। মোক্ষ-রূপ প্রাসাদপ্রবেশের ইহাই প্রথম সোপান। সুবিচার ব্যতীত কবে কাহার কল্যাণ হইয়াছে? অবিচার তো পরম মৃত্যু। অবিচার-হেতুই জীব জন্মমরণচক্রে ঘুরিতে থাকে। পরন্তু, বিচারশীল পুরুষের অভীষ্ট অধিগত হয়; তিনি সর্ব্বত্র জয়লাভ করেন। বিচার, সুখরূপ বৃক্ষের শক্তিশালী বীজ। বিচারদ্বারা পুরুষের উন্নতি লাভ হয়। বিচারগুণেই ব্রহ্মা সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে পূজিত হন এবং বিচারপ্রভাবেই শ্রীহরি পূজা প্রাপ্ত হন। বিচারের শক্তিতেই শ্রীশঙ্কর সর্ব্বজ্ঞ ও মহেশ্বর। বুদ্ধিমান্-চূড়ামণি-শ্রীরামচন্দ্র অবিচার-দোষেই স্বর্ণমৃগাভিলাষী হইয়া চরম আপদে পতিত হন; পরন্তু অবশেষে বিচারদ্বারা সমুদ্রবন্ধন করিয়া রাক্ষসপূর্ণ লঙ্কাপুরী জয় করিয়াছিলেন। হে ভার্গব! তুমি জ্ঞাত আছ যে, একবার ব্রহ্মাও অবিচারহেতু মূঢ় হইয়া অভিমান-বশীভূত হন এবং তৎফলে তাঁহার মস্তক-ছেদন হয়। মহাদেবও একবার বিনা বিচারে এক অসুরকে বর দিয়াছিলেন এবং সে কার্য্যের ফলস্বরূপ স্বয়ং ভস্মী-ভূত হইবার ভয়ে তাঁহাকে পলায়মান হইতে হইয়াছিল। এবম্প্রকার অবিচারবশতঃই দেবতা, রাক্ষস, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি সকলকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। হে পরশুরাম! সেই ধৈর্য্যশালী মহাপুরুষগণ ধন্য, যাঁহাদের নিকট 'বিচার' সর্ব্বদা বিদ্যমান্; আমি তাঁহাদিগকে নিরন্তর প্রণাম করি। পরম বিচারের উদয়ে মনুষ্যজীবন সফলতা লাভ করে। যে সকল জন্মে মানব-মনে অধ্যাত্ম-বিচারের উদয় হয় না, সে সকল জন্ম ফলশূন্য বৃক্ষের ন্যায় নিরর্থক। যে জন্মরূপ বৃক্ষে বিচারফল উৎপন্ন হয়, সেই জন্মই সার্থক। বিচারশূন্য মনুষ্য কূপমণ্ডূকসদৃশ। যেরূপ, কূপমধ্যে উৎপন্ন ভেক্ নিজ শুভাশুভ-বিষয়ে অজ্ঞান থাকিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেইরূপ, প্রাণীসমূহও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মাণ্ডরূপ কূপমধ্যে বৃথা পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া থাকে; তাহারা আপনাদিগের হিতাহিত বুঝিতে পারে না। দুঃখে সুখবুদ্ধি এবং সুখে দুঃখবুদ্ধি করিয়া নিজেদের অবিচারপ্রভাবে জন্ম-মৃত্যুরূপী প্রচণ্ড অগ্নিতে জীবকুল বারম্বার দগ্ধ হইতে থাকে। যেরূপ, গর্দ্দভীর পদাঘাতে পীড়িত হইয়াও গর্দ্দভ (কামবশে) গর্দ্দভীর পশ্চাদ্‌গমন করে, সেইরূপ প্রাণিগণ সংসারকূপে পড়িয়াই থাকে, তাহা হইতে নির্গত হইবার চেষ্টা করে না। পরন্তু, হে রাম! তুমি বিচাররূপ পোতের আশ্রয় লইয়াছ, এখন তুমি নিজকে দুঃখ-সাগর হইতে উত্তীর্ণই জানিও।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বিচার-মহিমা বলিতেছেন—

"বিচারাৎ তীক্ষ্ণতামেত্যধীঃ পশ্যতি পরং পদম্।
দীর্ঘসংসাররোগস্য বিচারো হি মহৌষধম্॥ ২॥

বলং বুদ্ধিশ্চ তেজশ্চ প্রতিপত্তিঃ ক্রিয়াফলম্।
ফলন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি বিচারেণৈব ধীমতাম্॥ ৬॥

যুক্তাযুক্তমহাদীপমভিবাঞ্ছিতসাধকম্।
স্ফারং বিচারমাশ্রিত্য সংসারজলধিং তরেৎ॥ ৭॥

মহাপৎস্বতিদীর্ঘেষু সদ্বিচারপরো নরঃ।
ন নিমজ্জতি মোহেষু তেজোরাশিস্তমঃস্বিব॥ ১৫॥

বিচারচারবো জীবা ভাসয়ন্তো দিশো দশ।
ভান্তি ভাস্করবন্নূনং ভূয়ো ভবভয়াপহাঃ॥ ২৪॥

পুংসো নিজমনোমোহকল্পিতোনল্পদুঃখদঃ।
সংসারচিরবেতালো বিচারেণ বিলীয়তে॥ ২৭॥

সমং সুখং নিরাবাধমনন্তমনপাশ্রয়ম্।
বিন্ধীমং কেবলীভাবং বিচারোচ্চতরোঃ ফলম্॥ ২৮॥

স্ববিচারমহৌষধ্যা সাধুশ্চিত্তনিষণ্ণয়া।
তয়োত্তমত্বপ্রদয়া নাভিবাঞ্ছতি নেজ্‌ঝতি॥ ৩০॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবেকান্ধো হি জাত্যন্ধঃ শোচ্যঃ সর্ব্বস্য দুর্ম্মতিঃ।
দিব্যচক্ষুর্ব্বিবেকাত্মা জয়ত্যখিলবস্তুষু ॥ ৪১ ॥

পরমাত্মময়ী মান্যা মহানন্দৈকসাধিনী।
ক্ষণমেকং পরিত্যাজ্যা ন বিচারচমৎকৃতিঃ ॥ ৪২ ॥

নিত্যং বিচারযুক্তেন ভবিতব্যং মহাত্মনা।
তথান্ধকূপে পততাং বিচারোহ্যবলম্বনম্ ॥ ৪৮ ॥

ভাবাভাবগ্রহোৎসর্গদৃশামিহ হি রাঘব।
ন বিচারাদৃতে তত্ত্বং জ্ঞায়তে সাধু কিংচন ॥ ৫২ ॥

বিচারাজ্ জ্ঞায়তে তত্ত্বং তত্ত্বাদ্বিশ্রান্তিরাত্মনি।
অতো মনসি শান্তত্বং সর্ব্বদুঃখপরিক্ষয়ঃ ॥" ৫৩ ॥

(যোগবাসিষ্ঠে মুমুক্ষু প্রঃ, ১৪শ সর্গ)

—বিচারদ্বারা বুদ্ধি সূক্ষ্মতত্ত্বধারণে উপযুক্ত হয় এবং তদ্দ্বারা পরম-পদ লাভ হইয়া থাকে। বিচারই জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী সংসাররূপ ব্যাধির অদ্বিতীয় মহৌষধ। বল, বুদ্ধি, তেজ, প্রতিপত্তি ও ক্রিয়াফল—এই সমস্তই বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ বিচারবলে লাভ করিয়া থাকেন॥ একমাত্র বিচারই হেয় ও উপাদেয় কর্ম্মসমূহের নির্ণায়ক ও অভীষ্ট-ফলদাতা। বুদ্ধিমান্ পুরুষ এইরূপ বিচার অবলম্বন করিয়াই ভবসাগর উত্তীর্ণ হন॥ যেমন, সূর্য্য কোনকালেও তমোমধ্যে নিমগ্ন হন না, তেমনি সদ্বিচারশীল মনুষ্যও কোনকালেও মহাবিপদে ও মোহান্ধকারে নিপতিত হয়েন না॥ যেরূপ, সূর্য্যদেব দশদিক আলোকিত করেন, সেইরূপ, বিচার-পরায়ণ মনুষ্যগণ আপনাদিগের ও জনসমূহের অজ্ঞান দূরীভূত করিয়া প্রকাশমান্ থাকেন॥ মোহ-বশতঃ নিজমনঃকল্পিত অতিদুঃখপ্রদ সংসার-ভূত বিচারদ্বারাই তিরোহিত হয়॥ বৈষম্যশূন্য, অবাধিত (যাহা কোনকালেও বিকৃত বা বিনষ্ট হয় না), অন্তবিহীন ও অনন্যাধীন কৈবল্য নামক পরম সুখ বিচার নামক উচ্চবৃক্ষের ফল॥ সাধক আত্মবিচাররূপ মহৌষধিদ্বারা সিদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া কৃতকৃত্য হন এবং তখন তিনি কোন কিছু গ্রহণ বা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করেন না॥ বিবেকান্ধ (বিচারবিহীন) ব্যক্তিরা জাত্যন্ধের তুল্য ও দুর্ম্মতি, তাহারা সকল বিষয়েই শোকগ্রস্ত হইয়া পড়ে। পরন্তু, বিবেকী পুরুষগণ (বিচাররূপ) দিব্যচক্ষুর প্রভাবে বিপদ্‌বিনাশে সমর্থ হইয়া পূর্ণকাম হন॥ বিচার পরমাত্মার তুল্য মান্য এবং পরমানন্দের আধার। এইরূপ আশ্চর্য্যপূর্ণ বিচারকে ক্ষণ-কালের জন্যও ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে॥ মহাত্মাদিগের সর্ব্বদাই বিচারযোগে অবস্থান করা উচিত। অজ্ঞানান্ধকূপে নিপতিত ব্যক্তির বিচারই একমাত্র অবলম্বন॥ হে রাম! সত্য ও অসত্য নির্ণয় করিয়া সত্যের গ্রহণ ও অসত্যের ত্যাগ করিতে অভিলাষী পুরুষের সেই সেই তত্ত্বের জ্ঞান সম্যগ্ বিচার ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে হইতে পারে না॥ বিচার হইতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইতে আত্মবিশ্রান্তি লাভ হয় এবং আত্মবিশ্রান্তি হইতে সর্ব্ব-দুঃখবিনাশিনী শান্তি লাভ হইয়া থাকে॥

ভগবান্ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"নোৎপদ্যতে বিনা জ্ঞানং বিচারেণান্যসাধনৈঃ।"

(অপরোক্ষানুভূতি, ১১)

— বিচার ব্যতীত অন্য (কর্ম্মাদিক) কোন সাধন দ্বারা জ্ঞানোদয় হইতে পারে না।

"বস্তুসিদ্ধির্বিচারেণ।" (বিবেক-চূড়ামণি, ১১)

—বিচার দ্বারাই ব্রহ্মবস্তু নির্ণীত হয়।

"অর্থস্য নিশ্চয়ো দৃষ্টো বিচারেণ।" (বি, চূ, ১৩)

— বিচার দ্বারাই পদার্থের স্বরূপ নিশ্চয় হয়।

"প্রত্যগ্ ব্রহ্মবিচারপূর্ব্বমুভয়োরেকত্ববোধং বিনা
ন কৈবল্যং পুরুষস্য সিধ্যতি পরব্রহ্মাত্মতালক্ষণম্।"

(সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ, ১৭০)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—পরব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ, বেদান্তশাস্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ বিচারপূর্ব্বক জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় দ্বারা হইতে পারে না।

এই হইল বিচারের মহিমা ও শ্রেষ্ঠতার সপ্রমাণ কথা। এই মহিমান্বিত বিচার লাভের কথা পরে বলা যাইতেছে।

ভগবান্ বেদ সকল প্রকার অনর্থ-পরম্পরার মূলকারণ অবিদ্যার দৌরাত্ম্যের কথা নিম্নভাষায় বলিয়াছেন—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

(কঠোপনিষদ্, ১।২।৫)

—যেরূপ, এক অন্ধ কর্ত্তৃক পরিচালিত বহু অন্ধব্যক্তি পথভ্রষ্ট হইয়া নানাস্থানে ঘুরিতে থাকে (গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারে না), সেইরূপ, অবিদ্যাবশীভূত কুটিল-স্বভাব অবিবেকী জীবকুল নিজেরাই আপনাদিগকে ধৈর্য্যশালী ও বুদ্ধিমান্ মনে করিয়া জন্মমৃত্যুচক্রে ঘুরিতে থাকে।

বুঝিতে পারা গেল যে, জন্ম-মৃত্যু-চক্রের পেষণে যে মহাকষ্ট ও দুঃখরাশি ভোগ করিতে হয়, তাহার বীজভূত কারণ অনর্থস্বভাবা 'অবিদ্যা' (আত্মা ও অনাত্মার পরস্পর অধ্যাস)। এই অবিদ্যা (অজ্ঞান) অনাদি ও ভাবরূপ পদার্থ বটে, কিন্তু সান্ত অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে উহার লয় হয়, এবং একবার সমূলে নষ্ট হইলে আর উহার উদয় হয় না। এই মহাশক্তিশালিনী মহাদুঃখ-দায়িনী অনন্তানর্থস্বরূপা অনাদি অবিদ্যার অবিচার ও অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি? উপায় মহামহিমশালী বিচারের আশ্রয় গ্রহণ ও সেবন। মহামুক্তিরসদাতা বিচারাশ্রয়ের পূর্ণাধিকারী গঠনের নিমিত্তই তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ মলিনবুদ্ধিযুক্ত পুরুষের অন্তঃকরণ নির্ম্মলীকৃত করিবার উদ্দেশ্যে অহৈতুকী কৃপাবশে বহু দর্শনশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। সে সকল শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে ছয়টি প্রধান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) মহর্ষি গৌতমস্মৃত 'ন্যায়দর্শন' ; (২) মহর্ষি কণাদস্মৃত 'বৈশেষিক দর্শন' ; (৩) সিদ্ধেশ্বর কপিলস্মৃত 'সাঙ্খ্যদর্শন' ; (৪) যোগীশ্বর পতঞ্জলিস্মৃত 'যোগদর্শন' ; (৫) মহামুনি জৈমিনিস্মৃত 'পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন' ; এবং (৬) ভগবান্ বেদব্যাসস্মৃত 'বেদান্ত দর্শন'। *

ভবব্যাধির মহৌষধি এই 'বিচার' জ্ঞানের নামান্তর মাত্র, আর 'জ্ঞান' বিদ্যার অন্য নাম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অবিরোধী পদার্থ কখন স্বজাতীয়ের ঘাতক বা বাধক হইতে পারে না। অন্ধকার অন্ধকারের নাশ করিতে পারে কি ? সমধর্ম্মী পরস্পরের নাশসাধনে অক্ষম। সুতরাং, কোন পদার্থের নাশ করিতে হইলে তাহার বিরোধী পদার্থের প্রয়োজন। অতএব, অবিদ্যার অপনয়নের নিমিত্ত অবিদ্যা-বিরোধী বিদ্যার সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অবিদ্যা যেমন অনাদিকাল হইতে নিরন্তর অবিদ্যার সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে, বিদ্যাও তদ্রূপ স্বস্বভাববশে সেই অবিদ্যা ও অবিদ্যাজাত সংস্কারের বিনাশ সাধন করিতেছে। প্রকাশ ব্যতীত অন্ধকার কস্মিন্‌কালেও দূরীভূত হইতে পারে না এবং প্রকাশের বিদ্যমানতায় অন্ধকার কদাপিও তিষ্ঠিতে পারে না। বিদ্যোদয়ে বিনষ্ট অবিদ্যার পুনরুৎপত্তি হয় না। সুতরাং, অবিদ্যার অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতিলাভের নিমিত্ত বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান অর্থাৎ বিচারের আশ্রয় গ্রহণ অবশ্যই করিতে হইবে।

অবিদ্যা ও তৎসংস্কারনাশক এই 'বিচার' কি ?—"অহং ব্রহ্মাহস্মি", এই অখণ্ডকারাবৃত্তিতে পরিস্থিতি। এখানে শঙ্কা হইতে পারে,—অখণ্ডাকারাবৃত্তিও তো বৃত্তিবিশেষ, অতএব অবিদ্যার অঙ্গীভূত বা অন্তর্গত ; সুতরাং, অবিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নাশ কিরূপে হইবে ? সমাধানে উক্ত হইয়াছে যে,—অখণ্ডাকারাবৃত্তি অবিদ্যান্তর্গত হইলেও বিদ্যার অত্যধিক সামীপ্য-হেতু বিদ্যাগুণযুক্ত হয় এবং বিদ্যারূপে গণ্য ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

---

* ঋষিগণ শাস্ত্রের স্মারক, শাস্ত্র-প্রণেতা নহেন। "ব্রহ্মাদ্যাঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মারকা ন তু কারকাঃ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"নির্ব্বিকারাত্মবুদ্ধিশ্চ বিদ্যেতীহ প্রকীর্ত্তিতা।"

(উপদেশসহস্রী, পদ্যখণ্ড, ১।১২)

—'আমি কূটস্থ নির্ব্বিকার আত্মা' এইরূপ বুদ্ধি বেদান্তশাস্ত্রে বিদ্যা নামে প্রকীর্ত্তিত।

'পঞ্চদশী'-কার বলিলেন—

"স্বয়ং ভ্রমোঽপি সংবাদী যথা সম্যক্ ফলপ্রদঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনাদি তথা মুক্তিফলপ্রদা॥" (৯।১৩)

—যেমন, সম্বাদি-ভ্রম, স্বয়ংভ্রম হইয়াও সম্যক্ ফলদানে সমর্থ হয়, —তদ্রূপ, (নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের ন্যায়) সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব-উপাসনাও (অহংগ্রহ উপাসনাও) কালে মুক্তিফল লাভের কারণ হয়।

"যথা সম্বাদি-বিভ্রান্তিঃ ফলকালে প্রমায়তে।
বিদ্যায়তে তথোপাস্তির্মুক্তিকালেঽতিপাকতঃ॥" (৯।১২৩)

—যেমন, ফলপ্রাপ্তিকালে সম্বাদি-ভ্রম, ভ্রমমাত্র হইলেও, প্রমাণ-রূপে গৃহীত হয়,—তদ্রূপ, পরিপক্ক নির্গুণ উপাসনাও মুক্তিকালে তত্ত্বজ্ঞানতুল্য হয়।

সুতরাং, বিচার (বিদ্যা), অবিদ্যান্তর্গত হইলেও, অবিদ্যা-বিরোধী হওয়াতে, অবিদ্যা-নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হয় এবং মোক্ষের অব্যর্থ সাধন-রূপে ব্যবহৃত হয়।

অবিদ্যা-বিনাশিনী মোক্ষ-প্রদায়িণী এই বিদ্যা (বিচার) লাভের উপায় কি? বেদ ভগবান্ বলেন—

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥"

(কঠোপনিষদ্, ১।২।২৩)

—যে ব্যক্তি শাস্ত্র-নিষিদ্ধ পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হয় নাই, অথবা যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়জ ভোগসুখে অনুরক্ত, কিম্বা জীবনগতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্য স্থির না হওয়াতে যাহার মন একাগ্রতারহিত, অথবা যে ব্যক্তি সাধনভজনাদির দ্বারা সিদ্ধি প্রভৃতি ফলকামনায় আসক্তচিত্ত, সে কেবলমাত্র ব্রহ্মবিচারণা দ্বারা চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বে স্থিতিলাভ করিতে পারে না অর্থাৎ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত, ইন্দ্রিয়ভোগ-সুখে বিরক্ত, গুরু-শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মবিচারে সমাহিতচিত্ত এবং সাধনাদি-প্রসূত ফলকামনায় অনাসক্ত সাধকই ব্রহ্মবিচারণার দ্বারা চৈতন্যস্বরূপ আত্মস্থিতিতে ধন্য হয়।

"যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে॥"

(কঠোপনিষদ্, ১।৩।৮)

—যিনি মনকে বশীভূত করিয়াছেন, যিনি সদসদ্বিবেকবুদ্ধিযুক্ত, আত্মতত্ত্ববিচারহেতু শুদ্ধান্তঃকরণবিশিষ্ট স্থিরচিত্ত, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মতত্ত্ব লাভ করেন এবং তদবস্থা হইতে তাঁহাকে আর সংসারে যাতায়াত করিতে হয় না। "ন স পুনরাবর্ত্ততে।"

"দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।"

(কঠ, উ, ১।৩।২)

—গুরুশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বিচার-নিপুণ সূক্ষ্মদর্শী সাধকগণ একাগ্র ধ্যানস্তব্ধ বুদ্ধিদ্বারা আত্মদর্শনে স্থিত হন।

"জ্ঞান-প্রসাদেন বিশুদ্ধ-সত্ত্ব
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥"

(মুণ্ডক, উঃ, ৩।১।৮)

—বিষয়-ও-ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ-জনিত রাগদ্বেষাদিরূপ অগ্নি-ও-তাপ-রহিত প্রসন্ন (প্রশান্ত) বুদ্ধি (বিচার) দ্বারা শুদ্ধ-ও-শান্ত-চিত্ত সাধক ধ্যানমগ্ন হইয়া অখণ্ড (পরিপূর্ণ) আত্মাকে উপলব্ধি করেন।

চিত্তকে সমাহিত করিতে হইবে। কেন?—রাগদ্বেষাদিজাত বিক্ষেপাদিরূপ মলনিবৃত্তির নিমিত্ত। মলনিবৃত্তি হইলেই চিত্ত শুদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও শান্ত হইবে। এই শুদ্ধি-লাভের উপায় কি?—শাস্ত্রবিহিত উপায়ে আহারশুদ্ধি সহকৃত বিহিত কর্ম্মের নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে তীব্র মোক্ষেচ্ছা জন্মে; মোক্ষেচ্ছা স্থৈর্য্যলাভ করিলে তদনন্তর সমাহিতচিত্তে সদ্‌গুরূপদিষ্ট উপায়ে বেদান্তবাক্যে বিচার-পরায়ণ হইলেই আত্মরূপে স্থিতিলাভ হয়।

যদিও সাক্ষাদ্‌ভাবে কর্ম্মের মোক্ষহেতুতা নাই, তথাপি মলিনান্তঃকরণ-বিশিষ্ট জিজ্ঞাসুর মনোমল অপসারিত করিবার নিমিত্ত নিষ্কামভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান অত্যাবশ্যক।

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"মুমুক্ষোরপি কর্ম্মাস্ত শ্রবণং বাপি সাধনম্।
হস্তবদ্দ্বয়মেতস্য স্বকার্য্যং সাধয়িষ্যতি॥"

[সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ, ১৭৪]

—বেদান্ত-বাক্যের শ্রবণ এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান, এই দুইটিই মোক্ষার্থীর মোক্ষলাভের সাধন। মোক্ষার্থীর এই দুইটি কার্য্যই দুইটি হস্তের ন্যায় (তত্ত্বজ্ঞানরূপ) নিজকার্য্য সাধন করিয়া থাকে।

সকাম কর্ম্মজন্য ফলের অনিত্যতা-বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—

"তদ্ যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।
এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে॥"

[ছাঃ উঃ, ৮।১।১৬]

—যেমন ইহসংসারে কর্ম্মজন্য পদার্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মসম্পাদিত স্বর্গাদিলোকে বাসের ফল সুখভোগাদিও যথা কালে নাশপ্রাপ্ত হয়।

"নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।" [মুণ্ডক উঃ, ১।২।১২]

—কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অকৃত (নিত্যপদার্থ—আত্মজ্ঞানরূপ নিত্যানন্দ) লাভ হয় না।

"ন কর্ম্মণা……অমৃতত্বমানশু।" [কৈবল্য, উঃ, ২]

—কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" [শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ৯।২১]

—যে পুণ্যকর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গলাভ হইয়াছিল, সেই ফলভোগের নির্দ্দিষ্ট কাল শেষ হইলে, স্বর্গীয় দেহ নাশ হয় ও তাহাকে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

"ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ।" [শ্রীমদ্ভা, ১১।১০।২৬]

—পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগকাল ক্ষীণ হইলে, কালচালিত হইয়া, স্বর্গীয় জীব ধরাধামে পতিত হয় (পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে)। "পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী-জঠরে শয়নম্।"

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"তস্মাদনিত্যে স্বর্গাদৌ সাধনত্বেন চোদিতম্!
নিত্যং নৈমিত্তিকং চাপি সর্ব্বং কর্ম্ম সসাধনম্।
মুমুক্ষুণা পরিত্যাজ্যং ব্রহ্মভাবমভীপ্সুনা॥"

[স, সি, সা, ১৭৩]

—স্বস্বরূপে স্থিতিলাভে অভিলাষী মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গাদি অনিত্য ফলের সাধন বলিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যে সকল কাম্য, নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্ম্ম আছে, তৎ সমস্তই সাধনের সহিত পরিত্যাগ করা উচিত।

নিষ্কামকর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা ও সুফল-বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥"

[ঈশ, উঃ, ২]

—আমরণ শাস্ত্রবিহিত, বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্মসমূহ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এই প্রকারে কর্ম্মপ্রবৃত্ত থাকিলে সকাম বা অশুভ কর্ম্ম ও তৎফলে লিপ্ত হইতে হয় না, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই, যদ্দ্বারা অশুভ কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি-লাভ হইতে পারে।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।"

[শ্রীমদ্ভাঃ ১১।২০।৯]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—যাবৎকাল বৈরাগ্যোদয় না হয়, তাবৎকাল নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

"বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিম্ ॥" [শ্রীমদ্ভাঃ ১১।৩।৪৬]

—বেদবিহিত কর্ম্মসমূহ নিরাসক্তভাবে ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে পুরুষ নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি (আত্মজ্ঞান) লাভ করিতে পারে।

"চিত্তে হ্যাদর্শবদ্ যস্মাচ্ছুদ্ধে বিদ্যা প্রকাশতে।
যমৈ র্নিত্যৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ তপোভিস্তস্য শোধনম্ ॥"
[উপদেশসহস্রী, পদ্যখণ্ড, ১৭।২২]

—যেরূপ, নির্ম্মল দর্পণে প্রতিবিম্ব স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ, নির্ম্মল (শুদ্ধ ও শান্ত) অন্তঃকরণেই বিদ্যা অভ্রান্তরূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং, যমাদি, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মাদি, নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি ও তপস্যাদি দ্বারা অন্তঃকরণকে অবশ্য শুদ্ধ করিতে হইবে।

"চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম।" [বিবেকচূড়ামণি, ১১]

—চিত্তকে শুদ্ধ করিবার জন্যই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়।

"যথা বিজৃম্ভতে দীপঃ ঋজুকরণকর্ম্মণা।
তথা বিজৃম্ভতে বোধঃ পুংসো বিহিতকর্ম্মণা ॥"
[স, সি, সা, ১৭৫]

—দীপ-সলিতাকে সরল করিয়া দিলে যেমন দীপশিখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মদ্বারা মুমুক্ষু ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।

"নিত্যানিত্যপদার্থবোধরহিতো যশ্চোভয়ত্র স্রগা-
দ্যর্থানামনুভূতিলগ্নহৃদয়োঽনির্ব্বিণ্ণবুদ্ধি র্জনঃ।
তস্যৈবাঽস্য জড়স্য কর্ম্ম বিহিতং শ্রুত্যা বিরজ্যাঽভিতো
মোক্ষেচ্ছোর্ন বিধীয়তে তু পরমানন্দার্থিনো ধীমতঃ ॥
[স, সি, সা, ২০০]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—যাহার নিত্য ও অনিত্য বস্তুর স্বরূপ বোধ নাই, ইহলোক এবং পরলোকে পুষ্প-মাল্য-চন্দন প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুসমূহের ভোগের জন্য যাহার মন ব্যাপৃত, এবং যাহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, সেইরূপ মূঢ় ব্যক্তির পক্ষেই নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মসমূহ শ্রুতিদ্বারা বিহিত হইয়াছে। কিন্তু যাহার ঐহিক ও পারলৌকিক সকল বিষয়েই বিরক্তি জন্মিয়াছে, সেই পরব্রহ্মস্বরূপ পরমানন্দাভিলাষী বুদ্ধিমান্ মুমুক্ষুর পক্ষে শ্রুতি কোন কর্ম্মের বিধান করেন নাই।

উপাসনা মানসিক ধর্ম্ম-বিশেষ, আর ভক্তিমার্গ ও উপাসনামার্গ অভিন্ন। কর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি, উপাসনার ফল চিত্তের একাগ্রতা। সুতরাং, চিত্তকে শুদ্ধ ও একাগ্র করিয়া জ্ঞানধারণোপযোগী করিবার নিমিত্ত যথাধিকার কর্ম্ম ও উপাসনা অবশ্য করণীয়।

একমাত্র জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ উপায়, যাগযজ্ঞাদিরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান বা উপাসনা কেহই মুক্তির সাক্ষাৎ উপায় নহে; পরন্তু, উহারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন জ্ঞানলাভের সহায়ক হইতে পারে, সুতরাং উহাদিগকে পরম্পরাক্রমে মুক্তির কারণ বলা যায়।

হে জীব! তুমি ত্রিবিধ শক্তি লইয়া আসিয়াছ। এই ত্রিবিধ শক্তির শাস্ত্রবিহিত পরিচালনা দ্বারা আপন কল্যাণ সাধন করিয়া ধন্য হও। তোমার ঐ ত্রিবিধ শক্তি—প্রাণ, মন ও বুদ্ধি অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ও জ্ঞানশক্তি। ক্রিয়াশক্তির দ্বারা অর্থাৎ প্রাণের দ্বারা প্রাণায়াম-পরায়ণ হও, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা অর্থাৎ মনের দ্বারা মানস পূজারত হও, এবং জ্ঞানশক্তির দ্বারা অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বারা আত্মবিচারে ডুবিয়া যাও। প্রাণায়াম অভ্যাসে দেহ ও মন সুস্থ, পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও শুদ্ধ হইবে, মানসপূজাযোগে মন আত্মরসাস্বাদ পাইয়া বিষয়ভোগ ত্যাগ করিয়া অন্তর্ম্মুখীন হইবে, এবং বিচারদ্বারা জীব ব্রহ্মের একত্বস্থাপনে সমর্থ হইয়া জীবন্মুক্ত হইবে।

সর্ব্ববস্তুর অভাবে আপনি আপনি যে স্থিতি তাহাই তত্ত্বের লক্ষণ। তত্ত্ব=তৎ+ত্ব; 'তৎ'এর ভাব যাহা, তাহাই 'তত্ত্ব'। 'তন্' ধাতু হইতে 'তৎ'-পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "তনু বিস্তারে"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—'তন্' ধাতু বিস্তারার্থক। স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ-রহিত অদ্বিতীয় যিনি সর্ব্বকালে স্বস্বরূপে স্থিত থাকিয়াও যেন সর্ব্ব-ব্যাপিরূপে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই 'তৎ' পদের লক্ষ্য। স্বরূপতঃ 'তৎ'-ই আছেন, 'তৎ'-ই সকলের স্বরূপ।

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য কেমন সুন্দরভাবে স্বরূপের লক্ষণ বলিতেছেন—

"যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং,
চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্।
সচ্চিৎসুখৈকা পরমাত্মরূপা,
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা॥"

আত্ম (পরমপদ)-প্রাপ্তি কিরূপ?

"আত্মা তু সততং প্রাপ্তোঽপ্যপ্রাপ্তবদবিদ্যয়া।
তন্নাশে প্রাপ্তবদ্ভাতি স্বকণ্ঠাভরণং যথা॥"

[আত্মবোধ, ৪৪]

—যেমন কোন ব্যক্তি, হার প্রভৃতি আপন কণ্ঠাভরণ নিজ কণ্ঠদেশে থাকিলেও, ভ্রমবশতঃ নাই ভাবিয়া অন্বেষণ করে এবং অপরের উপদেশে ভ্রম ভাঙ্গিলে প্রাপ্ত হার প্রভৃতিকে পাইয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মা সর্ব্বদা প্রাপ্ত হইলেও অবিদ্যাবশতঃ অপ্রাপ্তের ন্যায় প্রতীত হয় এবং অবিদ্যানাশে প্রাপ্ত আত্মাই প্রাপ্ত হইল বলা হয়।

পরমপদ প্রাপ্তির নিমিত্ত অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে (স্বস্বরূপে) স্থিতিলাভ করিয়া আনন্দস্বরূপ হইবার জন্য যে যেস্থান হইতে যে ভাব লইয়াই যাত্রা করনা কেন, সাধনচতুষ্টয়কে সাথী করিয়া বিচারকে সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আদি, মধ্য ও অন্ত, সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বকালে বিচারই সহায়ক, বিচারই রক্ষক এবং বিচারই পথ-ও-তত্ত্বপ্রদর্শক। সর্ব্বপ্রকার অনর্থের আকর ও সাধুজননিন্দিত অবিচার পরিত্যাগ করিয়া এইরূপে বিচারে প্রবৃত্ত হও—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কোঽহংমুক্তঃ কথং কেন সংসারং প্রতিপন্নবান্।" [সূতসংহিতা]
"কোঽহং কথময়ং দোষঃ সংসারাখ্য উপাগতঃ।"
[যোগবাসিষ্ঠ, মুঃ, ১৪।১৫]

—আমি কে? সংসারনামক এই দোষ কেন উৎপন্ন হইয়াছে?

কিমিদং নাম সংসার-ভ্রমণং কিমিমে জনাঃ।
ভূতানি চ বিচিত্রাণি কিমায়ান্তি প্রয়ান্তি কিম্॥ ১৪॥
মনসঃ কীদৃশং রূপং কথং চৈতৎ প্রশাম্যতি।
মায়েয়ং সা কিমুত্থা স্যাৎ কথঞ্চৈব বিবর্ত্ততে॥ ১৫॥
[যোগবাসিষ্ঠে, উপঃ, ২য় সর্গ]

—এই সংসার-ভ্রমণ কাহাকে বলে? এই সমস্ত জনগণ ও অন্যান্য বহু প্রকার জীবকূল কি নিমিত্ত জন্মিতেছে ও মরিতেছে? মনের স্বরূপ কি? এবং কিরূপেই বা চঞ্চল মন শান্ত হইবে? এই মায়াজাল কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কি প্রকারেই বা ইহার নিবৃত্তি হয়?

শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদের শ্রীমুখ হইতে বিচার-ধারা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর এবং যথাযথভাবে বুঝিয়া বিচারে মগ্ন হও; স্বরূপদর্শনে ধন্যাতিধন্য হইতে পারিবে। "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।"

"কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ,
কা মে জননী কো মে তাতঃ।
ইতি পরিভাবয় সর্ব্বমসারং
বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিচারম্॥"

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ,
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত
স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥"

সত্যরূপে প্রতীয়মান্ এই অতীব অদ্ভুত সংসার ও সাংসারিক সম্বন্ধনিচয় স্বপ্নদৃষ্ট নগরী ও তদন্তর্গত জীবগণের ন্যায় মিথ্যা, অলীক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও অসার। যথার্থরূপে পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া মায়ামোহমুক্ত হও এবং স্বরূপচিন্তনে ডুবিয়া যাও। "আত্মানং সততং জানন্ কালং নয় মহাত্মাতে।" [অপরোক্ষানুভূতিঃ, ৮৯]—হে ইন্দ্রিয়জয়ী স্ব-কল্যাণসাধনোদ্যত অধিকারিন্। আমরণ বেদান্তবচনসমূহের সাহায্যে আত্মবিচার করিতে করিতে কাল যাপন করিতে থাক।

সাধনকালে নিম্নোধৃত শ্লোক দুটির ভাব স্মরণ রাখিও—

"উদ্যমঃ প্রাণিভিঃ কার্য্যো যথাবুদ্ধি যথাবলম্।
পরং ফলন্তি কর্ম্মাণি ত্বদধীনানি শঙ্কর॥" [স্কন্দপুরাণে]

—নিজ নিজ বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুযায়ী উদ্যম করা জীবের কর্ত্তব্য। কিন্তু, হে শঙ্কর! কর্ম্মের ফল তোমার অধীন।

"কর্মণ্যেবাধিকার স্তে মা ফলেষু কদাচন"। [শ্রীগীতা]

—বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানেই তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কর্ম্মফলে কোনও কালে তোমার অধিকার নাই। অলম্

"দেবার্চ্চন-স্নান-শৌচ-ভিক্ষাদৌ বর্ত্ততাং বপুঃ।
তারং জপতু বাক্ তদ্বৎ পঠত্বান্নায়মস্তকম্॥
বিষ্ণুং ধ্যায়তু ধী র্বদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম্।
সাক্ষ্যহং কিঞ্চিদপ্যত্র ন কুর্ব্বে নাপি কারয়ে॥"
[অবধূতোপনিষদ্]

—দেবপূজা, স্নান, শৌচাচার, ভিক্ষা প্রভৃতিতে শরীর ক্রিয়মান্ থাকুক; বাক্য প্রণবজপ অথবা উপনিষদ্ পাঠ করুক, মন বিষ্ণুকে ধ্যান করুক অথবা ব্রহ্মানন্দে বিলীন থাকুক,—আমি এই সমস্ত কার্য্যে সাক্ষিমাত্র, আমি কিছু করি না বা করাই না।

১। গত-ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি দুঃখলেশহীন।
কর্ত্তা-ভোক্তা-ধর্ম্ম শোভে মূর্খে অনুদিন॥
দৃশ্য হতে দূরতর, দ্রষ্টামাত্র-সার।
সর্ব্বভূত-সাক্ষী তুমি জন্মমৃত্যু-পার॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপন স্বরূপ-বোধে হও রে চেতন।
অজর-অমর-রূপে কর বিচরণ॥

২। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত তোমার স্বরূপ।
নির্ব্বাসন, নিরাকাঙ্ক্ষ, সদানন্দ-রূপ॥
বীত-রাগভয়ক্রোধ, সত্য, সনাতন।
সম-দুঃখসুখ, ধীর, চিরশান্ত-মন॥
আপন স্বরূপ-বোধে হও রে চেতন।
অজর-অমর-রূপে কর বিচরণ॥

৩। বীতশোক, নিরায়াস, কামগন্ধ-হীন।
উদাসীন, সুখাসীন, আত্মক্রীড়-লীন॥
নিত্যযুক্ত, গুণাতীত, চিদানন্দ-ময়।
নিষ্কল, নিষ্ক্রিয় তুমি নির্ম্মল, অভয়॥
আপন স্বরূপ-বোধে রহ রে চেতন।
অজর-অমর-রূপে কর বিচরণ॥

৪। 'শঙ্কর' জঙ্গম-তীর্থ, একরস-সার।
একরূপ, বহুরূপ, অচল, অপার॥
সর্ব্ব-অধিষ্ঠান তুমি ব্রহ্ম সনাতন।
অসঙ্গ অচ্যুত আত্মা তুমি নারায়ণ॥
আপন স্বরূপ-বোধে রহ রে চেতন।
অজর-অমর-রূপে কর বিচরণ॥

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচার-ধারা

ষষ্ঠ প্রবাহ *

"ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্ব্বজেভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ।"

(ঋগ্‌বেদ, ১০।১৪।১৫ ; অথর্ব্ববেদ, ১৮।২।২)

'পঞ্চদশী'-কার বলিয়াছেন—

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ পরোক্ষ-জ্ঞান-মেব তৎ।
অহং ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচ্যতে॥

অর্থ। জ্ঞান দ্বিবিধ ; (১) পরোক্ষ, (২) অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ)। পরোক্ষ জ্ঞান—'সচ্চিদানন্দ রূপ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন', এইভাবে নিজ আত্মা হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্‌রূপে জানার নাম 'পরোক্ষ জ্ঞান'। আর 'নির্ব্বিকল্প সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই আমি,' এইভাবে ব্রহ্মকে অভেদরূপে অনুভব করার নাম 'অপরোক্ষ জ্ঞান'। এই অপরোক্ষ জ্ঞানকে 'সাক্ষাৎকার' বলে।

মা বলিলেন, 'গুড় মিষ্টি'। মাতার কথায় বিশ্বাস করিয়া গুড়কে মিষ্ট নিশ্চয় করাকে গুড়ের 'পরোক্ষ জ্ঞান' কহে। আর যখন গুড় খাইয়া নিজে উহার স্বাদ অনুভব করা যায়, তখন গুড়ের 'অপরোক্ষ জ্ঞান' হয়।

এইরূপে গুরু ও শাস্ত্র দ্বারা পরমাত্মার (ব্রহ্মের) সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ জানার নাম 'পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান' ; আর, গুরু-শাস্ত্রের অনুগ্রহে, বিচার দ্বারা, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে নিজ স্বরূপ অনুভব করার নাম 'অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান'।

---

* "উৎসব" ১৩৪৫, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় এবং ১৩৪৬, বৈশাখ ও আষাঢ় সংখ্যায় 'বিচার-ধারা' নামে প্রকাশিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবপুরাণে বায়বীয় সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"পরোক্ষ-মপরোক্ষং চ দ্বিবিধং জ্ঞান-মিষ্যতে।
পরোক্ষ-মস্থিরং প্রাহুঃ অপরোক্ষং তু সুস্থিরম্॥
হেতূপদেশ-গম্যং যৎ তৎ পরোক্ষং প্রচক্ষতে।
অপরোক্ষং পুনঃ শ্রেষ্ঠা-দনুষ্ঠানাৎ ভবিষ্যতি॥
নাপরোক্ষা-দৃতে মোক্ষ ইতি কৃত্বা বিনিশ্চয়ম্।
শ্রেষ্ঠানুষ্ঠান-সিদ্ধ্যর্থং প্রযতধ্ব-মতন্দ্রিতঃ॥"

অর্থ। জ্ঞান দুই প্রকার; পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। পরোক্ষ জ্ঞান অস্থির, কিন্তু অপরোক্ষ জ্ঞান সুস্থির। যে জ্ঞান যুক্তি দ্বারা বা গুরূপদেশ হইতে লাভ হয়, তাহা পরোক্ষ; আর যে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ সাধনা দ্বারা লাভ হয়, তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান। বিনা অপরোক্ষ জ্ঞান মুক্তি নাই, ইহা নিশ্চয় করিয়া, শ্রেষ্ঠ সাধন সিদ্ধির জন্য নিরলসভাবে প্রযত্ন করিতে থাক।

কুলার্ণবে পঞ্চম খণ্ডে কথিত হইয়াছে—

"আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধাজ্ঞানং প্রচক্ষতে।
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরব্রহ্ম বিবেকজম্॥
ন বেদাধ্যয়নান্মুক্তি র্ন শাস্ত্রপঠনাদপি।
জ্ঞানাদেব হি মুক্তি স্যান্নান্যথা বীরবন্দিতে॥"

অর্থ। জ্ঞান দুই প্রকার; শাস্ত্রজ (পরোক্ষ) ও বিবেকজ (অপরোক্ষ)। শাস্ত্রজ জ্ঞান দ্বারা শব্দব্রহ্মকে জানা যায়, আর বিচার দ্বারা পরব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। বেদপাঠ করিলেই মুক্তি হয় না, অথবা শাস্ত্রপাঠেও মুক্তি হয় না। জ্ঞান হইতেই মুক্তি লাভ হয়, জ্ঞান ব্যতীত আর কিছু হইতে মুক্তি লাভ হইতে পারে না।

শ্রেষ্ঠ সাধন সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন করিবে কেন? যেহেতু—

"তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোঃ।" (ঋগ্বেদ, ১।১৬৭।২২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ। সেই পরমাত্মাকে (অপরোক্ষরূপে) জানিয়াই মনুষ্য মৃত্যু-ভয় রহিত হয়।

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি,
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" (যজুর্ব্বেদ, ৩১।২৮)

অর্থ। সেই পরমাত্মাকে (অপরোক্ষভাবে) জানিলেই মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় অর্থাৎ মুক্ত হওয়া যায়। মুক্তি-লাভের ইহা ভিন্ন আর কোন পথ নাই।

"তরতি শোক-মাত্মবিৎ।" (ছান্দোগ্য উঃ, ৭।২।৩)

"তরতি শোকং তরতি পাপ্মানম্।" (মুণ্ডক উঃ, ৩।২।৯)

অর্থ। আত্মজ্ঞানী (জন্মমৃত্যুরূপ) শোকসাগর পার হইয়া যান।

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ।" (শ্বেতা উঃ, ১।১১)

অর্থ। আত্মাকে (অভিন্নরূপে) জানিলে সর্ব্ববন্ধন নষ্ট হইয়া যায়।

"জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদি-প্রপঞ্চো যঃ প্রকাশতে।
তদ্ ব্রহ্মাঽহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে॥" (কৈবল্য উঃ)

অর্থ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপে যে জগৎ প্রকাশিত হয়, তাহা ব্রহ্ম, এবং সেই ব্রহ্ম আমি, এই জ্ঞান হইলে সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্তি হয়।

যে ব্রহ্ম-আত্মাতে এই জগৎ, রজ্জুতে সর্পের ন্যায় প্রতীত হয়, সেই আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞানতা অন্ধকারে রজ্জুকে সর্পরূপে প্রতীত করায়। প্রকৃতপক্ষে, রজ্জু সর্পরূপ নহে, অথবা রজ্জুতে সর্প বিদ্যমান থাকে না। রজ্জুতে সর্প পূর্ব্বে কখন ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকিবে না এবং বর্ত্তমানেও নাই। রজ্জু-বিষয়ক অজ্ঞান এবং মন্দ অন্ধকার প্রভৃতি সহকারী কারণ-সমূহ দ্বারা ভ্রান্তিবশতঃ রজ্জুতে সর্প প্রতীত হয়। যেমন রজ্জুতে কল্পিত সর্পের সত্তা রজ্জু হইতে ভিন্ন নহে; যেমন ঝিনুকে (শুক্তিতে) কল্পিত রৌপ্যাদি (রজতাদি) ঝিনুক হইতে ভিন্ন নহে; যেমন তন্তুর সত্তা পট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে ভিন্ন নহে; যেমন তরঙ্গ-ফেন-বুদবুদাদির সত্তা জল হইতে ভিন্ন নহে; যেমন সুবর্ণালঙ্কারাদির সত্তা সুবর্ণ হইতে ভিন্ন নহে; যেমন মরুভূমিতে কল্পিত মৃগ-জলের, মরুস্থল হইতে ভিন্ন সত্তা নাই; যেমন আকাশে কল্পিত শ্যামবর্ণাদির, আকাশ হইতে ভিন্ন সত্তা নাই; —তদ্রূপ কল্পিত দেহাদির সত্তা আত্মসত্তা হইতে ভিন্ন নহে। দেহাদি সমস্ত জগৎ আত্মাতে কল্পনা-মাত্র, অসত্য,—কেবল এক অদ্বিতীয় আত্মাই সত্য। যেমন কঙ্কণাদি, স্বর্ণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে; যেমন ঘটাদি, মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু নহে;—তদ্রূপ সমস্ত জগৎ আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যেমন মিথ্যাকল্পিত রজত, শুক্তির সত্তায় সত্যবৎ প্রতীত হয়; যেমন মিথ্যা মৃগতৃষ্ণিকা, সূর্য্যকিরণের সত্তায় সত্যবৎ ভাসিত হয়; বাস্তবে উহারা সত্য নহে;—তদ্রূপ সংকল্পমাত্র জগৎ, আত্মার সত্তায় সত্যবৎ প্রতীত হয় মাত্র; প্রকৃত-পক্ষে জগৎ সত্য নহে, জগতের নিজের কোনও সত্তা নাই। "ব্রহ্ম-ভিন্নং সর্ব্বং মিথ্যা, ব্রহ্ম-ভিন্নত্বাৎ।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" (২।১৬)

অর্থ। এই অনিত্য অসৎ-রূপ যে ভূত ভৌতিক নামরূপাত্মক জগৎ ভাসিতেছে, ইহার বাস্তবিক অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা (সত্তা বা স্থায়িত্ব) নাই। যে এক অদ্বিতীয়, অজ, অমর, আনন্দঘন, পরিপূর্ণ, নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয় ও সর্ব্বব্যাপী আত্মা এই সমস্ত দৃশ্যপ্রপঞ্চে সত্তা-রূপে পরিব্যাপ্ত আছেন, সেই আত্মার কোনকালে অভাব হয় না, তাহার কিছুতেই বিনাশ নাই, কেহই সেই অব্যয়স্বরূপের বিনাশ করিতে পারে না;—কেবল তিনিই সদা সদ্রূপ।

মাণ্ডুক্য-কারিকারে উক্ত হইয়াছে—

"আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ॥
স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং তথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ। যে বস্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না, এবং বিনাশের পরেও থাকিবে না, তাহা বর্ত্তমানকালেও বাস্তবিক নাই;—পরন্তু, মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ বর্ত্তমানে প্রতীত হইতেছে। যেরূপ স্বপ্নে দৃষ্ট হাতী ঘোড়া, এবং ইন্দ্রজাল-রচিত পদার্থসমূহ, এবং গন্ধর্ব্বনগর,—এ সকল না হইয়াও হওয়ার মত মনে হয়, সেইরূপ এই জগৎও না হইয়াও প্রতীতি-গোচর হয়। জ্ঞানী পুরুষগণ এইরূপ অনুভব করিয়া বেদান্ত শাস্ত্র দ্বারা দেখিয়াছেন যে, কেবল অদ্বৈত অনন্ত-স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় আত্মাই সত্য, আর সমস্ত দৃশ্য-প্রপঞ্চ প্রতীতি-মাত্র,—প্রকৃতপক্ষে নাই।

যেমন ঘট, মঠ প্রভৃতি আকাশের নিবাস-স্থান ও ভেদক উভয়ই, তদ্রূপ দেহাদিও অনন্ত-স্বরূপ আত্মার নিবাস-স্থল ও ভেদক দুইই। প্রকৃতপক্ষে জগৎ, মিথ্যা মায়ার কার্য্য হওয়াতে, মিথ্যা,—এই বেদান্ত-সিদ্ধ-জ্ঞান অনুভব-রূপ হইয়া জগতের মিথ্যাত্ব-বিষয়ে প্রমাণ হয়।

যাহা সৎ, তাহাই মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, এবং সত্য বস্তু হইতেই সুখদুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। অসৎ যাহা, তাহাও দৃষ্টিগোচর হয়, এবং অসৎ হইতেও সুখদুঃখ ভোগ হইতে দেখা যায়। যদিও, স্বপ্ন অসত্য, তথাপি তাহা দৃষ্টিপথগামী হয়, আর স্বপ্নে সুখ-দুঃখ অনুভব হইয়া থাকে। যদিও, শুক্তিতে কল্পিত রৌপ্য এবং রজ্জুতে কল্পিত সর্প, উভয়ই অসত্য,—তথাপি, এই উভয় বিষয়ে সুখদুঃখ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। মৃগতৃষ্ণার জল ও আকাশের নীলিমাদি বর্ণ অসত্য হইলেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদ্রূপ—জগৎ অসত্য হইলেও দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং সত্য বস্তুই দৃষ্টিগোচর হয়, আর অসত্য বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না,—এমন কোন নিয়ম নাই।

আচ্ছা, ঈশ্বরের মায়াদ্বারা রচিত এই অসদ্রূপ জগতের প্রতীতি হইলেও ক্ষতি কি? ইহার নিবৃত্তির আবশ্যকতা কি? যেহেতু ঈশ্বর-রচিত এই জগৎ তো কাহারও বন্ধনের কারণ নহে। যখন জীব, ঈশ্বর-রচিত জগতে সত্যবুদ্ধি স্থাপন করিয়া নিজের মন দ্বারা দ্বৈত সৃষ্টি করে, তখনই ঐ জীব-রচিত দ্বৈত বন্ধনের কারণ হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাঁড়ায়; সুতরাং, জীবের কর্ত্তব্য, স্ব-রচিত প্রপঞ্চের নিবৃত্তি-করণ। ঈশ্বর-রচিত প্রপঞ্চের নিবৃত্তির আবশ্যকতা কোথায় ?

ঈশ্বর-রচিত যে দেহ-স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি, এ সকলে অহংতা-মমতা-র দৃঢ় অভ্যাসই (ভাবনাই) জীব-রচিত বন্ধন অর্থাৎ দুঃখের কারণরূপ জগৎ। 'বন্ধো বৈষয়িকো রসঃ'। 'বন্ধায় .বিষয়াসক্তিঃ'। 'বন্ধ-মোক্ষৌ মনঃসংস্থৌ'। এই দেহ কাহাকেও বন্ধন করে না, পরন্তু এই দেহে জীব যে অহংতা, মমতা সৃষ্টি করে, তাহাই বন্ধন। অর্থাৎ মনঃ-রচিত দ্বৈতই দুঃখের কারণ, আর তাহাই বন্ধনের হেতু।

ঈশ্বর-রচিত মাংসময়ী এক নারীকে কেহ কন্যা, কেহ ভগ্নী, কেহ সখী, কেহ ভার্য্যা, কেহ মাতা বলে। এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন জীবের রচিত মমত্বরূপী মনোময়ী সম্বন্ধিনীর মৃত্যুতে মমতা-বদ্ধ সকলেই দুঃখ ভোগ করে; কিন্তু যাহার মমতা নাই, সে দুঃখী হয় না।

* * *

ভগবান্ ভাষ্যকার শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"অবিচার্য্য যৎ কিঞ্চিৎ প্রতিপাদ্যমানো নিঃশ্রেয়সাৎ প্রতিহন্যেতানর্থং চেয়াৎ।" (শারীরক ভাষ্য, ১।২।২)—অর্থাৎ, বিনা বিচারে যে-কোন সাধন-পন্থা অবলম্বন করিলে, মুক্তি হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয় এবং অনর্থ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ অবিচার সর্ব্বপ্রকার দুঃখের কারণ, আর বিচার সর্ব্বপ্রকার সুখের হেতু।

অতএব, প্রকৃত সুখান্বেষীর কর্ত্তব্য,—সর্ব্বোত্তম সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া। সর্ব্বোত্তম সাধন কি ?—আত্মবিচার (ব্রহ্মবিদ্যা)। আত্ম-বিচার দ্বারা জীব-রচিত সৃষ্টির নিবৃত্তি করাই জীবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। এই আত্মবিচার-বিষয়ে শ্রুতি বলিতেছেন—

"অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।" (কঠ উঃ, ১।২।১২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—আত্মায় চিত্ত সমাধানরূপ (আত্মবিচাররূপ) যোগাভ্যাসের দ্বারা পরমাত্মাকে অবগত হইয়া ধীর পুরুষ বিষয়জাত সুখ ও দুঃখ পরিত্যাগ করেন।

"তমাত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।" (কঠ উঃ, ২।২।১২)

—বুদ্ধিতে প্রকাশিত চৈতন্য পুরুষকে যে বিবেকী পুরুষগণ আত্মবিচার দ্বারা সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্যসুখ লাভ করেন,—বিষয়াসক্ত পুরুষেরা তাহা লাভ করিতে পারে না।

"ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।" (কেন উঃ, ২।৪)

—জ্ঞানিপুরুষগণ আত্মবিচার দ্বারা সর্ব্বভূতে ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করিয়া ইহলোক হইতে গমন করতঃ অর্থাৎ অহংতা-মমতা-রূপ এই অবিদ্যাত্মক লোক হইতে বিরত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হন। "স যোহ বৈ তৎ পরং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" (মুঃ উঃ, ৩।২।৯)

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"
(মুঃ উঃ, ২।২।৮)

—সেই পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্ম আত্মবিচার দ্বারা সাক্ষাৎকৃত হইলে সাধকের হৃদয়স্থিত অবিদ্যা বাসনা বিনষ্ট হয়, সকল প্রকার সন্দেহ বিদূরিত হয়, এবং সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

"ব্রহ্মোডুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি।" (শ্বেতাঃ উঃ, ২।৮)

—বিজ্ঞপুরুষ আত্মবিচাররূপী নৌকাযোগে ভয়জনক প্রখরবেগবতী (সাংসারিক দুর্ব্বাসনাদি-রূপ) নদীসমূহ পার হইয়া যান।

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি।" (তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ)

—রসই সেই আত্মা। সেই আত্মস্বরূপ রসকে লাভ করিয়াই সাধক আনন্দময় হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।" (তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ)

—ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপকে জানিয়া জ্ঞানী পুরুষ চিরতরে নির্ভয় হইয়া যান।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দ-মেতজ্ জীবস্য যজ্ জ্ঞাত্বা মুচ্যতে বুধঃ॥"
(ব্রহ্মাবিদ্যা উঃ)

—বাক্য ও মন যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে, জীবের সেই আনন্দকে (ব্রহ্মকে) জানিয়া জ্ঞানী মুক্ত হন।

"অশরীরং শরীরেষু মহান্তং বিভুমীশ্বরম্।
আনন্দ-মক্ষরং সাক্ষাৎ মত্বাধীরো ন শোচতি॥"
(জাবালদর্শন উঃ)

—সমস্ত জীবের মধ্যে নিরবয়ব মহান্ সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরকে অক্ষর আনন্দস্বরূপে সাক্ষাৎ করিয়া জ্ঞানিপুরুষ দুঃখের পরে চলিয়া যান।

"সচ্চিদানন্দ-ময়ং পরং ব্রহ্ম,
তমেবং বিদ্বান্ অমৃত ইব ভবতি।" (সর্ব্বসার উঃ)

—সৎ-চিৎ-আনন্দ-রূপ ব্রহ্মকে জানিয়া বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপ হন।

"ব্রহ্মসংস্থো অমৃতত্ব-মেতি।"

'কিং ব্রহ্ম ?'—ব্রহ্ম কি ?

"অচিন্ত্যোপাধি-বিনির্ম্মুক্তমনাদ্যনন্তং শুদ্ধং শান্তং নির্গুণং নিরবয়বং নিত্যানন্দং অখণ্ডৈকরসং অদ্বিতীয়ং চৈতন্যং ব্রহ্ম।" (নিরালম্বোপনিষৎ)

—অর্থাৎ, অচিন্ত্য, উপাধি-বর্জ্জিত, অনাদি, অনন্ত, শুদ্ধ, শান্ত, সত্ত্বরজস্তমোগুণাতীত, নিরবয়ব, নিত্যানন্দ, নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও জ্ঞান-স্বরূপ, অদ্বিতীয় চৈতন্যকে 'ব্রহ্ম' বলে।

"সা নিত্যা সা মহানাত্মা।" (বাক্যপদীয়)

—সমস্ত পদার্থে অনুগত সচ্চিদ্রূপ নিত্য সত্তা-কে 'ব্রহ্ম' বলে।

"সা চ সত্তোদয় ব্যয়বৈধুর্য্যাৎ নিত্যা, সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য তদ্বিবর্ত্ততয়া দেশতঃ কালতো বস্তুতঃ পরিচ্ছেদ-রহিত্যাৎ সা সত্তা মহানাত্মেতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যপদিশ্যত ইতি কারিকার্থঃ।" (পাণিনীয় দর্শন)—অর্থাৎ, জন্ম ও নাশ-রহিত উক্ত আত্মা-রূপা সত্তা নিত্যা; সমস্ত সংসার উহারই বিবর্ত্ত; দেশ-কাল-বস্তু-কৃত ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ-শূন্য হওয়াতে উক্ত সত্তাকে মহান্ আত্মা (ব্রহ্ম) বলে।

"বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বাৎ চ তদ্ ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে।" (বিষ্ণুপুরাণ)

"বৃংহণত্বাৎ বৃহত্বাৎ চ ব্রহ্মেতি গীয়তে শ্রুতৌ।" (শান্তি গীতা)

—যাহা প্রকাশশীল ও বৃহৎ (সর্ব্বব্যাপী), শ্রুতি-তে তাহাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

"সর্ব্বনামরূপাত্মক-প্রপঞ্চাধ্যাসাধিষ্ঠানত্বং ব্রহ্ম।"—অর্থাৎ, সম্পূর্ণ নামরূপাত্মক প্রপঞ্চের অধ্যাসের অধিষ্ঠানকে 'ব্রহ্ম' বলে। অর্থাৎ যে শুদ্ধ চেতনে সম্পূর্ণ নামরূপাত্মক জগৎ অধ্যস্ত, তাহার নাম 'ব্রহ্ম'।

"অবিদ্যা-তৎকার্য্য-রহিতঃ শুদ্ধঃ।"—অর্থাৎ, অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্যসমূহের স্পর্শরহিত চেতনকে শুদ্ধচেতন (ব্রহ্ম) বলে। "মায়াবিদ্যারহিতং ব্রহ্ম।"

"যল্লাভাৎ নাপরো লাভো যৎসুখাৎ নাপরং সুখম্।

যজ্‌জ্ঞানাৎ ন পরং জ্ঞানং তদ্ ব্রহ্মেত্যবধারয়॥" (আত্মবোধ)

—যাঁহাকে লাভ করিলে আর কিছু লাভ করিবার থাকে না, যে সুখ অনুভব করিলে অন্য সব সুখ তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, এবং যাঁহাকে জানিলে আর কিছু জানিবার জন্য ইচ্ছা হয় না,—তাঁহাকেই 'ব্রহ্ম' বলিয়া বুঝিবে।

ভগবান্ ভাষ্যকার জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

"ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে, বৃহতে ধাতোরর্থানুগমাৎ।" (শারীরক ভাষ্যে, ১।১।১)

—'বৃহ বৃহি বৃদ্ধৌ' এই ধাতু হইতে 'ব্রহ্ম' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি করিলে নিত্যশুদ্ধত্ব প্রভৃতি অর্থ প্রতীত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উক্ত ভাষ্যের টীকায় বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—

"বৃদ্ধি কর্ম্মা হি বৃহতি রতিশায়নে বর্ত্ততে তচ্চেদমতিশায়নমনবচ্ছিন্নং পদান্তরাবগমিত নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধত্বাদ্যস্যাভ্যনুজানাতীত্যর্থঃ।" (ভামতী)

—'বৃহ্' ধাতুর অর্থ মহত্ত্ব-নিরতিশয়; সুতরাং দেশ-কাল-বস্তু-অপরিচ্ছিন্ন অর্থ সিদ্ধ হয়; আর যাহা ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ-রহিত, তাহাই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাববান্ 'ব্রহ্ম'।

'পঞ্চপাদিকা'-কার বলেন—

"নিরবগ্রহমহত্ত্বসম্পন্নং বস্তু ব্রহ্ম পদার্থঃ।"—অর্থাৎ, নিরতিশয় মহত্ত্ববিশিষ্ট বস্তু 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ।

ব্রহ্মের পরমরূপ বর্ণনে 'যোগশিখোপনিষদে' কথিত হইয়াছে—

"পরং ব্রহ্ম পরং সত্যং সচ্চিদানন্দ-লক্ষণম্।"—অর্থাৎ, সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ পরম সত্যই 'ব্রহ্ম'।

"সদ্রূপো হ্য বিনাশিত্বাৎ চিদাত্মকঃ।
আনন্দঃ প্রিয়রূপত্বা-ন্নাত্মন্যপ্রিয়তা ক্বচিৎ॥" (শান্তিগীতা)

'সৎ' শব্দের অর্থ অবিনাশী; 'চিৎ' শব্দের অর্থ প্রকাশ; 'আনন্দ' শব্দের অর্থ প্রিয়তা। আত্মাতে ত্রিকালেও অপ্রিয়তা নাই।

এই 'ব্রহ্ম,' 'জ্ঞান'-শব্দে শাস্ত্রে বহুস্থলে বর্ণিত হইয়াছে;—

"ঘটপটাদিপদার্থেষ্বিবাবিকারং বিকারেষু চৈতন্যং বিনা কিঞ্চিন্নাস্তি, ইতি সাক্ষাৎকারানুভবঃ জ্ঞানম্।" (নিরালম্বোপনিষৎ)—অর্থাৎ, বিকারবান্ ঘটপটাদি সর্ব্বপ্রকার বিভিন্ন পদার্থে এক অভিন্ন নির্ব্বিকার চৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই নাই, এইরূপ যে সাক্ষাৎ অনুভব, তাহাকে 'জ্ঞান' বলে।

"উৎপত্তি-বিনাশ-রহিতং নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং জ্ঞানম্।" (সর্ব্বসারোপনিষৎ)—অর্থাৎ, উৎপত্তি ও বিনাশ-রহিত যে নিরন্তর চৈতন্য, তাহাকে 'জ্ঞান' বলে।

"জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তি-মচিরেণাধিগচ্ছতি।" (শ্রীগীতা)—অর্থাৎ, 'জ্ঞান' লাভ হইলে অবিলম্বেই পরম শান্তি প্রাপ্তি হয়।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারের নিবারণ হইলেই অদ্বৈতজ্ঞান উদয় হয় না। যদি হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তি অবস্থায় কিম্বা প্রলয়কালে বিনা প্রযত্নেই সমস্ত প্রাণীর সমগ্র বাহ্য দ্বৈত নিবৃত্ত হইয়া অদ্বৈত আত্মজ্ঞান লাভ হইত। কিন্তু, সে সময়ে জ্ঞানের সাধন গুরুশাস্ত্রাদির অভাবহেতু অদ্বৈত জ্ঞান উদয় হয় না, এবং জ্ঞানের অভাবে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষপ্রাপ্তিও হয় না। সুতরাং, বহির্দ্বৈতকে নিবারণ করিলেই অদ্বৈত জ্ঞানের উদয় হয়, ইহা ব্যর্থ নির্ণয় মাত্র। অধিকন্তু, ঈশ্বর-রচিত বাহ্য-দ্বৈত অদ্বৈত জ্ঞানের বাধক নহে ; বরঞ্চ, গুরুশাস্ত্র দ্বারা বাহ্যদ্বৈত অদ্বৈত জ্ঞানপ্রাপ্তির সহায়ক। ইহার নিবৃত্তি-সাধনে, ইহাকে মিথ্যা কল্পনা মাত্র জানা ভিন্ন, দ্বিতীয় আর কোন উপায় নাই। জীব-কৃত দ্বৈতই বন্ধনের কারণ, তাহার নিবৃত্তির জন্যই পুরুষকার করা কর্ত্তব্য।

জীবকৃত দ্বৈত দুই প্রকার;—(১) শাস্ত্রীয় দ্বৈত, (২) অশাস্ত্রীয় দ্বৈত।

(১) বেদান্ত শাস্ত্রানুযায়ী প্রত্যক্ চৈতন্য ও ব্রহ্মের একত্ব বিচারের শ্রবণ-মননাদি সাধনকে 'শাস্ত্রীয় দ্বৈত' বলে। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ প্রত্যগাত্মায় অপরোক্ষ বোধ দৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত এই মনোময় 'শাস্ত্রীয় দ্বৈত' ত্যাগ করা উচিত নহে। বিদ্যারণ্য মুনি বলিয়াছেন—

"গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ॥" (পঞ্চদশী)

—অর্থাৎ, সদসদ্বিচারে কুশল বুদ্ধিমান্ পুরুষ প্রথমে বেদান্তশাস্ত্রের অভ্যাস করেন ; পরে পুনঃ পুনঃ উহার বিচার করেন অর্থাৎ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান-তৎপর হন। পশ্চাৎ যেমন চাউলের অর্থী পুরুষ চাউল বাহির করিয়া লইয়া তুষ ত্যাগ করে, তদ্রূপ তিনিও তত্ত্ব-কে গ্রহণ করিয়া সমগ্র শাস্ত্র ত্যাগ করেন॥

কুলার্ণবে উক্ত হইয়াছে—

"অভ্যস্য সর্ব্বশাস্ত্রানি তত্ত্বং জ্ঞাত্বা তু বুদ্ধিমান্।
পলালমিব ধান্যার্থী সর্ব্বশাস্ত্রানি সংত্যজেৎ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—অর্থাৎ, প্রথমে সর্ব্বশাস্ত্র পড়িয়া তত্ত্ব জানিতে হয়। পরে, খড় ফেলিয়া যেমন ধান্যার্থী ধান্যমাত্র গ্রহণ করে, তদ্রূপ তত্ত্বগ্রহণ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্র ত্যাগ করিতে হয়।

অন্যত্র কথিত হইয়াছে—"উত্তীর্ণে তু গতে পারে নৌকায়াঃ কিং প্রয়োজনম্ ?"

এখানে বিচারের সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং দৃঢ়বোধ প্রাপ্ত হইলে 'শাস্ত্রীয় দ্বৈত' ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু, বোধের পশ্চাৎ সদ্বিচার করার নিষেধ করা হয় নাই। সুতরাং, দৃঢ় বোধোদয়ের পরেও, শাস্ত্রীয় দ্বৈতকে কল্পিত রূপ জানিয়াও, শাস্ত্রীয় সদ্বিচারে কালক্ষেপ করাতে কোন হানি হয় না। তাহা সাধু বাশিষ্ঠলাসসদৃশ।

আর এক কথা,—জ্ঞানবিচারের সহায়ে আত্মতত্ত্বে স্থিতিলাভের পর, ইচ্ছা হয় ত, জ্ঞান-কে ত্যাগ কর; কিন্তু, তৎপূর্ব্বে নহে। বস্তুলাভের পর জ্ঞান-ত্যাগের কথা এ জন্য বলা হইল, যেহেতু জ্ঞেয়বস্তু স্বয়ংই "জ্ঞান'-ময় প্রকাশময়; জ্ঞেয় হইতে জ্ঞান ভিন্ন নহে; 'জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞানম্', না চাহিলেও ত জ্ঞান থাকিবেই। জ্ঞেয় বস্তুর সহিত জ্ঞানের অভিন্ন সম্বন্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞানকে ঈশ্বর-স্বরূপ বলা হইয়াছে—

"মুক্তাত্মভিঃ স্বহৃদয়ে পরিভাবিতায়
জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নম ঈশ্বরায়।"

এখানে 'জ্ঞান' শব্দের অর্থ, 'জানাতি সর্ব্বং প্রকাশয়তি সর্ব্বং তৎ জ্ঞানং জ্ঞপ্তিমাত্রম্'। যেখানে 'জ্ঞান'-ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে ('জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ'), সেখানে জ্ঞান শব্দে পরোক্ষ-জ্ঞান, অর্থাৎ সাধন-জ্ঞান বিবক্ষিত। ('জ্ঞায়তে আনেনেতি জ্ঞানম্') লৌকিক বিদ্যা, বিচার, যুক্তি, হেতুবাদ প্রভৃতি সাধন-জ্ঞানের অন্তর্গত। জ্ঞেয়বস্তু লাভ হইলে বাস্তবিকই সাধন-জ্ঞানের কোন প্রয়োজন থাকে না। সূর্য্য স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ, দীপক জ্বালাইয়া তাহাকে দেখিতে হয় না। সূর্য্য উদয় না হওয়া পর্য্যন্তই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীপকের সার্থকতা, সূর্য্যোদয়ের পশ্চাৎ দীপকের আবশ্যকতা থাকে না। তদ্রূপ, 'যাবৎ তত্ত্বং ন বিন্দতি', তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত, শাস্ত্র-জ্ঞান-বিচার-বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাধনসমূহের প্রয়োজনীয়তা। তত্ত্ব-জ্ঞান উদয় হইলেই সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া যায়,—'তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে'। যেখানে ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত, সেখানে ব্রহ্ম নিরূপণের অথবা তত্ত্বালোচনার আবশ্যকতা কি?

"যথাঽমৃতেন তৃপ্তস্য নাহারেণ প্রয়োজনম্।
তত্ত্বজ্ঞস্য মহেশানি ন শাস্ত্রেন প্রয়োজনম্॥" (কুলার্ণবে)

—অমৃতের দ্বারা তৃপ্ত যিনি, তাঁহার আর আহারের প্রয়োজন থাকে না। হে মহেশানি! তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরও শাস্ত্রের প্রয়োজন থাকে না॥

"যথাঽমৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিং প্রয়োজনম্।
এবন্তৎ পরমং জ্ঞাত্বা বেদে নাস্তি প্রয়োজনম্॥

জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।
ন চাস্তি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্য মস্তিচেন্ন স তত্ত্ববিৎ॥" (উত্তরগীতা)

—অমৃতপানে তৃপ্ত পুরুষের দুগ্ধপানে প্রয়োজন কি? সেইরূপ পরমপদার্থ ব্রহ্মকে জানিলে বেদাদিশাস্ত্রের প্রয়োজন থাকে না॥ জ্ঞানামৃত পানে যিনি তৃপ্ত এবং যিনি ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, এরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞ যোগীর কোনও কর্ত্তব্য-কর্ম্ম থাকে না; যদি কেহ অভিলাষপূর্ব্বক বিধিনিষেধাত্মক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তবে সে তত্ত্বজ্ঞ নহে॥

(২) অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দ্বিবিধ; (ক) তীব্র, (খ) মন্দ।

(ক) কামক্রোধাদিকে তীব্র 'অশাস্ত্রীয় দ্বৈত' বলে; (খ) মনো-রাজ্যকে মন্দ 'অশাস্ত্রীয় দ্বৈত' বলে। এই উভয়বিধ দ্বৈতকে তত্ত্ব-বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই ত্যাগ করিতে হয়। শাস্ত্রে তত্ত্ববোধ লাভের জন্য চার প্রকার সাধনের কথা বলা হইয়াছে। (১) বিবেক, (২) বৈরাগ্য, (৩) ষট্‌সম্পত্তি, এবং (৪) মুমুক্ষুতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) বিবেক—কোন্ বস্তু সত্য, এবং কোন্‌টি অসত্য, তাহার অনুসন্ধান। অর্থাৎ আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু, আর সমস্ত জগৎ অনিত্য, এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করার নাম 'বিবেক'।

(২) বৈরাগ্য—এই সংসারের এবং স্বর্গাদি পরলোকের সুখ-ভোগ বিষয়ে অনিচ্ছা।

(৩) শমদমাদি ষট্ সাধন-সম্পত্তি :—

(ক) শম—আন্তর ইন্দ্রিয়সংযম, অর্থাৎ মনঃসংযম অর্থাৎ বাসনা ত্যাগ।

(খ) দম—বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম, অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়-প্রবৃত্তির নিরোধ।

(গ) উপরতি—বিষয় ও বিষয়ভোগ হইতে চিত্ত-নিরোধ।

(ঘ) তিতিক্ষা—সুখ-দুঃখ, লাভ-হানি, শীত-উষ্ণ, মান-অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্ব ধর্ম্মসমূহকে সমানভাবে গ্রহণ-যোগ্যতা।

(ঙ) শ্রদ্ধা—ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু ও বেদান্ত-বাক্যে অটল বিশ্বাস।

(চ) সমাধান—চিত্তের একাগ্রতা ও ঈশ্বরে নির্ভরতা।

(৪) মুমুক্ষুতা—সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার তীব্র ইচ্ছা, অর্থাৎ মোক্ষলাভের জন্য দৃঢ় এবং নিরন্তর অভিলাষ।

এই সাধন-চতুষ্টয় লাভের উপায় কি ? 'বরাহোপনিষৎ' বলিতেছেন,

'স্ববর্ণাশ্রম-ধর্ম্মেণ তপসা গুরুতোষণাৎ।
সাধনং প্রভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদি-চতুষ্টয়ম্ ॥'

—অর্থাৎ, নিজ নিজ আশ্রম-ধর্ম্ম ও বর্ণ-ধর্ম্ম পালন, তপস্যা ও গুরুর সন্তোষসাধন করিলে বৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয় লাভ হয়।

আত্মজ্ঞান লাভের সাধনসমূহের মধ্যে তৃতীয় সাধন 'ষট্ সম্পত্তি'। তাহার প্রথম সাধন 'শম'। এই 'শম' সাধন দ্বারা কামক্রোধাদি ত্যাগরূপ 'তীব্র অশাস্ত্রীয় দ্বৈত' ত্যাগ হইয়া যায়। আর, ষষ্ঠ সাধন 'সমাধান' সাধন দ্বারা (চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা) মনোরাজ্যে ত্যাগ-রূপ 'মন্দ অশাস্ত্রীয় দ্বৈত' ত্যাগ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃঢ়বোধ লাভের পরও জীবন্মুক্তির সুখাস্বাদনের জন্য 'অশাস্ত্রীয় দ্বৈত' ত্যাগ করা অত্যাবশ্যক। কামক্রোধাদিরূপ-ক্লেশবদ্ধ পুরুষ জীবন্মুক্তির সুখ আস্বাদন করিতে পারে না। যদি কেহ এই সাংসারিক ভোগলালসায় জীবন্মুক্তি-সুখ ত্যাগ করিতে পারে, তবে ত সে নাশবান্ বহুদোষপূর্ণ স্বর্গাদি-সুখকামনায় জন্ম-মরণ-রহিত বিদেহমুক্তিও ত্যাগ করিতে পারে। আত্মতত্ত্ব জানিয়াও যদি নিঃশেষে স্বাভাবিক দোষপূর্ণ, ধর্ম্মাদি সর্ব্বপুরুষার্থনাশক, অত্যন্ত দুঃখরূপ ও সর্ব্ব অনর্থের কারণরূপ কামক্রোধাদি ও মনোরাজ্য ত্যাগ না করে, উহাদের বশীভূত থাকে এবং নিজকে বিধিনিষেধরূপ শাস্ত্রাজ্ঞা হইতে স্বতন্ত্র জানিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পুণ্যকর্ম্মাদি ত্যাগ করে, ও শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করতঃ যথেচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত হয়,—তবে বিবেক, বিচার ও জ্ঞানের মহিমা কি থাকে? এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া শ্রীসুরেশ্বরাচার্য্য 'নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি'-তে বলিয়াছেন—'অদ্বৈত পরমাত্ম-তত্ত্বের জ্ঞাতা পুরুষেরও প্রবৃত্তি যদি যথেচ্ছাচারিণী হয়, এবং অভক্ষ্য-ভক্ষণাদি অধর্ম্মকর্ম্মে যদি তিনি প্রবৃত্ত থাকেন, তাহা হইলে কুকুর ও তত্ত্বজ্ঞানীর ব্যবহার সমান হইয়া পড়ে, তত্ত্বজ্ঞানী কুকুরের সমানতা লাভ করেন, আর জ্ঞান-মহিমা ধূলি-ধূসরিত হয়; সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের যথেচ্ছাচারী হওয়া অসম্ভব।'

"বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি। শুনাং তত্ত্বদৃশাং চৈব কো ভেদোঽশুচিভক্ষণে॥"

পূর্ব্বজন্মকৃত অধর্ম্মাচরণের প্রভাবেই এই জন্মেও অধর্ম্মে রুচি হয়, এবং যথেচ্ছাচরণে প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর পূর্ব্বকর্ম্ম এরূপ পাপময় হইতেই পারে না। কারণ, "অনেক জন্মসংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিম্"।—বহু জন্মের অনন্ত যজ্ঞ-দানাদি পুণ্যকর্ম্মের ফল-প্রভাবের সর্ব্বপাপনিবৃত্তি হইয়া যাহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও শান্ত হয়, তাহারই জ্ঞানপ্রাপ্তি দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। অতএব, অনন্ত পুণ্যকর্ম্মের ফলরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে, পুরুষের প্রবৃত্তি পাপ-কর্ম্মের ফলরূপ যথেচ্ছাচরণে কখনও ধাবিত হইতে পারে না। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digttization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেতু বলা হইয়াছে—"অধর্ম্মাজ্জায়তেঽজ্ঞানং যথেষ্টাভরণং ততঃ।
ধর্ম্মকার্য্যং কথং তৎস্যাৎ যত্র ধর্ম্মোপি নশ্যতি॥"

—অত্যন্ত ক্ষুধাপীড়িত ব্যক্তিও বিষমিশ্রিতঅন্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হয় না। আর যে ব্যক্তি একবার মিষ্টান্নের স্বাদ পাইয়াছে, সে বিষ-মিশ্রিত অন্ন গ্রহণে কিরূপে প্রবৃত্ত হইবে! এরূপ অন্ন গ্রহণে কখনও তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সেইরূপ, সাধকের মুমুক্ষু অবস্থায়ই যখন নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের শাস্ত্রানুসারিণী প্রবৃত্তি হয়, সে সময়েও যখন সে যথেচ্ছাচরণ হইতে নিবৃত্ত থাকে, তবে, যখন সে অনন্ত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরানুগ্রহে ইহ ও স্বর্গাদি সর্ব্বলোকের ভোগে বৈরাগ্যবান্ হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করে, এবং সর্ব্বপ্রকারে তৃপ্ত হয়, তখন তাহার যথেচ্ছাচরণে প্রবৃত্তি কিরূপে সম্ভবে? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন—

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধ স্তথা লোভ স্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥"

(শ্রীগীতা, ১৬।২১)

অর্থ। কাম, ক্রোধ ও লোভ (মোহ), এই তিনটি, কুক্কুর শূকরাদি নীচ যোনিরূপ নরকগমনের তিনটি দ্বার। ইহারা মোক্ষমার্গে প্রবৃত্ত মুমুক্ষু পুরুষের মোক্ষরূপ পুরুষার্থ নাশের মূল-কারণ। অতএব বিবেকপূর্ব্বক আত্মবিচার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে এই তিনটিকে ত্যাগ করিবে॥

"আসুপ্তেরামৃতেঃ কালং নারদ বেদান্ত-চিন্তয়া।
দদ্যান্নাবসরং কিঞ্চিৎ কামাদীনাং মনাগপি॥"

—কামক্রোধাদি ও মনোরাজ্যের নিবৃত্তি বিনা জীবন্মুক্তির সুখ আস্বাদান করা যাইতে পারে না। অতএব, এ সকলকে নিবৃত্ত করিয়া, গুরুশাস্ত্রের উপদেশ অনুযায়ী, কল্পিত দেহাদি প্রপঞ্চ হইতে স্বতন্ত্র অদ্বিতীয় আত্মাকে অনুভব করিলে, বর্ত্তমান দেহেই, বিস্মৃত কণ্ঠহার প্রাপ্তির ন্যায়, মোক্ষসুখ লাভ হইতে পারে।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন একই আকাশ, ঘট ও মঠের উপাধিযোগে, ঘটাকাশ ও মঠাকাশ নামে উল্লিখিত হয়, কিন্তু ঘট ও মঠ উপাধি না থাকিলে এক মহাকাশ বলিয়া কথিত হয়, তদ্রূপ, একই অদ্বিতীয় তত্ত্ব, 'মায়া' উপাধি-যোগে 'তৎ'-পদ অর্থাৎ ঈশ্বর বলিয়া উক্ত হয়, আর 'অবিদ্যা' উপাধি-যোগে 'ত্বং'-পদ অর্থাৎ জীব বলিয়া পরিচিত হয় ; ঈশ্বর এবং জীবের ভিন্নতা কেবল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উপাধিভেদের ফল। ঈশ্বরের সমর্থতা ও জীবের অসমর্থতা মাত্র 'মায়া' ও 'অবিদ্যা' উপাধি ভেদের হেতু। এই উভয় উপাধি ত্যাগ করিয়া 'অসি' পদ দ্বারা 'তৎ' ও 'ত্বং' পদদ্বয়ের একতারূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সিদ্ধ হয়। কল্পিত জীব ও ঈশ্বরের উপাধি (অবিদ্যা ও মায়া) ভাগত্যাগলক্ষণা দ্বারা ত্যাগ করিলে, জীব ও ঈশ্বরের লক্ষ্য শুদ্ধ স্বয়ংপ্রকাশরূপ নিজ আত্মায় নিষ্ঠা লাভ দ্বারা, কৃতকৃতার্থ হওয়া যায়।

বাক্য দুই প্রকার—(১) অবান্তর বাক্য, (২) মহাবাক্য।

(১) 'স্বরূপবোধকবাক্যমবান্তরবাক্যম্।'—অর্থাৎ, আত্মার স্বরূপ-বোধক বাক্যকে 'অবান্তর বাক্য' বলে। যথা—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"—আত্মা সৎ-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও অনন্ত-স্বরূপ।

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।"—আত্মা বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ।

(২) 'অভেদবোধকং বাক্যং মহাবাক্যম্।'—অর্থাৎ, জীব ও ঈশ্বরের অভেদ-বোধক বাক্যের নাম 'মহাবাক্য'। যথা—

"তত্ত্বমসি"—তৎ (ব্রহ্ম) ত্বং (তুমি, জীব) অসি (হও)।

"ব্রহ্মাহহমস্মি"—ব্রহ্ম অহং (আমি, জীব) অস্মি (হই)।

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—অয়ং (এই নিজের) আত্মা ব্রহ্ম।

এই সকল বাক্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদতা-বোধক ; ইহাদিগকে 'মহাবাক্য' বলে।

পদ বা শব্দের অর্থ বিষয়ে জ্ঞান দুই প্রকারে হয় ;— (১) শক্তি-বৃত্তি দ্বারা, (২) লক্ষণা-বৃত্তি দ্বারা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) শক্তি-বৃত্তি,—প্রভু ভৃত্যকে বলিলেন,—'ঘটমানয়',—ঘট আন। এই স্থলে 'ঘট' শব্দের শক্তি (অর্থ) কম্বুগ্রীবাদি আকার বিশিষ্ট পদার্থ বিশেষে বর্ত্তমান। ভৃত্যও 'ঘট' শব্দের অর্থ জানে। আদেশ পাওয়া মাত্র সে একটি ঘড়া উঠাইয়া আনিল। এখানে 'শক্তিবৃত্তি' দ্বারা পদের অর্থ বোধ হইল। শব্দের সহিত শব্দার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধকে ঐ শব্দের 'শক্তিবৃত্তি' বলে।

(২) যেখানে 'শক্তিবৃত্তি' দ্বারা পদের অর্থ বোধ হয় না, সেখানে 'লক্ষণাবৃত্তি' দ্বারা পদের অর্থ বোধ হইয়া থাকে।

'শক্য সম্বন্ধো হি লক্ষণা',—শক্তির (অর্থের) যাহা আশ্রয়, তাহাকে 'শক্য' বলে, অর্থাৎ পদ যে অর্থের বোধক, সেই অর্থের নাম 'শক্য' অর্থ, অর্থাৎ শক্তিবৃত্তিজাত শব্দের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থকেই 'শক্যার্থ' বলে। এই শক্যার্থ সম্বন্ধিত অর্থকে 'লক্ষণা' বলে।

কোন পুরুষকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'গোয়ালার ঘর কোথায় ?' উত্তর হইল, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—গঙ্গায় গোয়ালার ঘর। এখানে 'শক্তিবৃত্তি' দ্বারা অর্থ বোধ হয় না, যেহেতু 'গঙ্গা' শব্দের শক্তি (বাচ্যার্থ) 'দেবনদীর জলপ্রবাহ'; জলপ্রবাহে ঘর হওয়া অসম্ভব। এ-স্থলে 'গঙ্গা'পদের অর্থ জলপ্রবাহ, আর জলপ্রবাহের সম্বন্ধ গঙ্গাতটের সহিত; সুতরাং 'গঙ্গা' অর্থে 'গঙ্গাতট' গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ স্থলে 'লক্ষণাবৃত্তি' দ্বারা অর্থ বোধ হয়। লক্ষণা-বৃত্তি-জাত অর্থকে শব্দের 'লক্ষ্য অর্থ' বলে।

'লক্ষণা' তিন প্রকার; (১) জহৎ-লক্ষণা, (২) অজহৎ-লক্ষণা, (৩) জহদজহল্লক্ষণা। জহদজহল্লক্ষণাকে ভাগ-ত্যাগ-লক্ষণাও বলে।

(১) জহল্লক্ষণা—'বাচ্যার্থং সশেষতয়া পরিত্যজ্য তৎসম্বন্ধিন্যর্থান্তরে বৃত্তি র্জহল্লক্ষণা'। অর্থাৎ, যে স্থলে বাচ্যের সম্পূর্ণ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া তৎসম্বন্ধী অন্য অর্থ গ্রহণ করিতে হয়, সে স্থলে 'জহল্লক্ষণা' হয়। যেমন, কেহ বলিল, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি'। এখানে 'গঙ্গা' পদের বাচ্যার্থ 'দেবনদীর প্রবাহ'। এই বাচ্যার্থকে সম্যগ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপে ত্যাগ করিয়া, উহার সহিত সম্বন্ধিত 'গঙ্গা-তট'-কে গ্রহণ করিতে হইবে ; তবেই এই পদের যথার্থ অর্থ পাওয়া যাইবে।

(২) অজহল্লক্ষণা—'বাচ্যার্থাপরিত্যাগেন তৎসম্বন্ধিন্যর্থান্তরে বৃত্তিরজহল্লক্ষণা'।—অর্থাৎ, যে স্থলে বাচ্যার্থ ত্যাগ না করিয়া তাহার সম্বন্ধীয় অন্য অর্থও গ্রহণ করা হয়, সে স্থলে 'অজহল্লক্ষণা' হয়। যেমন কেহ বলিল,—'শোণো ধাবতি' ; —এখানে শোণের বাচ্যার্থ লাল রঙ বা গুণ। কিন্তু গুণ কখন দৌড়াইতে পারে না। অতএব, ইহার অর্থ 'লাল রঙ্গের ঘোড়া দৌড়াইতেছে' গ্রহণ করিতে হইবে। এস্থলে 'লাল রঙ্' এই বাচ্যার্থও গ্রহণ করা হইল এবং তৎসম্বন্ধী অন্য অর্থ 'ঘোড়া'ও গ্রহণ করা হইল।

(৩) জহদজহল্লক্ষণা (ভাগ-ত্যাগ-লক্ষণা)—'বাচ্যার্থৈকদেশ-পরিত্যাগেনৈকদেশবৃত্তি র্জহদজহল্লক্ষণা'।—অর্থাৎ, যে স্থলে বাচ্যার্থের কোন বিরোধী অংশ ত্যাগ করিয়া তৎসম্বন্ধীয় অবিরোধী অংশ-বিশেষ গ্রহণ করা হয়, সে স্থলে 'জহদজহল্লক্ষণা' হয়। যেমন, এক সময়ে শিবরাম নামক এক ব্রাহ্মণ ৺কাশী যাত্রা করিয়াছিলেন। সংযোগবশে ৺কাশীধামে কাশীরাজের সহিত তাঁহার মিত্রতা হয় এবং রাজার আগ্রহে প্রায় দুই বৎসরকাল তিনি ৺কাশীবাস করেন। পরে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসেন। ইহার কয়েক বৎসর পর তীব্রবৈরাগ্যপ্রাপ্ত কাশীরাজ নিজ গদী ও রাজ্য ত্যাগ করিয়া সাধুবেশে তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হন। ঘুরিতে ঘুরিতে দৈবসংযোগে শিবরাম পণ্ডিতের গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে রাত্রিযাপন মানসে গ্রামস্থ দেবমন্দিরে আসন করিলেন। পণ্ডিত শিবরাম দেবদর্শনে মন্দিরে গিয়া রাজাকে দেখিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন—'৺কাশীধামে যে রাজাকে আমি দেখিয়াছিলাম, তাঁহার মত এই ব্যক্তিকে মনে হইতেছে।' পরক্ষণে শিবরামের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, 'সেই কাশীরাজ ত মহা-বিভব-ও-প্রভাবশালী, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকারী, যোগ্য পুরুষের মানদাতা, স্বতন্ত্র পুরুষ ও ৺কাশীবাসী ; আর এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তি ত সেই সকল লক্ষণবিহীন, অসমর্থ, ভিক্ষু মাত্র, ইনি ত সর্ব্বপ্রকারে পরাধীন মনে হইতেছে, ইনি কাশীরাজ কিরূপে হইবেন।' এই প্রকার সন্দেহ হওয়াতে শিবরাম পুনঃ পুনঃ রাজাকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মিত্র কাশীরাজের শরীরের সমস্ত লক্ষণ উক্ত বিরক্ত পুরুষের শরীরে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মনে কিছু বিশ্বাস হইতে লাগিল যে, হয়ত বা ইনিই সেই কাশীরাজ। পরে শিবরাম উক্ত বৈরাগ্যবানের সহিত বার্ত্তালাপ আরম্ভ করিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে কাশীরাজ বলিয়া জানিতে পারেন। অধিকন্তু ৺কাশীধাম হইতে আগত কয়েক ব্যক্তির মুখে কাশীরাজার বৈরাগ্যের ও রাজ্যত্যাগের কথা শুনিয়া শিবরাম পূর্ণ নিশ্চয় করিলেন যে, যে কাশীরাজাকে তিনি ৺কাশীধামে দেখিয়াছিলেন, তিনিই এই বিরক্ত পুরুষ।

তাৎপর্য্য—৺কাশীধামে দৃষ্ট কাশীরাজার বৈভব ও সামর্থ্যাদির সহিত বর্ত্তমান বৈরাগ্যবান পুরুষের সাধুবেশ ও অসমর্থতার তুলনা হইতে পারে না। তবে, পূর্ব্বদৃষ্ট দেশ, কাল ও অবস্থাদি এবং বর্ত্তমান দেশ, কাল ও অবস্থাদি পরিত্যাগ করিয়া, ৺কাশীধামে দৃষ্ট রাজার শরীর মাত্রকে এই সময়ে দৃষ্ট বিরক্তপুরুষের শরীর মাত্রের সহিত তুলনা করিয়া শিবরাম রাজাকে চিনিয়াছিলেন। এইরূপে বিরোধী অংশ ত্যাগ করিয়া অবিরোধী অংশ গ্রহণ করাকে 'ভাগত্যাগলক্ষণা' অথবা 'জহদজহল্লক্ষণা' বলে।

'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যে তিনটি পদ আছে ; —তৎ, ত্বং, অসি। 'তৎ' পদের বাচ্যার্থ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণযুক্ত ঈশ্বরচেতন। 'ত্বং' পদের বাচ্যার্থ অল্পজ্ঞত্বাদি গুণযুক্ত জীবচেতন। 'তৎ' পদ ও 'ত্বং' পদের বাচ্যার্থ-দ্বয়ের একতা হইতে পারে না, কারণ উহাদের বাচ্যার্থ একে অন্যের বিরোধী। কিন্তু, 'তৎ' ও 'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থের—যাহা গুণরহিত কেবল চৈতন্যস্বরূপ,—একতার কোনও বিরোধ নাই। এই একতা বা অভেদতা জহৎ-অজহৎ অর্থাৎ ভাগ-ত্যাগ লক্ষণা দ্বারা সিদ্ধ হয়। 'তৎ' পদের বাচ্যার্থের একদেশ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণসমূহ ত্যাগ করিয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং 'ত্বং'পদের বাক্যার্থের একদেশ অল্পজ্ঞত্বাদি গুণসমূহ না লইয়া, উভয় পদের লক্ষ্যার্থ চৈতন্য-স্বরূপকে গ্রহণ করিলে, ঈশ্বর ও জীবের একতা সম্ভবে। যে বিদ্বান্ পুরুষ ভাগ-ত্যাগ-লক্ষণা দ্বারা মহাবাক্য বিচার করিয়া জীব ও ঈশ্বরের অভেদতা (একতা) নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তিনিই মুক্ত পুরুষ। মহামুনি অষ্টাবক্র বলিতেছেন—

"আত্মানমদ্বয়ং কশ্চিজ্জানাতি জগদীশ্বরম্।
যো বেত্তি তৎ স কুরুতে ন ভয়ং তস্য কুত্রচিৎ॥ (৪।৬)
যেন দৃষ্টং পরং ব্রহ্ম সোঽহং ব্রহ্মেতি চিন্তয়েৎ।
কিং চিন্তয়তি নিশ্চিন্তোদ্বিতীয়ং যো ন পশ্যতি॥ (১৮।১৬)

—যেমন ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ধানকে ঢেঁকিতে কুটিয়া, ধান্যের তুষ ত্যাগ করতঃ, উহার সাররূপ চাউলকে গ্রহণ করিতে হয়; সেইরূপ মহাবাক্যের ঈশ্বর ও জীববোধক 'তৎ' ও 'ত্বং' পদ হইতে ভাগ-ত্যাগ-লক্ষণা দ্বারা উপাধিরূপ বাচ্যার্থ ত্যাগ করিয়া, নিরূপাধিক লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিলে, মোক্ষরূপী আত্মসুখ প্রাপ্তি হয়।

'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্ত ডিণ্ডিমঃ॥'

—ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা; আর জীব যিনি, তিনি ব্রহ্মই, অপর কেহ নহেন। এই হইতেছে সৎশাস্ত্র। ইহা বেদান্তশাস্ত্রের ডঙ্কাধ্বনি॥

'দ্বৈতাদ্বৈত-বিকল্পজাল-কলহাতীতায় শুদ্ধাত্মনে।
জাগ্রৎ স্বানুভব প্রকাশমহসে দেবায় তস্মৈ নমঃ॥'

—দ্বৈত ও অদ্বৈতরূপী সংশয় কলহের অতীত, আপন অনুভবে সদা জাগরিত, জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধাত্মা দেবতাকে নমস্কার॥

'যস্য বোধোদয়ে তাবৎ স্বপ্নবদ্ভবতি ভ্রমঃ।
তস্মৈ সুখৈকরূপায় নমঃ শান্তায় তেজসে॥'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—যাঁহার স্বরূপের জ্ঞান হওয়া মাত্রই জগদ্‌ভ্রম স্বপ্নবৎ মিথ্যা প্রতীত হয়, সেই শান্তরূপ, আনন্দরূপ ও প্রকাশস্বরূপ আত্মাকে নমস্কার ॥

"যস্যৈব স্ফূরণং সদাত্মকমসৎকল্পার্থকন্তাসতে,
সাক্ষাৎ তত্ত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধয়ত্যাশ্রিতান্।
যৎসাক্ষাৎকরণাদ্ভবেন্ন পুনরাবৃত্তির্ভবাম্বুনিধৌ,
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥"

—যাঁহার স্ফুরণে এই জগৎ অসৎ হইয়াও সত্যবৎ প্রকাশ পাইতেছে, যিনি 'তত্ত্বমসি' এই বেদবাক্যদ্বারা প্রতিপাদিত হন এবং যাঁহাকে সাক্ষাৎ করিলে ভবসাগরে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, সেই শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করি॥

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

বিচার-ধারা

সপ্তম প্রবাহ*

"অত্যর্থমেকান্তহিতং স্বেপ্সীতত্যাগবেদনম্।
যস্য দুষ্করতাং জাতং ধিক্ তং পুরুষকীটকম্॥"

জীব ও ব্রহ্ম একই, ভিন্ন প্রতীতির কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা-জালে পতিত জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ভাবিয়া সঙ্কুচিত জীবন-যাপনে দুঃখ ভোগ করে। আত্মজ্ঞানের (তত্ত্বজ্ঞানের) উদয়ে অবিদ্যা (অজ্ঞান) দূরীভূত (অপসারিত) হইলে, নিজকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জানিয়া জীব মুক্ত হয় ও বিরাট আনন্দপূর্ণ জীবন যাপনে ধন্য হয়। মুক্তি আর কিছুই নহে, কেবল ব্রহ্মভাবের বিকাশমাত্র। যে নিজস্ব ভাবটি অবিদ্যা বা অজ্ঞান প্রভাবে আবৃত (তিরোহিত) থাকে, অজ্ঞান অপগমে সেই চিরন্তন নিত্য ভাবটির আবির্ভাবই 'মুক্তি' নামে অভিহিত। মুক্তি-অবস্থায় জ্ঞানী নূতন কিছুই লাভ করেন না, তাঁহার নিজস্ব স্বরূপ বা 'আমি'র বোধে প্রবুদ্ধ হন। "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ।" (ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১)।

জীব ও ব্রহ্মে যে ভিন্নতা ভাসিতেছে, তাহা তাত্ত্বিক নহে, ঔপাধিক মাত্র। এই হেতু ঔপাধিক ভেদভাবদ্যোতক শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়।

"এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥"

একই আত্মা প্রতি প্রাণীতে বিরাজমান। যেমন একই চন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্থ জলে বহু রূপে দেখা যায়, সেইরূপ একই আত্মদেব বহুরূপে দৃষ্ট হন।

---

* "উৎসব" ১৩৪৭ আশ্বিন সংখ্যায় 'শেষকথা' নামে প্রকাশিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষা চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥"
—একই স্বপ্রকাশ আত্মা সর্ব্বজীবে আবৃত থাকিয়া সকল জীবের অন্তরাত্মারূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি সকল কর্ম্মের ফলদাতা, সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান, সকলের সাক্ষী, চৈতন্য প্রদাতা, সর্ব্বদৃশ্যপ্রপঞ্চপরিশূন্য এবং সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণত্রয় দ্বারা অস্পৃষ্ট।

"একঃ সন্ বহুধা বিচচার।"—তিনি এক হইয়াও বহু আকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। "একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।"—তিনি এক হইলেও লোকে তাঁহাকে বহু বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।" —আত্মা মনের দ্বারা প্রতিবিম্ব-রূপ হইয়াছিলেন। "তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।"—"আমি" এইরূপে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত আত্মার প্রতিবিম্ব স্বীকার করা হয়। "মায়াভাসেন জীবশো করোতি।" — মায়া আভাস অর্থাৎ স্বগত প্রতিবিম্বের দ্বারা জীব ও ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেন। "স এতমেব সীমানং বিদার্য্য এতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত।"—তিনি এই সীমা অর্থাৎ মস্তক বিদারণ করিয়া মনোবৃত্তি দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছেন। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।"—ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম"—সর্ব্বজগতের বিবর্ত্ত উপাদান ও অধিষ্ঠান সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম একই। "নেন নানাস্তি কিঞ্চন।"—এই ব্রহ্মে কিছুমাত্র ভেদ নাই, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন, কেবল অবিদ্যাবশতঃ নানার ন্যায় প্রতীতি হয় মাত্র।

ব্রহ্মসূত্রে কথিত হইয়াছে,—"আভাস এব চ" (২।৩।৫০)—এই জীবকে জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় পরমাত্মার আভাস বলিয়া জানিবে। "অতএব চোপমা সূর্যকাদিবৎ" (৩।২।১৮)—যেহেতু এই আত্মা চৈতন্য-স্বরূপ, নির্ব্বিশেষ, অতএব ইহার উপাধিনিমিত্ত অপারমার্থিক অবস্থা স্বীকার করিয়া জল-প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় এই দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে,—"অবিভক্তং চ বিভক্তেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্" (গীতা, ১৩।১৬)—সেই অনাদিমৎ পরমব্রহ্ম প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে এক অভিন্ন। তাঁহার বহুত্ব নাই, তথাপি প্রতি দেহে মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির পার্থক্যবশতঃ তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রতীয়মান হন।

সুখ-দুঃখ, লোভ-মোহ, কাম-ক্রোধাদি শরীর আর মনের ধর্ম্ম, জীবাত্মার ধর্ম্ম নহে। শরীর আর মনের সহিত সংযোগ হওয়াতেই জীবাত্মা নিজকে সুখী, দুঃখী ইত্যাদি ভাবিয়া থাকে। এই হেতু শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—

"মাহেশ্বরীতি যা মায়া তস্যাং নির্মাণশক্তিমৎ।
বিদ্যতে মোহশক্তিশ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ।
মোহাদনীশতাং প্রাপ্য মগ্নো বপুষি শোচতি॥"

—অর্থাৎ, মহেশ্বরের মোহিনীশক্তি, দ্বারা জীব মোহিত হইয়া পড়ে এবং মোহগ্রস্ত হইয়া নিজের ব্রহ্মভাব ভুলিয়া যায়, এবং 'আমি কর্ত্তা' 'আমি ভোক্তা,' 'আমি সুখী,' 'আমি দুঃখী' ইত্যাদি বলিয়া নিজকে মনে করে।—রজ্জুতে সর্পের ন্যায়, স্থাণুতে মনুষ্যের ন্যায়, এবং ঝিনুকে রূপার ন্যায়, এই ভ্রম। এই ভ্রম নাশপ্রাপ্ত হইলে, জীবভাব হইতে মুক্ত হইয়া, ব্রহ্মভাব-স্বরূপভাব লাভ হয়। 'আত্মবোধে' কথিত হইয়াছে,—

"রজ্জুসর্পবদাত্মানং জীবং জ্ঞাত্বা ভয়ং ভবেৎ।
নাহং জীবঃ পরমাত্মেতি জ্ঞাতশ্চেন্নির্ভয়ো ভবেৎ॥"

—রজ্জুতে ভ্রান্তিহেতু সর্পদৃষ্টি করিয়া লোকে যেমন ভয়ভীত হয়, আপনাকে জীব মনে করিয়া মিথ্যা নিশ্চয়বশতঃ সেইরূপই জন্ম-মরণাদি-ভয়ে ভয় পাইয়া থাকে। যদি 'আমি জীব নহি, কিন্তু অখণ্ড অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা' এইরূপ জানা যায়, তাহা হইলেই নির্ভয় হওয়া যায়।

শ্রুতি বলিতেছেন,—"দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি" (বৃহদা, উ, —১।৪।২)—আপনা ব্যতীত অপর কেহ বা কিছু আছে, এইরূপ ধারণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিলেই ভয় হয়। "যদা হি এষঃ এতস্মিন্ উদরম্ অন্তরম্ কুরুতে, অথ তস্য ভয়ম্ ভবতি" (তৈত্তি, উ, ২।৭।১)—সেই ব্রহ্ম অন্য এবং আমি তাহা হইতে অন্য, এইরূপে যদি ব্রহ্মে অল্পমাত্রও ভেদ অনুভব করে, তাহা হইলে সেই ভেদানুভবহেতু, সেই অনাত্মদর্শী ভয় পায়।

জীব বাস্তবিক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে; অজ্ঞানবশতঃ, এই সত্যটির বোধ থাকে না। অজ্ঞান দূরীভূত হইলে, জীবের আপনার স্বরূপ ব্রহ্মভাব আপনিই প্রকট হয়, এবং ইহারই নাম ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি। আমি ব্রহ্ম নই, জীব,—এই মিথ্যা ভাবের অপনয়নে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই ব্রহ্মভাব। এই মিথ্যাভাব অর্থাৎ ভ্রম, সম্যক্‌রূপে বেদান্ত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা দূর হইয়া থাকে।

বেদান্ত শ্রবণের অধিকার নির্ণয় ভগবান্ ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য নিম্নলিখিতভাবে করিয়াছেন—

"বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাঽধিগতাখিলবেদার্থঃ অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মল-স্বান্তঃকরণ-সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতাধিকারী।"—অর্থাৎ, যিনি বিধিপূর্ব্বক বেদ-বেদান্ত পাঠ করিয়া উহার অর্থ ঠিক ঠিক জানিয়াছেন, এই জন্মে অথবা জন্মান্তরে যিনি কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা অনুষ্ঠান করিয়া নিষ্পাপ ও নির্ম্মল চিত্ত হইয়াছেন, এবং যিনি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন,—তিনিই বেদান্ত শ্রবণের অধিকারী।

সাধনচতুষ্টয় (চারি প্রকার সাধন) কি কি? —(১) নিত্য ও অনিত্য বস্তুর নির্ণয়রূপ **বিবেক**; (২) ইহলোকের (এই সংসারের) ও পরলোকের সকলপ্রকার ভোগে বিতৃষ্ণারূপ **বৈরাগ্য**; (৩) শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা-রূপ **ষট্‌সম্পত্তি**; এবং (৪) **মুমুক্ষুত্ব**।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক ব্রহ্মই (আত্মাই) নিত্যবস্তু, ব্রহ্ম ব্যতীত দেহ, ইন্দ্রিয়, বিষয়াদি যাহা কিছু দেহ ও জগৎ-রূপে প্রতীত হইতেছে, সমস্তই মিথ্যা অনিত্য,—এই প্রকার নিশ্চয়ের নাম 'নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেকঃ' ॥ ১ ॥

স্ত্রী-পুত্র-মিত্র-বিত্ত প্রভৃতি এই সংসারের যাবতীয় ভোগ্য ও ভোগ এবং সকল প্রকার স্বর্গাদি পারলৌকিক সুখভোগ-বিষয়ে তৃষ্ণা-রহিত বুদ্ধির নাম 'ইহা মুত্রফলভোগবিরাগঃ' ॥ ২ ॥

ব্রহ্ম ব্যতীত যাবতীয় প্রতীয়মান বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তির নাম "শম"। শমকে কেহ কেহ 'বশীকার'ও বলেন।

বাহ্য ইন্দ্রিয় সকলকে (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়) আত্মবিষয়ক শ্রবণ-মননাদি ভিন্ন বিষয় হইতে সংযত (দমিত, বিরত) করার নাম "দম"।

অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার) শুদ্ধ হইলে পর বিধি-পূর্ব্বক নিত্যাদিক বিহিত কর্ম্মসমূহ ত্যাগ করিয়া, সাংসারিক শ্রবণাদি বিষয়ে বর্ত্তমান মনকে আত্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে বর্ত্তমান রাখার নাম 'উপরতি' (সন্ন্যাস) ॥

যাহাতে শরীর বিয়োগ (দেহের নাশ) না হয়, এইরূপ ভাবে শীত-উষ্ণ, ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-পদার্থ সহ্য করার নাম, এবং নিগৃহীত করিবার অধিকার ও ক্ষমতা থাকিলেও পরের অপরাধ সহনের নাম 'তিতিক্ষা' ॥

আত্মবিষয়ক শ্রবণ-মননাদির প্রতিবন্ধক নিদ্রালস্যজড়ত্বাদি দূর করিয়া, ব্রহ্মে চিত্ত-কে একাগ্র করার নাম 'সমাধান'।—আত্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে বিদ্যমান্ মন, যখন যখন বিষয়চিন্তায় আসক্ত হইবার জন্য উন্মুখ হয়, অথবা বিষয়ে আসক্ত হয়, সেই সময়ে উক্ত বিষয়ের দোষ দর্শন করাইয়া, পুনরায় আত্মবিষয়ক শ্রবণ-মননাদিতে, মনকে একাগ্র (সমাহিত) করার নাম 'সমাধান' ॥

গুরুবাক্যে এবং বেদান্ত-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসকে 'শ্রদ্ধা' কহে ॥ ৩ ॥

'কবে আমার মোক্ষলাভ হইবে'—এই প্রকার মোক্ষবিষয়ে অতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তীব্র ইচ্ছা থাকার নাম 'মুমুক্ষুত্ব' ॥ ৪ ॥ —ইহাই সাধনচতুষ্টয়-সম্পত্তি। যাঁহার এই চারি প্রকার সাধন-সম্পত্তি আছে, তিনিই জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের অধিকারী।

বেদান্তসিদ্ধান্তানুযায়ী ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা। জগদ্রূপে যাহা প্রতীত হয়, তাহা ব্রহ্মে মায়ার বিলাস-মাত্র। অঘটন-ঘটন পটীয়সী মায়ার প্রভাবে, নির্ব্বিশেষ চৈতন্যঘন অখণ্ড একরস ব্রহ্মে, আমি-তুমি-সে, পশু-পক্ষী-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা-গুল্ম প্রভৃতি অশেষ-বিধ বিশেষ প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মই, মায়ার প্রভাবে, সবিশেষ বিকারী ও বহু-রূপে প্রতিভাত হন। ঠিক রজ্জু সর্পের ন্যায়, জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত; বাস্তবিক উহার কোন সত্তাই নাই। রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞানপ্রভাবে, যেমন রজ্জুতে সর্পের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের আধার,—ঠিক সেইরূপ, ব্রহ্ম-বিষয়ক অজ্ঞান-প্রভাবে, ব্রহ্মরূপ আধারকে আশ্রয় করিয়াই, জগতের প্রতীতি, তাহাতেই স্থিতি, এবং তাহাতেই লয় হয়। এইরূপে জগতের কল্পনা বা প্রতীতিকে 'বিবর্ত্ত' কহে। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। বিবর্ত্তের লক্ষণ কি?—"অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।" —অর্থাৎ, বস্তুর স্বরূপের কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন না হইয়া, অন্যরূপে প্রতীতি হওয়াকে 'বিবর্ত্ত' কহে,—অর্থাৎ, বস্তুটি অবিকৃত থাকিয়াও অন্যবস্তুরূপে প্রতিভাত হওয়ার নাম 'বিবর্ত্ত'। ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হয় না, কিন্তু মায়া-শক্তিতে ব্রহ্মে জগতের ভ্রম হয়। যেরূপ, মরু-ভূমিতে বাস্তবে জল না থাকিলেও, অজ্ঞানী মনুষ্যের জলের ভ্রান্তি হয়,—ঠিক সেইরূপ, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে, দ্বৈতভাবময় দ্বিতীয় জগতের প্রতীতি হইয়া থাকে। তত্ত্বতঃ জগৎ ভ্রমমাত্র। কিন্তু অবিদ্যামোহিত অবিদ্যাপিহিত চৈতন্য জীব, জগৎ-কে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া, সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়ে। এই বন্ধন অনাদি, যেহেতু মায়া (অবিদ্যা) অনাদি। এই মায়ার (অজ্ঞানের) দুইটি শক্তি—এক আবরণ-শক্তি, অপর বিক্ষেপ-শক্তি। আবরণ-শক্তির প্রভাবে জীবের স্বরূপ 'ব্রহ্মত্ব'-টি আবৃত হইয়া যায় এবং জীব নিজকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝিয়া থাকে; আর বিক্ষেপ-শক্তির প্রভাবে ব্রহ্মে এই জগতের ভ্রম হয়। ঐন্দ্রজালিক (বাজিকর) সূত্রের সহায়তায় শূন্যমার্গে নানাপ্রকার খেলা দেখায়; সকলের সম্মুখে জীবিত মনুষ্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে; অগ্নিমধ্যে শরীরকে জ্বালাইয়া দেয়; —এইরূপ কত খেলাই না সে দেখায়;—কিন্তু সমস্তই মিথ্যা। সেইরূপ এই জগদাড়ম্বরও মিথ্যা। কিন্তু, জীব ইহাকে মিথ্যা না জানিয়া মায়া-জালের দুঃখপূর্ণ বন্ধনে পড়িয়া যায়। জীবের এই ভ্রম (বন্ধন) তাত্ত্বিক (সত্য) নহে, কল্পনা মাত্র; যেহেতু জীব স্বভাবতঃই মুক্ত। এই কারণে আচার্য্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

"ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্তো ইত্যেষা পরমার্থতা॥"

—অর্থাৎ, বাস্তবে আত্মার উৎপত্তি নাই, নাশও নাই,—বন্ধনও নাই, আর মোক্ষের ইচ্ছাও নাই; মুক্তি সাধ্যবস্তু নহে, উহা তো স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। জীব স্বতঃই মুক্ত।

জীব মুক্ত হয়,—ইহা বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তরূপে বলা হইয়াছে—'কণ্ঠ-চামীরবৎ'।—অর্থাৎ, কাহারও গলায় হার ছিল,—কোন দিন তাহার ভ্রম হয় যে, গলায় হার নাই। সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতে থাকে, কিন্তু হার পাওয়া যায় নাই। এমন সময় এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল—'ওকি মহাশয়! হার যে আপনার গলায় রহিয়াছে, উহা তো হারায় নাই।' তখন তাহার ভ্রম দূর হইল, তিনি প্রাপ্ত হারটাই পাইলেন। এই পাওয়াটা একটা কথার কথা মাত্র। জীবের মুক্তিলাভ (পরব্রহ্মপ্রাপ্তি)ও এইরূপই। কেবলমাত্র অনাদি অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া জীব নিজকে বদ্ধ মানিয়া লয়। সৎগুরুর কৃপালাভ হইলে যখন তাহার ভ্রম দূর হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, সেই সময় সে নিজের নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাবের অনুভব করে। ইহাই জীবের মুক্তি। অজ্ঞান-নাশে আপন স্বরূপের যে প্রকাশ, তাহাই 'মুক্তি' নামে কথিত। কর্ণলেখনীবৎ।

জগৎ ভ্রমমাত্র—ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্রহ্ম, মায়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি-যোগে জগৎ-ভ্রম উৎপাদন করিয়া লীলা করিতেছেন, ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া মিথ্যা সংসারকে সত্যবৎ দেখাইতেছেন—

"য একো জালবান্ ঈশত ঈশনাভিঃ।
সর্ব্বাংল্লোকান্ ঈশত ঈশনাভিঃ॥"

—অর্থাৎ, এক সর্ব্বশক্তিমান্ মায়াবী ঈশ্বর মায়াশক্তি দ্বারা সমস্ত লোক পোষণ করিতেছেন।

স্বভাবের বশে যাহা হয়, তাহা বিনা প্রয়োজনেই আপনা আপনি হইয়া থাকে। যাহার যাহা স্বভাব তাহা আত্মপ্রকাশ করিবেই, স্বভাবের অভাব কোন কালে হইতে পারে না। যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস স্বভাববশে আপনা হইতেই হয়। স্বভাবের আর কোন প্রয়োজন কল্পনা করা যায় না। সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের স্বভাব মায়াশক্তি। সেই স্বভাবের বশে জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। মায়াশক্তির স্বভাবই হইল সৃষ্টিরূপে প্রকট হওয়া;—ইহাই মায়ার স্বরূপ। অনন্তশক্তিমান্ পরমেশ্বরের স্বভাবে অবলীলাক্রমে এই জগৎ সৃষ্ট হইতেছে। ইহাতে 'কেন' প্রশ্নের স্থান নাই, ইহাতে 'প্রয়োজন' কল্পনার অবকাশ নাই। স্বভাবের প্রয়োজন কল্পনা নিষ্ফল। ব্রহ্মসূত্রে "লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্" (২।১।৩৩) বলিয়া ভগবান্ বাদরায়ণ, সৃষ্টি ব্যাপারের মীমাংসা, এইভাবেই করিয়াছেন।

বাস্তবিক এই সংসার শূন্যমাত্র, মনোবিলাস,—সৃষ্টি বলিয়াই কিছু নাই, অজ্ঞান-প্রভাবে ওরূপ একটা ভ্রম হয় মাত্র। কিন্তু জগৎ শূন্য হইলেও, এই জগৎ-ভ্রমের আধার শূন্য নহে, উহা সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম। ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য শূন্যবাদ খণ্ডন করিবার সময় বলিয়াছেন—

"ন তাবদুভয় প্রতিষেধ উপপদ্যতে, শূন্যবাদ প্রসঙ্গাৎ।
কিঞ্চিদ্ধি পরমার্থমালম্ব্য অপরমার্থঃ প্রতিষিধ্যতে,
যথা রজ্জ্বাদিষু সর্পাদয়ঃ॥"

—অর্থাৎ, জগৎ এবং জগতের আধার (আশ্রয়) এই উভয়ের প্রতিষেধ করা ঠিক নহে, কারণ এরূপ করিলে শূন্যবাদ আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়ে। কোন পরমার্থ অবশ্য আছে, যাহার আশ্রয়ে অপরমার্থ বাধিত হয়;—যেরূপ, রজ্জু-মরুভূমি-শুক্তিতে (ঝিনুকে) সর্প-জল ও রজতের (রূপার) বাধ (প্রতিষেধ) হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

"তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষনম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎ
সদিবাবভাতি॥"

—অর্থাৎ, সমস্ত জগৎ অসৎ, স্বপ্নবৎ মিথ্যা, তত্ত্বজ্ঞান-হননকারী এবং অশেষ দুঃখপ্রদ। অনন্ত সুখরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে ইহা অধিষ্ঠিত বলিয়া, সৎ বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

'নেতি নেতি' বলিয়া যাহার নিষেধ করিয়া "অসৎ" বলা হইয়াছে, সে সমস্ত নিষেধ প্রপঞ্চেরই নিষেধ, যেহেতু কার্য্য অসৎ ও কল্পিত। কল্পিত অসৎ প্রপঞ্চেরই বাধ হয়, আর ব্রহ্ম অবাধিত থাকে, যেহেতু ব্রহ্ম সমস্ত কল্পনার আশ্রয়। অধিকন্তু সত্তাই ব্রহ্মের (আত্মার) প্রমাণ। আত্মার সৎ-স্বরূপতায় শ্রুতি বলেন—"সদেব সৌম্যেদম-গ্রাসীৎ"। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে—"না ভাবো বিদ্যতে সতঃ"। "অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।"

যে বস্তু সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় একই রূপে অবস্থান করে, তাহাই সত্য এবং পরমার্থ বস্তু। ব্রহ্ম সর্ব্বদা অবধ্য, এক এবং অদ্বিতীয় (বিজাতীয়, স্ব-জাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য); অতএব ব্রহ্মই পরমার্থ। যে বস্তু ভূত (অতীত), বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ, এই তিন কালে এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়, এই চারি অবস্থাতে নির্ব্বাধিত এবং একইরূপে থাকে, তাহাই সত্য; আর যাহা পরিবর্ত্তিত হয়,—কখন থাকে, কখন থাকে না—তাহাই মিথ্যা। এই লক্ষণ অনুসারে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য আর সমস্ত মিথ্যা। বস্তুতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নাই বলিয়া, যাহা কিছু বলা যায়, তাহা ব্রহ্মই। ব্রহ্মে যে জগৎ-ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা ব্রহ্মে নাম-রূপের ভেদমাত্র। যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার নাম ও রূপে পৃথক্ পৃথক্ হইলেও বস্তুতঃ একমাত্র সুবর্ণই, সেইরূপ বাহ্যদৃষ্টিতে নানা নাম-রূপ-বৈচিত্র্যময় সংসার বস্তুতঃ ব্রহ্মই। বস্তুগত তাত্ত্বিক ভেদ কিছুই নাই। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।"—অর্থাৎ, মৃত্তিকার বিকার হইতে যে ঘট, সরা প্রভৃতি বিকার (কার্য্য) উৎপন্ন হয়, তাহাতে কেবলমাত্র নামের ভেদ ; বাস্তবে সমস্তই মৃত্তিকা, আর মৃত্তিকাই সত্য। কারণ হইতে কার্য্যের পরমার্থতঃ কোন ভেদ নাই; কারণ ও কার্য্য বস্তুতঃ এক ও অভিন্ন। এই সত্য, ঋষি উদ্দালক, স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়াছেন (ছাঃ উঃ, ৬।১)। "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ" (ব্রহ্মসূত্রে ২।১।১৪) বলিয়া ভগবান্ সূত্রকার ব্যাসদেবও এই সত্যই বলিয়াছেন। "অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ।" — পরমাত্মা জীবরূপে প্রবেশ করিয়া নাম-রূপের ভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন। নামরূপের দ্বারা পরমাত্মা হইতে দ্বৈত সংসারের উৎপত্তি হয়। এই 'উপনিষদ্বাক্য'-দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, ব্রহ্মভিন্ন জীবভাব বা অপর কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। সকলের সত্তা ব্যবহারিক। এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর পার্থক্য, এই যে লৌকিক বিভাগ (ভেদ), ইহা কেবল নামরূপ উপাধি নিবন্ধন। পরমার্থতঃ ওরূপ কোন বিভাগই নাই। জীবই ব্রহ্ম ; কেবলমাত্র নামরূপময়ী মায়ার বিলাসে ভিন্নতা (ভেদ) প্রতীত হইতেছে।

মায়াময় জীবভাবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির জন্য বেদান্তশাস্ত্রে তিন প্রকার উপাসনার উপদেশ করা হইয়াছে। (১) অঙ্গাববদ্ধ, (২) প্রতীক, (৩) অহংগ্রহ। 'অঙ্গাববদ্ধ' উপাসনাতে যজ্ঞের অঙ্গ-সমূহে ব্রহ্মভাবনা করিতে হয়। 'প্রতীক' উপাসনাতে ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুতে ব্রহ্মভাবনা করিতে হয়। 'অহংগ্রহ' উপাসনাতে অহং ব্রহ্মাস্মি, সোঽহম্, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, প্রভৃতি—জীব-ব্রহ্মের অভিন্নতা ভাবনা দ্বারা উপাসনা করিতে হয়। ইহাই অদ্বৈতবাদিগণের যথার্থ উপাসনা। জীবাত্মাই ব্রহ্ম—এই প্রকার মনন এবং ভাবনাই অদ্বৈত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাদের উপাসনা। 'উপাসনা' কাহাকে বলে ?—"উপাসনং তু যথা-শাস্ত্র-সমর্পিতং কিঞ্চিদালম্বনমুপাদায় তস্মিন্ সমানচিত্তবৃত্তিসন্তান-লক্ষণম্" [ভাষ্যকারঃ ছান্দোগ্যপ্রারম্ভে]—অর্থাৎ, গুরু ও শাস্ত্রের নির্দ্দেশমত কোন ভাবনাময় অবলম্বন গ্রহণ করিয়া তাহাতে মনের একতান বৃত্তির নাম 'উপাসনা'।

যে যাহার উপাসনা করে, সে তাহার ভাবে ভাবিত হয়। অতএব, ব্রহ্মের উপাসনার (ভাবনার) পরিপাকে সাধক ব্রহ্মভাব লাভ করেন। 'সতের সঙ্গে পীরিতি করিলে সতের বরণ হয়।' তদবস্থায় তাঁহার জন্য সমস্ত সংসার ব্রহ্মময় হইয়া যায়, তখন এই জগৎ আর তাঁহার নিকট দুঃখময় থাকে না,—তখন তাহা মধুময় হয়। "পূর্ণে মনসি সম্পূর্ণং জগৎ সর্ব্বং সুধারসৈঃ।" কারণ আত্মা (ব্রহ্ম) রসস্বরূপ; "রসো বৈ সঃ।" "স এষ রসানাং রসতমঃ।" এবং "ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু অস্য সত্যস্য সর্ব্বানি ভূতানি মধু।"—এই সত্যস্বরূপ আত্মা. সর্ব্বভূতের মধু (আনন্দ "আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ") এবং সমুদয় ভূতও এই সত্যের মধু॥ এই প্রকার স্বরূপে স্থিত যোগী সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিচিত্রতা-ময় সংসারকে ব্রহ্মময় দেখেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" "আত্মৈ-বেদং সর্ব্বম্।" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্।"—ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য তাঁহার নিকট সফলতা লাভ করে। এই অবস্থারূঢ় যোগযুক্তের দেহ-পাত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি 'জীবন্মুক্ত' নামে কথিত হন। জীবন্মুক্ত পুরুষের সংস্কার-সম্বন্ধে 'ব্রহ্মদর্শনে' কথিত হইয়াছে—

"তদধিগম উত্তর পূর্ব্বাঘয়ো রশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ।"(৪-১-১৩) —অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে জীবন্মুক্ত পুরুষের সঞ্চিত পাপের বিনাশ হয় এবং ক্রিয়মাণ পাপ অসংস্পর্শ হইয়া যায় অর্থাৎ পরে হইতে পারে এমন যে সমস্ত পাপ, জীবন্মুক্ত পুরুষে সে সকল পাপের স্পর্শ হইতে পারে না।

যেরূপ পদ্মপত্র জলে থাকিলেও জল তাহাকে লিপ্ত করিতে পারে না, সেইরূপ পাপকর্ম্ম সকলও জ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে তুলা যেমন দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ জীবন্মুক্তের জ্ঞানাগ্নি দ্বারা তাঁহার সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে আর কোনও প্রকার পাপফল ভোগ করিতে হয় না, কোন পাপই জ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না। পাপের ন্যায় পুণ্যেরও কোন সংস্পর্শ আত্মজ্ঞানীর থাকে না। তিনি পাপ, পুণ্য —উভয়েরই পারে চলিয়া যান।

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি-ভস্মস্যাৎ কুরুতে তথা।" শ্রুতি বলেন —'জ্ঞানী পুরুষ পাপ পুণ্য উভয় হইতেই মুক্ত হন'।—'ব্রহ্ম (আত্মা) দর্শন হইলে সমুদয় কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়'। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানীর সঞ্চিত (পূর্ব্বকৃত) পাপ-পুণ্য উভয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং ক্রিয়মাণ (নূতন) পাপ-পুণ্যও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কেবলমাত্র অপরের দৃষ্টিতে প্রারব্ধ কর্ম্ম-হেতু শরীর থাকিয়া যায়। দেহপাত হইলেই তাঁহার বিদেহ-মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। 'বেদান্তদর্শনে' ৪-১-১৪ এবং ৪-১-১৫ সূত্রদ্বয়ে এই সিদ্ধান্তই নিম্নলিখিতভাবে বলা হইয়াছে—

"ইতরস্যাপ্যেব-মসংশ্লেষঃ পাতে তু।"

"অনারব্ধ-কার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ॥"

তত্ত্বজ্ঞানী লোকদৃষ্টিতে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিয়া ক্ষয় করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রারব্ধ-ভোগকালেও জ্ঞানীর কোন সুখদুঃখ হয় না, হইতে পারে না,—তিনি মুক্তই থাকেন। দেহের উপর দিয়াই প্রারব্ধের ভোগ হইয়া যায়। সুতরাং দেহাভিমান-রহিত জীবন্মুক্ত-পুরুষ প্রারব্ধ-জনিত সুখ-দুঃখে লিপ্ত হয় না। প্রারব্ধ-জাত সুখ-দুঃখ সাধারণ জীবের সুখ-দুঃখের কারণ হইলেও, জ্ঞানী পুরুষ স্বস্বরূপে নির্ব্বিকারই থাকেন। শ্রুতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেথ সম্পৎস্যে"। ব্রহ্মসূত্রেও উক্ত হইয়াছে —"ভোগেন তিতরে ক্ষপয়িত্বা সংপদ্যতে।" (৪-১-৯)—অর্থাৎ, প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তের দেহ থাকিয়া যায়; প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হইলে তাঁহার দেহপাত হয়, এবং তিনি ব্রহ্মে মিলিয়া যান অর্থাৎ ব্রহ্মই হইয়া যান। সেই সময় তাঁহাকে 'বিদেহমুক্ত' বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতপক্ষে জীবন্মুক্ত অবস্থায়ই তাঁহার সমস্ত কর্ম্মসংস্কার বিনষ্ট হইয়া যায়; পরন্তু, লোকদৃষ্টিতে মাত্র প্রারব্ধ থাকিয়া যায়। জীবন্মুক্তি আর বিদেহমুক্তি-তে প্রকৃতপক্ষে কোনই ভেদ নাই। তরঙ্গযুক্ত চঞ্চল জলরাশি যেমন জল ভিন্ন অপর কিছুই নহে, আবার নিস্তরঙ্গ স্থির জলরাশি যেমন জলই; অথবা প্রবাহিত স্পন্দযুক্ত বায়ু যেমন বায়ু ভিন্ন অপর কিছুই নহে, এবং স্থির নিস্পন্দরূপ বায়ু যেমন বায়ুই,—ইহাদের জল-ত্বে অথবা বায়ু-ত্বে যেমন কোনও ভেদ নাই,—সেইরূপ, জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি-তে কোন ভেদই নাই। অদ্বৈত-তত্ত্বে স্থিত জ্ঞানবান্ পুরুষের স-শরীরী অবস্থার নাম 'জীবন্মুক্তি', আর তাঁহার অ-শরীরী অবস্থাকে 'বিদেহমুক্তি' কহে।

প্রারব্ধ-কর্ম্মজনিত ফলসমূহ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবন্মুক্ত পুরুষ, লোকসকলকে অনুগৃহীত করিয়া অর্থাৎ জ্ঞানোপদেশ দিয়া এবং স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে যেরূপ ধর্ম্মাচরণ করিয়া আসিতেছিলেন, সমুদয় মিথ্যা নিশ্চয় করিয়াও, সেইভাবে অবস্থান করেন। দৃষ্টান্তমুখে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"জ্ঞাত্বাপ্য সর্পং সর্পোত্থং যথা কম্পং ন মুঞ্চতি।
বিধ্বস্তাঽখিলমোহোঽপি মোহকার্য্যং তথাত্মনি॥"

—অর্থাৎ, রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে, রজ্জুকে সর্প নহে বলিয়া জানিলেও, যেমন সর্পভয়-জাত কম্পাদি দূর হয় না,—সেইরূপ সমস্ত মোহ বিনষ্ট হইলেও আত্মাতে মোহকার্য্য থাকিয়া যায়, অর্থাৎ 'আমি কর্ত্তা' এই বোধকে মিথ্যা জানিয়াও জীবন্মুক্ত পুরুষ লোক সকলকে অনুগৃহীত করিবার জন্য 'ব্যবহার-পরায়ণ' থাকেন।

এই লোকানুগ্রহ অর্থাৎ লোকের উপকার তিন প্রকারে সাধিত হয়;—দর্শন দ্বারা, ভজন (ভক্তি) দ্বারা এবং সম্ভাষণ দ্বারা। জীবন্মুক্তকে দর্শন করিলে, লোকের পাপ ক্ষয় হয়; জীবন্মুক্তকে ভজন করিলে অর্থাৎ তাঁহাকে ভক্তি ও সেবা করিলে, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হয়; এবং জীবন্মুক্তের সহিত সম্ভাষণ (জিজ্ঞাসুরূপে বার্ত্তালাপ) করিলে, শ্রেয়ঃস্বরূপ মোক্ষলাভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দর্শনেন পাপক্ষয়ো ভবতি, ভজনেন চোত্তরোত্তরং বৃদ্ধিঃ,
সম্ভাষণেন শ্রেয়ো মোক্ষো ভবতি।" [অজ্ঞান-বোধিনী]

'পঞ্চদশী'তে (১১।২) উক্ত হইয়াছে—

"ব্রহ্মবিৎ পর-মাপ্নোতি শোকস্তরতি চাত্মবিৎ।
রসো ব্রহ্ম রসং লব্ধ্বা-নন্দী ভবতি নান্যথা॥"

—অর্থাৎ, ব্রহ্মবিৎ পরমানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, এবং শোক-মোহ-রূপ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হন। পরমব্রহ্ম রস-স্বরূপ, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া সাধক আনন্দময় হন,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। "সুখেন ব্রহ্ম-সংস্পর্শ-মত্যন্তং সুখ-মশ্নুতে" (শ্রীগীতা, ৬।২৮)—অর্থাৎ, ব্রহ্মসংস্পর্শ হইলে (ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে) চরম সুখ লাভ হয়।

'অষ্টাবক্র'-সংহিতায় কথিত হইয়াছে—

"আত্মবিশ্রান্তি-তৃপ্তেন নিরাশেন গতার্ত্তিনা।
অন্তর্যদনুভূয়েত তৎ কথং কস্য কথ্যতে॥"

—অর্থাৎ, কামনা-মুক্ত পুরুষ আত্মাকে (ব্রহ্মকে নিজস্বরূপকে, নিজপূর্ণতাকে) প্রাপ্ত হইয়া যখন ত্রিবিধ দুঃখের পারে চলিয়া যান, তখন তাঁহার যে তৃপ্তি (আনন্দ) লাভ হয়,—তাহার পরিসীমা নাই, তাহার উপমা নাই, তাহা (সেই সুখ) বলিয়া শেষ করা যায় না। তখন তাঁহার সকল ক্ষুধা, সকল তৃষ্ণা, সকল আকাঙ্ক্ষা চিরতরে মিটিয়া যায়। তিনি সকল ভয়ের অতীত হইয়া যান। "আনন্দো ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" (তৈত্তিরীয় উঃ, ২।৯)।

শ্রুতি বলেন—"বিদুষ. ঐকান্তিকঃ কৈবল্যসিদ্ধিঃ, ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।"—অর্থাৎ, তত্ত্বজ্ঞানীর ঐকান্তিক কৈবল্যসিদ্ধি লাভ হয়, তিনি ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্ম হইয়া যান। "যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তু রমৃত-ত্বঞ্চ গচ্ছতি।"—অর্থাৎ, এই পরমতত্ত্বকে জানিয়া (তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া) জীব মুক্ত হয় এবং পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি, বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।"—অর্থাৎ, তিনি ব্রহ্মাকার-অন্তঃকরণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, বিমুক্ত হইয়াও (স্বভাবতঃই মুক্ত থাকিয়াও) অজ্ঞাননাশ হেতু বিমুক্ত হন বলিয়া কথিত হন। "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, অত্রৈব সমলীয়ন্তে।"—অর্থাৎ, ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণ বাহির হইয়া কোথায়ও যায় না, উহা দেহমধ্যেই সমগ্ররূপে বিলীন হইয়া যায়।

ইহাই বেদান্ত উপাসনার রহস্য, ইহাই শেষ কথা।

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচার-ধারা

অষ্টম প্রবাহ*

"শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে শ্রদ্ধাং মধ্যন্দিনং পরি।
শ্রদ্ধাং সূর্য্যস্য নিম্রুচি শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ নঃ॥"
(ঋগ্বেদ, ১০।১৫১।৫)

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥"
(বৃহঃ উঃ ৪।৪।২১)

"তচ্চিন্তনং তৎ-কথন-মন্যোহন্যং তৎ-প্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বং চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ॥" (পঞ্চদশী, ৭।১০৬)

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥"
(শ্রীগীতা, ৪।৩৭)

সরলার্থঃ। [জ্ঞানং কথং পাপং নাশয়তি ইতি সদৃষ্টান্তং শ্রীভগবান্ অর্জুনং প্রতি আহ.] হে অর্জ্জুন! যথা (যেন প্রকারেণ) সমিদ্ধঃ (সম্যক্ উত্তমরূপেণ ইদ্ধঃ প্রজ্বলিতঃ) অগ্নিঃ (বহ্নিঃ) এধাংসি (কাষ্ঠানি) ভস্মসাৎ (দগ্ধ্বা ভস্মীভূতং) কুরুতে (করোতি), তথা (তেন প্রকারেণ) জ্ঞানাগ্নিঃ (শ্রবণমননাদিভিঃ প্রবর্তিতম্ জ্ঞানম্ এব অগ্নিঃ) সর্বকর্মাণি (সর্বানি সম্পূর্ণানি চ তানি কর্মাণি সর্বকর্মাণি, প্রারব্ধকর্মফলব্যতিরিক্তানি জ্ঞানোৎপত্তেঃ পূর্বম্ অস্মিন্ জন্মনি কৃতানি পশ্চাদ্ভাবীনি অনেকজন্মসঞ্চিতানি চ শুভাশুভফলানি

* "উৎসব" ১৩৪৬ মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র সংখ্যায় এবং ১৩৪৭ আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুণ্যপাপমিশ্ররূপাণি সম্পূর্ণ কর্মাণি। ভস্মসাৎ (ভস্মীভাবং নির্বীজী) কুরুতে (নয়তি)।

অর্থ।—[জ্ঞান কিরূপে পাপকে নাশ করে, তাহা দৃষ্টান্তের সহিত শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন]—হে শুদ্ধস্বভাব নিষ্পাপ অর্জ্জুন! সূক্ষ্ম কাষ্ঠাদি হইতে প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন সমস্ত কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপে শ্রবণমননাদির অভ্যাস হইতে উৎপন্ন উদ্দীপ্ত জ্ঞানাগ্নিও (প্রারব্ধকর্ম্মফল ব্যতীত) পুণ্য-পাপ-মিশ্রিতরূপ সঞ্চিত এবং জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে বর্ত্তমান দেহে কৃত এবং জ্ঞানলাভের পর এই দেহ দ্বারা যাহা কৃত হইবে (আগামী)—সমুদায় কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে।

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—"সামর্থ্যাৎ যেন কর্মণা শরীর মারব্ধং তৎ প্রবৃত্তফলত্বাৎ উপভোগেন এব ক্ষীয়তে। অতো যানি অপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্কৃতানি জ্ঞানসহভাবীনি চ অতীতানেকজন্মকৃতানি চ তানি এব সর্বাণি ভস্মসাৎ কুরুতে।"

—অর্থাৎ, যে কর্ম্মফল হইতে বর্ত্তমান দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কর্ম্ম ফলদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে; অতএব, উপভোগ দ্বারাই উক্ত কর্ম্মের অবসান হইবে। সুতরাং এই জন্মে জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে কৃত, এবং জ্ঞানসহ কৃত অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের পরে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত কৃত, এবং অতীত বহুজন্মের কৃত যে সকল কর্ম্ম ফলদানে প্রবৃত্ত হয় নাই, —ঐ সকল কর্ম্মকে জ্ঞানাগ্নি ভস্মসাৎ করে।

শ্রীশঙ্করানন্দ যতিবর বলেন,—"প্রারব্ধকর্মণো ভোগৈকনাশ্যত্বাৎ তদ্বিনা জ্ঞানোৎপত্তেঃ পূর্বভাবীনি পশ্চাদ্ভাবীনি চ বহুজন্মসঞ্চিতানি চ ইতি এবং রূপাণি সর্বাণি কর্মাণি ভস্মসাৎ করোতি ক্ষণাৎ ভস্মীকরোতি।"

—অর্থাৎ, প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ দ্বারাই নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব প্রারব্ধ কর্ম্ম ভিন্ন এই জন্মে জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে কৃত, এবং জ্ঞানোদয়ের পরে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত কৃত, এবং অতীত বহুজন্মের সঞ্চিত, —এইরূপ কর্ম্মসমূহকে জ্ঞানাগ্নি ভস্মীভূত করে অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রকার কর্ম্মসমূহ ভস্মসাৎ হইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যতিবর শ্রীমধুসূদন সরস্বতী বলেন—"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি পাপানি পুণ্যানি চ অবিশেষেণ প্রারব্ধফলভিন্নানি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা তৎকারণাজ্ঞানবিনাশেন বিনাশতি।"

—অর্থাৎ, অজ্ঞানবশেই জীব সকাম কর্ম্ম করিয়া পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্মফলে আবদ্ধ হয়। জ্ঞানাগ্নি কর্ম্মকারণ অজ্ঞানকে সমূল নষ্ট করে। অতএব, জ্ঞানাগ্নি পাপপুণ্যময় সর্ব্ববিধ কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ করে। কেবল প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকিয়া যায়। যেহেতু, ফলদানে প্রবৃত্ত প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ দ্বারাই ক্ষয় হইয়া থাকে।

শ্রীধরস্বামী বলেন,—"আত্মজ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিঃ প্রারব্ধকর্মফল-ব্যতিরিক্তানি সর্বাণি কর্মাণি ভস্মাকরোতি।"

—অর্থাৎ, আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি প্রারব্ধকর্ম্মফল ব্যতীত (সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ) সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে।

"কর্মাণি প্রারব্ধাৎ অন্যানি" ইতি নালকণ্ঠঃ। অর্থাৎ, এস্থলে কর্ম্মশব্দের অর্থ প্রারব্ধ ব্যতীত অন্যান্য সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম।

সুতরাং, জানা গেল যে, জ্ঞান লাভ হইলে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মের নিবৃত্তি হয়। 'শ্রুতি' বলিতেছেন—"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" অর্থাৎ, যিনি পরাবর (নির্গুণ-সগুণ) ব্রহ্মাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাঁহার প্রারব্ধফলাতিরিক্ত কর্ম্ম-সমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

এখন শেষ রহিল প্রারব্ধ কর্ম্ম। ইহা শরীরের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইবে। এই শরীরই ত প্রারব্ধরূপ। যতকাল এই শরীর বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ, স্থূলদেহ দ্বারা, সূক্ষ্ম-দেহরূপ অন্তঃকরণ ভোগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ, যে সকল কর্ম্মের বিপাকবশতঃ এই দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই প্রারব্ধ-ফল কর্ম্ম; দেহের বিনাশ হইলেই তাদৃশ কর্ম্মের বিলোপ হয়। কেবল যে সকল কর্ম্ম এখনও ফলোন্মুখ হয় নাই, অথচ সূক্ষ্মরূপে দেহে অবস্থান করিতেছে, জ্ঞান দ্বারা তাদৃশ কর্ম্মই বিনষ্ট হয়।

কর্ম্ম তিন প্রকার; (১) সঞ্চিত, (২) প্রারব্ধ, এবং (৩) ক্রিয়মাণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) অনেক অতীত জন্মে কৃত পুণ্য-পাপাদি কর্ম্ম যাহা ভোগ হয় নাই, এবং যাহা সংস্কাররূপে অজ্ঞানের সহিত সূক্ষ্ম শরীরে সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাই 'সঞ্চিত কর্ম্ম'।

(২) বহু জন্মের কৃত সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যে যে কর্ম্ম দ্বারা এই বর্ত্তমান দেহ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহা দ্বারা এই শরীরে সুখ-দুঃখ প্রাপ্তি হয়, তাহাই 'প্রারব্ধ কর্ম্ম'।

(৩) জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে ও জ্ঞানোদ্বয়ের পরে দেহপাত পর্য্যন্ত এই বর্ত্তমান দেহ দ্বারা কৃত পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্মকে 'ক্রিয়মাণ কর্ম্ম' বলে।

সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহের মধ্যে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। "তৎ যথা পুষ্কর-পলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবম্ এবংবিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যতে।" "তদ্ যথা ঈষীকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়তে এবং হাস্য সর্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে।" "উভে ইহ এব এষ.এতে তরতি।"—ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ এবং "তদধিগম উত্তরপূর্বাঘয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ তদ্ ব্যবদেশাৎ।" "ইতরস্য অপি এবম্ অশ্লেষঃ পাতে তু।" "অনারব্ধ কার্যে এব তু পূর্বে তৎ অবধেঃ।"—ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রসমূহ, এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। [এখানে পাপ শব্দে পাপ-পুণ্যাত্মক উভয়বিধ কর্ম্মই জানিতে হইবে। 'যত্রাপি কেবল এব পাপ্মশব্দঃ পঠ্যতে তত্রাপি তেনৈব পুণ্যমপি আকলিতম্ ইতি দ্রষ্টব্যম্।' (ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকায়াম্)] আর সুখদুঃখ-ভোগরূপ তৃতীয় প্রারব্ধ-কর্ম্মের আধার 'শরীর'। বর্ত্তমান শরীরে প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ হয়। এই ভোগ-ব্যাপারে স্থূলদেহ ভোগায়তন (ভোগের আশ্রয়); ইন্দ্রিয়সমূহ ভোগ-সাধন; চিদাভাস-সংযুক্ত অন্তঃকরণ সুখদুঃখভোগরূপ প্রারব্ধ-কর্ম্মের ফলভোক্তা। প্রারব্ধ-কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত নিবৃত্ত হয় না। "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটি-শতৈরপি" ইতি শ্রুতেঃ। জ্ঞানী অথবা অজ্ঞানী, সকলেরই দেহ, প্রারব্ধ-কর্ম্ম ভোগের জন্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং, প্রারব্ধকর্ম্মের ফলরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখদুঃখ ভোগ না করিয়া কাহারও নিষ্কৃতি নাই। যে কর্ম্মফলদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারই নাম 'প্রারব্ধ-কর্ম্ম'; তাহা ফল না দিয়া শান্ত হইবার নয়। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সংপৎস্যে" ইতি শ্রুতেঃ, "ভোগেন তু ইতরে ক্ষপয়িত্বা সংপদ্যতে" ইতি ব্রহ্মসূত্রাৎ চ।

যেমন, কোন ধনুর্দ্ধারী নিজের তীর-নিক্ষেপ-কুশলতা পরীক্ষার জন্য কোন বৃক্ষের কোন পত্রকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিল। তীর পত্রকে ঠিকমত ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। সেই সময় উক্ত ধনুর্দ্ধারী বিচার করিল যে, তীর আর দূরে না যায় ত উত্তম। কিন্তু, তাহার এই বিচার নিরর্থক, বৃথামাত্র; যেহেতু, তীর নিজ বেগ পর্য্যন্ত গিয়া তবে শান্ত হইবে, হাজার বিচার করিলেও তৎপূর্ব্বে তীর থামিবে না। হাঁ, তাহার তূণীরে যে সকল বাণ শেষ আছে, তাহাতে তাহার পূর্ণ অধিকার, তাহা সে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু যে বাণ তাহার হাত হইতে চলিয়া গিয়াছে, তাহা নিবৃত্তি করিবার শক্তি তাহার নাই। সেইরূপ, জ্ঞানি-পুরুষ নিজের সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহকে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা নাশ করিতে সমর্থ বটে, কিন্তু ভোগদানে প্রবৃত্ত প্রারব্ধ-কর্ম্মকে, নিক্ষিপ্ত বাণের মত, তিনি নিবৃত্ত করিতে পারেন না।

'পঞ্চদশী'-তে কথিত হইয়াছে,—

"অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্ যদি।
তদা দুঃখৈ র্ন লিপ্যেরন্ নল-রাম-যুধিষ্ঠিরাঃ।"

—অর্থাৎ, অবশ্যফলদায়ী প্রারব্ধ-কর্ম্মকে নাশ করিবার যদি কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে রাজা নল, ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠির, এবং মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখ ভোগ করিতেন না। অর্থাৎ নল, রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির—ইঁহারা জ্ঞানবান্ হইয়াও স্ব স্ব প্রকৃতির অনুগমন করতঃ (দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া, মায়ামৃগের অনুসরণ করিয়া) দুঃখে পতিত হইয়াছিলেন—প্রারব্ধ এইরূপ অপরিহার্য্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং, জ্ঞানী হউন বা অজ্ঞানী হউন, প্রারব্ধ ভোগ না করিয়া কাহারও নিষ্কৃতি নাই। হাঁ, জ্ঞানোদয়ে জ্ঞানী পুরুষকে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম ভোগ করিতে হয় না।

কথিত হইয়াছে,—

"প্রারব্ধং ভোগতো নশ্যেৎ, শেষং জ্ঞানেন দহ্যতে।
শারীরং দ্বিতরং কর্ম তদ্দ্বেষিপ্রিয়বাদিনোঃ ॥"

—অর্থাৎ, 'প্রারব্ধ-কর্ম্ম' ভোগ দ্বারা নষ্ট হয়, এবং অবশিষ্ট সঞ্চিত কর্ম্ম জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধ হইয়া যায়। আর জ্ঞানী পুরুষের দেহযোগে যে সকল 'ক্রিয়মাণ কর্ম্ম' হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে তাহা তাঁহার দ্বেষী ও ভক্তগণ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি জ্ঞানী পুরুষকে নিন্দা করে, হিংসা করে, অপমান করে, সে জ্ঞানবানের পাপকর্ম্ম গ্রহণ করে; আর যে ব্যক্তি তাঁহার সেবা ও শুশ্রূষা করে, তাঁহাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সেবা করে, সে জ্ঞানী পুরুষের পুণ্যকর্ম্মের ভাগী হয়। "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যম্" ইতি শ্রুতেঃ। এইরূপে জ্ঞানী পুরুষ সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া, দেহপাত পর্য্যন্ত প্রারব্ধের দ্রষ্টারূপে জীবন্মুক্তি-সুখাস্বাদন করিয়া কালাতিপাত করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে বলিতেছেন—

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে র্জ্ঞানবানপি ॥" (৩।৩৩)

সরলার্থঃ। জ্ঞানবান্ (জ্ঞানং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যতে যস্য সঃ জ্ঞানবান্ ব্রহ্মবিদ্) অপি [নরঃ] স্বস্যাঃ (স্বকীয়ায়াঃ) প্রকৃতেঃ (পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যপাপকর্মসংস্কারাধীন স্বভাবস্য) সদৃশম্ (অনুরূপং) চেষ্টতে (চেষ্টাং কুরুতে) [কিং পুনঃ মূর্খঃ 'পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ' ইতি ন্যায়াৎ]।

অর্থ। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধর্ম্মাধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত যে সংস্কার মনুষ্যের হৃদয়ে জাগরূক থাকে, তাহার নাম 'প্রকৃতি'। এই প্রকৃতির অধীন হইয়া জ্ঞানবান্ পুরুষও অনুরূপ কার্য্যের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—'সদৃশম্ অনুরূপং চেষ্টতে। কস্যাঃ ? স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ। প্রকৃতির্নাম পূর্ব্বকৃত-ধর্ম্মা ধর্ম্মাদিসংস্কারঃ বর্ত্তমান জন্মাদৌ অভিব্যক্তঃ সা প্রকৃতিঃ তস্যাঃ সদৃশম্ এব সর্ব্বঃ জন্তুঃ জ্ঞানবান্ অপি'। অর্থাৎ, সমস্ত প্রাণী এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যপাপময় কর্ম্মসংস্কার বর্ত্তমান জন্মে প্রকট হয়, এই সংস্কারকে 'প্রকৃতি' বলে। এই প্রকৃতির অনুসারেই জ্ঞানবান্ পুরুষও সমস্ত কার্য্যের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

শ্রীধরস্বামী বলেন—'প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারাধীনস্বভাবঃ, স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশম্ অনুরূপমেব গুণদোষং জ্ঞানবানপি চেষ্টতে।' অর্থাৎ—পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত সংস্কারের অধীন স্বভাবকে 'প্রকৃতি' বলে। স্বকীয় এই প্রকৃতির (স্বভাবের) অনুরূপ গুণদোষময় কর্ম্মের চেষ্টা জ্ঞানবানও করিয়া থাকেন।

অভিনবগুপ্তাচার্য্য বলেন—'যোঽপি চ জ্ঞানী ন তস্য ব্যবহারে ভোজনাদৌ বিপর্যাসঃ কশ্চিৎ। অপি তু সোঽপি সত্ত্বাদি উচিতমেব চেষ্টতে।' অর্থাৎ—জ্ঞানী পুরুষের ভোজনাদি ব্যবহারে কখনও বিপর্যাস হইতে পারে না, অর্থাৎ অসাত্ত্বিক ভোজন গ্রহণ জ্ঞানী ব্যক্তি দ্বারা কখনও সম্ভবে না। তিনিও স্বীয় সাত্ত্বিক গুণানুযায়ী সাত্ত্বিক কর্ম্ম চেষ্টা করিয়া থাকেন।

পণ্ডিতবর নীলকণ্ঠ বলেন—'স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ স্বকীয়স্য প্রাগ্-ভবীয় ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কারস্য সদৃশম্ অনুরূপং জ্ঞানবানপি চেষ্টতে।' অর্থাৎ, পূর্ব্বজন্মকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত নিজ প্রকৃতি অনুসারে জ্ঞানবান্ পুরুষও সমস্ত কর্ম্মের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

এই স্থলে 'প্রকৃতি' জ্ঞানবানের 'স্বভাব'। তাঁহার স্বভাব সাধন-কালেই শুদ্ধ হইয়া যায়; সুতরাং তাঁহার চেষ্টা পাপরূপ হইতে পারে না। সাধনকালে নিষ্কাম কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা তাঁহার স্থূল পাপের নিবৃত্তি হয়; আর তাঁহার 'বুদ্ধিদোষ'-রূপ সূক্ষ্ম পাপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(অ-সম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা, যাহা পঞ্চদশীতে প্রজ্ঞামান্দ্য, কুতর্ক, বিপর্য্যয় ও দুরাগ্রহ নামে বিবৃত হইয়াছে) চিরন্তন বিচার দ্বারা নিবৃত্ত হয়। অসম্ভাবনার অর্থ প্রমাণগত ও প্রমেয়গত সংশয়। বেদান্তশাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদন করা হইয়াছে, কি অভেদ প্রতিপাদন করা হইয়াছে, এইরূপ সংশয়ের নাম 'প্রমাণগত সংশয়' ; আর জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সত্য কি অভেদ সত্য, এইরূপ সংশয়কে 'প্রমেয়গত সংশয়' বলে। 'বিপরীত ভাবনা'র অর্থ জীব ও ব্রহ্মের ভেদই সত্য এবং দেহাদি প্রপঞ্চ সত্য, এইরূপ বিপরীত নিশ্চয়। 'তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী কে ?'—ইহা ব্যাখ্যা করিবার সময় 'শ্রুতি' বলিতেছেন—

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্ নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥"

(কঠ, উপ, ১।২।২৪)

—অর্থাৎ, যে ব্যক্তি শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপ হইতে নিবৃত্ত হয় নাই, যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত নহে অর্থাৎ যে অসংযমী, ইন্দ্রিয়ভোগরত, যাহার চিত্ত সমাহিত (স্থির) নহে, অর্থাৎ যে একাগ্রতারহিত চঞ্চল-চিত্ত, অথবা যে ফলকামনায় আসক্ত,—এরূপ ব্যক্তি কেবল বাহ্যজ্ঞান দ্বারা (বহু বেদান্তশাস্ত্রাদি পাঠ ও বিচার দ্বারা) আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ আত্মাকে চৈতন্যস্বরূপে প্রাপ্ত হইতে পারে না।

'পঞ্চদশী'-কার বলেন—

"অশাস্ত্রীয়মপি দ্বৈতং তীব্রং মন্দমিতি দ্বিধা।
কামক্রোধাদিকং তীব্র মনোরাজ্যং তথেতরম্ ॥ ৪৯।
উভয়ং তত্ত্ববোধাৎ প্রাঙ্ নিবার্য্যং বোধসিদ্ধয়ে।
শমঃ সমাহিতত্বং চ সাধনেষু শ্রুতং যতঃ ॥" ৫০ ॥

—(দ্বৈতবিবেক প্রকরণ)

—অর্থাৎ, অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দ্বিবিধ; (১) তীব্র, (২) মন্দ। কামক্রোধাদি রিপুকুলকে 'তীব্র দ্বৈত' বলে ; আর মনোরাজ্যকে—মনের সংকল্প-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকল্পকে—মনশ্চাঞ্চল্যকে 'মন্দ দ্বৈত' বলে। বোধসিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য এই উভয়বিধ (অশাস্ত্রীয়) দ্বৈতকে তত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই নিবারণ করা কর্ত্তব্য। কারণ, গুরু ও শাস্ত্রমুখে এরূপ শুনা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধনসমূহের মধ্যে মন ও ইন্দ্রিয়-গণকে বশীভূত রাখা এবং চিত্তকে সমাহিত করা আবশ্যক।

মহাভারতে কথিত হইয়াছে—'জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ'। মনুষ্যের পাপসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেই তবে তাহার জ্ঞানোদয় হয়।

সুতরাং, প্রারব্ধভোগার্থ বা লোকসংগ্রহার্থ জীবন্মুক্তের দ্বারা যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া মনে হয়, তাহা শাস্ত্রসঙ্গত, ন্যায়যুক্ত ও পুণ্যময় হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; তাঁহার দ্বারা কোন প্রকার শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা পাপময় কার্য্য হইতে পারে না, হওয়া স্বভাব-বিরুদ্ধ, অসম্ভব। শুদ্ধস্বভাবে অশুচি কিরূপে আসিবে?

প্রারব্ধবশে জীব পাপাচরণে বাধ্য হয়, এ-কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহাকে সিদ্ধান্ত মানিলে বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্র বৃথা হইয়া যায়, এবং জীব কোন কালেও পাপ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না। পাপের ফল পাপ, পুনঃ পাপের ফল পাপ,—এই অনবস্থা দশায় জীবের পাপ হইতে উদ্ধার পাইবার আর কোন আশা থাকে না।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

'ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥'

—(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩।৩৪)

সরলার্থঃ। ইন্দ্রিয়স্য (শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়স্য) ইন্দ্রিয়স্য (বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়স্য) অর্থে (শব্দাদৌ বচনাদৌ চ বিষয়ে) রাগ-দ্বেষৌ (রাগঃ অনুকূলে রূপাদিবিষয়ে আসক্তিঃ প্রীতিঃ রাগঃ চ দ্বেষঃ চ প্রতিকূলে রূপাদিবিষয়ে বিরাগঃ অপ্রীতিঃ দ্বেষঃ চ রাগদ্বেষৌ, প্রীতিবিরাগৌ) ব্যবস্থিতৌ (বিশেষেণ অবস্থিতৌ বর্ত্তমানৌ অবশ্য-ম্ভাবিনৌ নিত্যসম্বন্ধৌ) [ভবতঃ]। [অতঃ মুমুক্ষোঃ] তয়োঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(রাগদ্বেষয়োঃ) বশম্ (অধীনম্) ন আগচ্ছেৎ (প্রাপ্নুয়াৎ), রাগদ্বেষবশবর্ত্তী ন ভবেদিতি ভাবঃ। হি (যস্মাৎ) তৌ (রাগদ্বেষৌ) অস্য (মুমুক্ষোঃ পুরুষস্য) পরিপন্থিনৌ (বিরোধিনৌ কল্যাণমার্গস্য বিঘ্নকর্ত্তারৌ স্তঃ)। অত্র তু ভগবতঃ রাগদ্বেষপরিত্যাগোপদেশাৎ বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রানুসরণে পুরুষস্য স্বাতন্ত্র্যম্ সিদ্ধং ভবতি॥

অর্থ। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ (প্রীতি) এবং প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী; তথাপি ঐ রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইবে না; যেহেতু রাগ আর দ্বেষই মুমুক্ষুর পরম শত্রু।—যদি মনুষ্য প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া পাপাচরণে বাধ্য হইত, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ রাগদ্বেষের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মনুষ্যকে আদেশ দিতেছেন কেন? শাস্ত্রার্থ-বিবেক দ্বারা রাগ-দ্বেষ (যাহা যাবতীয় অনর্থের মূল) জয় করিয়া প্রকৃতির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, এই কারণেই শ্রীভগবান্ এইরূপ আদেশ করিতেছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৩।৪১)—

'তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥'

সরলার্থঃ। অতঃ হে **ভরতর্ষভ**! শুদ্ধভরতবংশপ্রসূত অর্জুন! **তস্মাৎ** কামাদীনামাশ্রয়ত্বাৎ **ত্বম্ আদৌ** মোহনাৎ পূর্বমেব **ইন্দ্রিয়াণি** জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়াণি সর্বাণি মনো বুদ্ধিং চ **নিযম্য** বশীকৃত্য **জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং** জ্ঞানং শাস্ত্রতঃ আচার্যতঃ আত্মবিষয়াববোধঃ চ বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনপরিপাকজঃ আত্মানুভবঃ চ জ্ঞানবিজ্ঞানে, তে নাশয়তি যঃ স জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনঃ, তং জ্ঞানবিজ্ঞানবিধ্বংসকং **পাপ্মানং** সর্বপাপমূলভূতং পাপিষ্ঠম্ **এনং** কামরূপং শত্রুম্ **হি** সর্বপ্রযত্নেন নিশ্চয়েন **প্রজহি** প্রকর্ষেণ নাশয়, আত্মনঃ সকাশাৎ পরিত্যজ, সংকল্পং ন কুর্য্যাৎ. সংকল্পিতং বা ন নিশ্চিনুয়াৎ ইতি ভাবঃ॥ কামজয়ে মনুষ্যঃ শক্তশ্চেৎ ভগবদাদেশঃ।

অর্থ। অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! তুমি প্রথমে (রাগদ্বেষাদিরূপ কামের আশ্রয়স্বরূপ) ইন্দ্রিয়গুলিকে (জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন ও বুদ্ধিকে) সংযত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিনাশক পাপস্বরূপ কামকে বিনাশ কর, পরিত্যাগ কর (কামের পরিত্যাগেই কামের বিনাশ), অর্থাৎ সংকল্প করিও না, কিম্বা সংকল্পিত বিষয়ে নিশ্চয়ও করিও না।—যদি কাম জয় করিবার শক্তি মনুষ্যের মধ্যে না থাকে, তবে শ্রীভগবান্ এইরূপ বলিবেন কেন ?

যাহারা পাপকর্ম্মে রত হইয়া প্রারব্ধের উপর দোষারোপ করে, এবং সমর্থনের নিমিত্ত শ্রীভগবদ্বাক্য 'সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতে জ্ঞানবানপি। প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥' —এই শ্লোকের উল্লেখ করে (দোহাই দেয়), তাহারা মহাপাপী, মহাশঠ, মহাধূর্ত্ত, মিথ্যাচারী ও প্রবঞ্চক। **পাপ প্রারব্ধ দ্বারা হয় না, পাপ বিষয়াসক্তি হইতে হয়।** এইরূপ বিষয়াসক্ত, পৃথিবীর ভার-স্বরূপ, তথাকথিত ধূর্ত্ত জীবন্মুক্ত জ্ঞানী পুরুষদের লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে—

'সর্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সংপ্রাপ্তে তু কলৌ যুগে।
নানুতিষ্ঠন্তি মৈত্রেয় শিশ্নোদর-পরায়ণাঃ॥'

—হে মৈত্রেয়! কলিযুগ আসিলে ব্যভিচারী ও ঔদরিক ধূর্ত্ত লোকেরা কোন প্রকার সাধন-ভজন করিবে না; পরন্তু, ব্রহ্মজ্ঞানী সাজিয়া ব্রহ্ম বিষয়ে বার্ত্তালাপ করিবে।

জ্ঞানোপদেষ্টা গুরু যিনি, তিনি জ্ঞানী অথবা অজ্ঞানী ? যদি গুরুকে অজ্ঞানী স্বীকার করা হয়, তবে স্বয়ং অজ্ঞানী হইয়া তিনি অপরকে জ্ঞানোপদেশ কিরূপে করিবেন ? অর্থাৎ অজ্ঞানী পুরুষ জ্ঞানোপদেষ্টা হইতে পারেন না। 'তত্ত্বহীনাৎ কুতো বোধো, কুতো-ঽধ্যাত্ম-পরিগ্রহঃ।' 'কিং শিলা তারয়েৎ শিলাম্।' যদি গুরুকে জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে জ্ঞানী-গুরু দেহ বিনা কিরূপে উপদেশ করিবেন ? দেহ প্রারব্ধ-কর্ম্মের ফল; সুতরাং দেহ বর্ত্তমান থাকিতে প্রারব্ধ-কর্ম্মের নিবৃত্তি সম্ভবে না। অতএব, স্বীকার করিতে হয় যে, প্রারব্ধ-কর্ম্মের সহিতই উপদেষ্টা গুরুর দেহ বিদ্যমান থাকে। ইহা দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, **জ্ঞান প্রারব্ধ-কর্ম্মের বিরোধী নহে।**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি জ্ঞানকে প্রারব্ধ-কর্ম্মের বিরোধী স্বীকার করা হয়, তবে জ্ঞান-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই, প্রারব্ধ-কর্ম্ম নাশ হওয়াতে, গুরুর দেহেরও নাশ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেহের নাশ অবশ্যম্ভাবী হইলে, উপদেষ্টা গুরুরও অভাব হয়; এবং জ্ঞানোপদেষ্টা গুরুর অভাবে জ্ঞানিসম্প্রদায়েরও লোপ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

যাজ্ঞবল্ক্য, উদ্দালক, বশিষ্ঠ, পরাশর, বীতহব্য, বেদব্যাস, শুকদেব, গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ, শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার শিষ্যচতুষ্টয় প্রভৃতি অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠ মহাপুরুষদিগকে জ্ঞানসম্প্রদায় প্রবর্ত্তকরূপে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিতে বহুস্থলে বর্ণিত দেখা যায়। তদ্রূপ জনক, ভগীরথ, শিখিধ্বজ, প্রহ্লাদ, বলী প্রভৃতি মহানুভব মহারাজগণও অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠাপ্রভাবে, জীবন্মুক্ত ছিলেন, রামায়ণ-যোগবাশিষ্ঠ-মহাভারতাদি গ্রন্থে এ-কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি জ্ঞানোদয়ে প্রারব্ধের নাশ হইত, তাহা হইলে যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষি এবং জনকাদি রাজন্যবর্গকে 'জীবন্মুক্ত' বলা হইত না। আত্মাকে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, স্বয়ংপ্রকাশ, কূটস্থ, সাক্ষী, দ্রষ্টা, অদ্বিতীয়, অনন্ত, অখণ্ড, অসঙ্গ, অদ্বৈত, অকর্ত্তা, অভোক্তা, অব্যয়, অক্ষর, নির্ব্বিকার, নিরাকার, নিরঞ্জন, সচ্চিদানন্দস্বরূপ জানিয়াও প্রারব্ধ-কর্ম্মের ফলে যিনি সদেহরূপে বিদ্যমান, তিনিই ত 'জীবন্মুক্ত'। অর্থাৎ দেহাদি প্রপঞ্চের প্রতীতির সহিত ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত মহাপুরুষই 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া বিখ্যাত। কথিত হইয়াছে—

'যদি ন স্যাদবিদ্যাখ্য-মিদং কপট-নাটকম্।
কথং লভেত বিশ্বাত্মা জীবন্মুক্তি-মহোৎসবম্॥'

—যদি অবিদ্যাখ্য এই কপট সংসার-নাটক ভাসিয়া না উঠিত, তবে বিশ্বাত্মা জীবন্মুক্ত-মহোৎসব কিরূপে লাভ করিতেন?

'অদ্বৈতং ন সদেহেঽস্তি বিদেহে দ্বৈতমস্তি ন।
জীবন্মুক্তস্য নানাত্বম্ অস্য দ্বৈত-মহোৎসবঃ॥'

—আত্মা স-দেহ হইলে অদ্বৈত নাই, আবার আত্মা বি-দেহ হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বৈত নাই। সুতরাং, জীবন্মুক্ত অবস্থায় নানারূপে লীলাতৎপর হওয়াই আত্মার দ্বৈত মহোৎসব।

'সদেহস্য বিদেহত্বং যদি ন স্যাৎ তদা বদ।
জনকস্য সদেহস্য কথং প্রোক্তা বিদেহতা॥'

—দেহবানের বিদেহতা যদি অসম্ভব হয়, তবে বল দেখি, সদেহ জনকের বিদেহতা কিরূপে কথিত হইয়াছে?

'তস্মাদীশ্বর-লীলেয়ং ক্বচিদীশ্বররূপিনী।
জীবন্মুক্তি র্মহামুক্তেঃ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিনী॥'

অতএব, ঈশ্বররূপী মহাপুরুষগণের এই জীবন্মুক্তি-লীলা ঈশ্বরেরই লীলা। এই জীবন্মুক্তি-লীলা মহামুক্তির সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

'নানৃতাৎ পাতকং পরম্।'—অসত্যভাষণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট পাপ আর নাই, অর্থাৎ অসত্যভাষণ মহাপাপ॥ এই ন্যায়ানুসারে যে ব্যক্তি দেহকেই আত্মা বলে, সে অসত্যভাষী—মহাপাপী। দেহ পঞ্চভূতের কার্য্য, আত্মা পঞ্চভূতের কারণ; দেহ দৃশ্য, আত্মা দ্রষ্টা; দেহ বিকারী, আত্মা অবিকারী; দেহ অনিত্য, আত্মা নিত্য; দেহ জড়, আত্মা চেতন (জ্ঞানস্বরূপ); দেহ পরিচ্ছিন্ন ও সাবয়ব, আত্মা পরিপূর্ণ ও নিরবয়ব; দেহ অশুচি, দুর্গন্ধময় ও মলমাংসমূত্র-রুধিরাদিবিকারপূর্ণ,—আত্মা শুদ্ধ, নির্ম্মল, বিকাররহিত ও আনন্দ-ঘন। সুতরাং দেহ ও আত্মার লক্ষণ পরস্পর বিভিন্ন ও বিপরীত হওয়াতে আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র। ইহা সকলেরই অনুভব-সিদ্ধ। ইহা জানিয়াও যে নিজকে দেহরূপই জানে ও মানে, সে মহাপাপী।

কথিত হইয়াছে—

'দেহাভিমানাৎ যৎ পাপং ন তদ্ গোবধকোটিভিঃ।
প্রায়শ্চিত্তাদ্ ভবেৎ শুদ্ধিঃ নৃণাং গোবধ কারিণাম্॥'

—অর্থাৎ, দেহকে আত্মা বলিয়া জানিলে দেহাভিমানী পুরুষের যে পাপ হয়, তাহা শতলক্ষ গোবধ করিলেও হয় না। গো-হত্যাকারীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপের শুদ্ধির জন্য শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত করিলে গো-হত্যাকারীও পাপমুক্ত হইয়া শুদ্ধ হইতে পারে, (কিন্তু দেহাভিমানীর শুদ্ধির জন্য শাস্ত্রে কোনও প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই)।

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—'দেহাত্মবুদ্ধিজং পাপং ন তদ্ গোবধ-কোটিভিঃ'। অর্থাৎ, নিজেকে দেহরূপ মানিলে এরূপ ভীষণ পাপ হয় যে, কোটি গোহত্যা করিলেও তত পাপ হয় না, অর্থাৎ দেহাভিমানী পুরুষের পাপ কোটি গোহত্যাকারীর পাপ হইতেও অধিক।

জাতি, বর্ণ প্রভৃতি দেহধর্ম্মকে যে আত্মধর্ম্ম বলিয়া মানে, তাহাকেই দেহাভিমানী বলে, সেই মহাপাপী এবং সে সদা আবদ্ধ থাকে। শাস্ত্রে তাহাকে চর্ম্মদৃষ্টিকারী 'চামার' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি জাতি বর্ণ প্রভৃতিকে আত্মধর্ম্ম বলিয়া মানে না, পরন্তু নিজ আত্মাকে অসঙ্গ, অচ্যুত, নিত্যমুক্ত, শুদ্ধ ও নির্ম্মল বলিয়া জানে, সে নিত্যই মুক্ত থাকে। 'মুক্তাভিমানী মুক্তো হি।'

বন্ধনের কারণ দেহাভিমান। যাহার যেরূপ নিশ্চয়, সে সেরূপ ফল লাভ করে। 'যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ।' ব্রাহ্মণোঽহং, ক্ষত্রিয়োঽহং, বৈশ্যোঽহম্, শূদ্রোঽহম্—আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র,—এইরূপ যাহার যেরূপ অভিমান হয়, সে সেরূপ কর্ম্মরত হইয়া তাহার ফল ভোগ করে এবং জন্ম হইতে জন্মান্তরে ছুটিতে থাকে। এরূপ ব্যক্তিই বদ্ধমানব। 'বদ্ধো বদ্ধাভিমানী স্যাৎ।'

বায়ু, পিত্ত, কফের সম্মিলনকে 'সন্নিপাত' বলে; ইহা মহাদোষ—ত্রিদোষ নামেও কথিত হয়। সন্নিপাতগ্রস্ত ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এরূপ, অহংতা মমতারূপ বুদ্ধিযুক্ত দেহাভিমানী পুরুষও মহাদোষী—সান্নিপাতগ্রস্ত; সে বার বার জন্মমৃত্যু-প্রবাহে পতিত হয়—জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখের নিবৃত্তি তাহার কোন কালে হয় না। দেহাভিমান পাপেই জীব বদ্ধ থাকে; 'বোধোঽহং জ্ঞানখড়্গেন' এই পাশ ছিন্ন করিয়া সে মুক্তানন্দে স্থিতিলাভ করে। গুরুশাস্ত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপায় যে ব্যক্তি দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ নিশ্চয় করিয়া নিজকে 'সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম' বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছে, সে মহাভাগ্যবান্—মহাপুণ্যবান্। ব্রহ্মবিচারের মহিমা "সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী"-তে এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

'স্নাতং তেন সমস্ততীর্থসলিলে দত্তা চ সর্ব্বাবনিঃ,
যজ্ঞানাং চ কৃতং সহস্রমখিলা দেবাশ্চ সংপূজিতাঃ।
সংসারাচ্চ সমুদ্ধৃতাঃ স্বপিতর স্ত্রৈলোক্যপূজ্যোঽপ্যসৌ,
যস্য ব্রহ্মবিচারণে ক্ষণমপি স্থৈর্য্যং মনঃ প্রাপ্নুয়াৎ॥'

—অর্থাৎ, ব্রহ্মবিচারে (আত্মার ব্রহ্মরূপতা বিচার করিয়া) যে পুরুষের মন ক্ষণমাত্রও স্থির হয়, তাঁহার গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল লাভ হয়; তাঁহার সমস্ত পৃথিবী দানের ফল, সহস্র যজ্ঞসম্পাদনের ফল, সমস্ত দেবপূজার ফল, এবং সমুদয় পিতৃপুরুষকে তৃপ্ত করার ফল লাভ হয়। তাঁহার পুণ্য প্রভাবে তাঁহার পিতৃপুরুষগণ সদ্গতি প্রাপ্ত হন এবং তিনি স্বয়ং ত্রিলোকের পূজ্য হন।

ক্ষণমাত্রের ব্রহ্মবিচারের ফল যখন এইরূপ, তখন যে পুরুষ মোহাধ্যাস ত্যাগ করিয়া নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছেন, এবং পুনঃ পুনঃ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অভ্যাস দ্বারা যাঁহার বৃত্তি ব্রহ্মাকারা হইয়াছে, তিনি মহাপুণ্যবান্। "আত্মাঽহং বুদ্ধিজং পুণ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।" 'আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা' এইরূপ ব্রহ্মবুদ্ধিনিষ্ঠ ব্যক্তির পুণ্য অপরিসীম, অতুলনীয় অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ 'পুরুষের পুণ্যের তুল্য পুণ্য কোন কর্ম্মের দ্বারা কোন কালেও সম্ভবে না, অর্থাৎ আত্মবুদ্ধি মহাপুণ্যরূপ॥ এইরূপ মহাপুণ্যবানের মহিমা এইরূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে,—

'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপার-সংবিৎ-সুখসাগরেঽস্মিংল্লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ।'

(সূতসংহিতা, জ্ঞানযোগ খণ্ডে)

—অর্থাৎ, অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ ও সুখস্বরূপ পরব্রহ্মে যাঁহার চিত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীন হইয়া গিয়াছে, তাঁহার পুণ্যপ্রতাপে তাঁহার বংশ পবিত্র হইয়াছে, তাঁহার জননী কৃতার্থ হইয়াছেন, এবং পৃথিবী তাঁহার পুণ্যে পুণ্যবতী হইয়াছেন।

চৈতন্যরূপ স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম-আত্মা নিখিল প্রাণিমধ্যে আত্মরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন; সুতরাং তোমার মধ্যেও তিনি আত্মারূপে বিদ্যমান। অতএব, তুমি নিজকে চৈতন্যরূপ স্বয়ংপ্রকাশ আত্মদেব বলিয়া সিদ্ধান্ত কর। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশে চৈতন্যরূপ আত্মরূপ আত্মদেবকে ভুলিয়া, নিজেকে দেহরূপ মনে করে এবং চৈতন্যদেবকে নিজ স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র জানে, তাহার কোনকালেও মুক্তিলাভ হইতে পারে না, সে চিরকাল বদ্ধাবস্থায় থাকে। 'শ্রুতি' বলেন—

'অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽন্যোঽহমস্মি ইতি, ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম্।' (বৃহ, উ, ১।৪।১০)—অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আত্মদেবকে নিজ স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপে জানে এবং আত্মদেব হইতে স্বতন্ত্র দেবতার পূজা করে, সেই ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি উপাস্য ও উপাসকের বাস্তবিক স্বরূপকে জানে না, সে দেবতার পশুতুল্য।

'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।'

(বৃ, উ, ৪।৪।১৯)

—অর্থাৎ, যে এক ব্রহ্মচৈতন্যে নানারূপ ভেদ (ব্রহ্মা, ঈশ্বর, বিবিধ জীব ও বিচিত্র জগৎ) দর্শন করে অর্থাৎ যে অদ্বৈত ব্রহ্মে ভেদবুদ্ধি করে, সে বারংবার মৃত্যুমুখে পতিত হয় অর্থাৎ অভেদ জ্ঞানের অভাবে সে জন্মমৃত্যুর অতীত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে না।

'শ্রুতি' অন্যত্র বলিতেছেন—

'দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি।' —দ্বৈতবিচার হইতেই (জন্মমরণ-রূপ) ভয় উদয় হয়। (বৃহ, উ, ১।৪।২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'উদরমন্তরং কুরুতেঽথ তস্য ভয়ং ভবতি।'—অর্থাৎ, সামান্য মাত্রও ভেদবুদ্ধি করিলে (জন্মমরণরূপ) ভয় প্রাপ্ত হয়।

(তৈত্তি, উ, ২।৭।১)

'ভয়ং দ্বিতীয়াদ্বভিনিবেশঃ স্যাৎ।'—দ্বৈতভাবে আগ্রহ করিলে জন্মমরণাদি ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

'অবিজ্ঞাতে তত্ত্বে পরিগণন মাসীৎ প্রথমতঃ।
শিবোঽয়ং পূজেয়ং গুরুরয়মহং পূজক ইতি॥'

অর্থাৎ, যতকাল আত্মজ্ঞান লাভ না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত প্রথমতঃ এই শিব, এই পূজা, ইনি গুরু, আমি পূজক—এইরূপ ভেদময় পরিগণনা থাকে।

শ্রীভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—

'কামৈ স্তৈ স্তৈ হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥'

সরলার্থঃ। **তৈঃ তৈঃ** ইহামুত্র ভোগ বিশেষৈঃ **কামৈঃ** কাম্যন্তে ইতি কামাঃ তৈঃ কামৈঃ পুত্রপশুস্বর্গাদিবিষয়ৈঃ নানাবিধৈঃ কামনাভিঃ **হৃতজ্ঞানাঃ** হৃতম্ অপহৃতং দুরীকৃতং তিরোভাবিতং জ্ঞানং বিবেক-বিজ্ঞানং যেষাং তে হৃতজ্ঞানাঃ অপহৃতবিবেকাঃ [সন্তঃ] **তং তং** তত্তদ্দেবারাধনে প্রসিদ্ধং **নিয়মং** জপহোমদানোপবাসাদিলক্ষণং বিধিম্ **আস্থায়** আশ্রিত্য স্বয়া স্বকীয়য়া **প্রকৃত্যা** পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারবশাৎ **নিয়তাঃ** প্রেরিতাঃ ভূত্বা বশীকৃতাঃ সন্তঃ [প্রাকৃতাঃ কামাভিভূতাঃ জীবাঃ] **অন্যদেবতাঃ** অন্যাশ্চ তাঃ দেবতাশ্চ অন্য-দেবতাঃ সর্বাত্মনো ভগবতো বাসুদেবাদ্ ব্যতিরিক্তান্ অন্যান্ ইন্দ্রাদিদেবান্ [ভেদবুদ্ধ্যা] **প্রপদ্যন্তে** পূজয়ন্তি।

অর্থ। নানাপ্রকার কামনা দ্বারা যাহার বিবেকজ্ঞান নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এরূপ বিষয়াসক্ত সকামী মনুষ্য নিজ প্রকৃতি দ্বারা প্রেরিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া উপবাসাদি নানাপ্রকার নিয়ম অবলম্বন করে, ও আত্মদেব হইতে ভিন্ন অন্য অন্য ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করে।

পরন্তু—'দেহো দেবালয়ং প্রোক্তো জীবো দেবঃ সদাশিবঃ।
ত্যজেদজ্ঞাননির্মাল্যং সোঽহং ভাবেন পূজয়েৎ॥'

—দেহ হইতেছে দেবমন্দির, জীবচৈতন্যই সদাশিব (পরমাত্মা), ইহা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। অতএব, দ্বৈতভাবময় অজ্ঞানরূপ নির্ম্মাল্য পরিত্যাগ করিয়া "সোঽহমস্মি"—'সেই আমি', এইভাবে দেবপূজা করিবে॥

'ব্রহ্মাদিতৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥'

—এই দৃশ্য-চরাচর জগৎ মায়া দ্বারা কল্পিত, প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা।" এইরূপ অদ্বৈতজ্ঞান-নিষ্ঠ হইয়া সুখী হও।

"আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ।
দেহস্থোঽপি ন দেহস্থো জ্ঞাত্বৈনং মুক্তিভাগ্ ভবেৎ॥"

—আমি ত সাক্ষীস্বরূপ, বিভু, পূর্ণ, সনাতন, অদ্বৈত, পরাৎপর পুরুষ, আমি শরীরস্থিত হইয়া অ-শরীরী,—এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জীব মুক্ত হয়॥ অতএব—

'কূটস্থং বোধমদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয়।'—আমি কূটস্থ, জ্ঞানস্বরূপ, অদ্বৈত-আত্মা—এইরূপ বিচার কর।

'অহং ব্রহ্ম ন চান্যোঽস্মি মুক্তোঽহমিতি ভাবয়েৎ।'—'আমিই ব্রহ্ম, আমি অন্য কিছু নহি, আমি নিত্যমুক্ত,'—এইরূপ ভাবনা করিবে।

যেহেতু—'কেবলং ব্রহ্মবিজ্ঞানং জায়তেঽসৌ তদা শিবঃ।
তস্মাদ্বিজানতো মুক্তির্ণান্যথা ভাবকোটিভিঃ॥'

—একমাত্র ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতেই অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্ম' এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরোক্ষ জ্ঞান হইতেই সাধকের মুক্তিলাভ হয়, অন্য কোন জ্ঞান হইতে মুক্তি প্রাপ্তি হয় না ॥

* * *

'কো দেবঃ ? যো মনঃ সাক্ষীঃ। মনো মে দৃশ্যতে ময়া। তর্হি দেবস্ত্বমেবাসি একো দেব ইতি শ্রুতেঃ ॥'

কোন উত্তম অধিকারী মুমুক্ষু শ্রীগুরুমুখে শুনিয়াছিল—'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যতে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ (মু, উ, ২।২।৯)—সেই পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে ব্রহ্মদ্রষ্টা সাধকের বুদ্ধিস্থ অবিদ্যাবাসনা বিনষ্ট হয়, (আত্মা নিত্য কিনা, দেহাদি হইতে ভিন্ন কিনা ইত্যাদি) সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয়, এবং সঞ্চিত ও বর্ত্তমান জন্মে কৃত কর্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥' ইহা শুনিয়া সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—'আমি ব্রহ্মকে কিরূপে জানিতে পারিব ? কে আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করিবেন ? এইরূপ বিচার করিয়া সে কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যথাবিধি উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ পুরঃসর সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল—'কো দেবঃ ?—ভগবন ! ব্রহ্মদেব কে ?' গুরুদেব বলিলেন—'যো মনঃ সাক্ষীঃ ?—যিনি তোমার মনের সাক্ষী, তিনিই ব্রহ্মদেব ॥' গুরুদেবের উত্তর শুনিয়া শিষ্য পুনরায় বিচার করিতে লাগিল, মনের সাক্ষী কে ? এই প্রকারে অনেক বিচার করিয়াও সে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিল না। তখন সে কোন বিচারবান্ বিদ্বান পুরুষের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'আমার মনের সাক্ষী কে ?' তিনি উত্তর করিলেন, —'তোমার মনের সাক্ষী তুমি স্বয়ংই, অপর কেহ নহে।' উত্তর শুনিয়া সে সন্তোষ লাভ করিতে পারিল না। তখন সে এক সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিনয়নম্র বচনে প্রশ্ন করিল,—'ভগবান্ ! আমার মনের সাক্ষী কে ?' সন্ন্যাসী ঠাকুর উত্তর করিলেন,—'তোমার মনের সাক্ষী তুমি নিজেই, অপর কেহ তোমার মনের সাক্ষী নহে।' এই ভাবে বহুজনের নিকট গিয়া তাঁহার প্রশ্নের একই উত্তর পাওয়াতে, সে একান্তে বসিয়া বিচার করিতে লাগিল,—'ইঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর সত্য কি ? অথবা মিথ্যা, আমিই আমার মনের সাক্ষী অথবা অপর কেহ ?' বিচার করিতে করিতে সে বুঝিয়াছিল যে, মনের ধর্ম্ম সংকল্প-বিকল্প ; সুখদুঃখও মনই ভোগ করে, এবং বহির্জগতে গমনাগমনও মনই করে ; এই সকল মনোধর্ম্মের সাক্ষী জ্ঞাতা তো সে নিজেই। এইরূপে অনুভব দ্বারা নিজকে মনের সাক্ষী জানিয়া শিষ্য গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—'মনো মে দৃশ্যতে ময়া।'—'আমার মন আমার দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ আমার সাক্ষী আমি নিজেই, ইহা আমি জানিয়াছি।' তাহার অনুভব বাক্য শুনিয়া গুরুদেব বলিলেন,—'তর্হি দেবস্তুমেবাসি।'—'তাহা হইলেই তুমিই স্বয়ংপ্রকাশ দেবরূপ সাক্ষী আত্মা॥' পরে তিনি শ্রুতি প্রমাণের উল্লেখ করিলেন,—'একো দেব ইতি শ্রুতেঃ।' —আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যরূপ এক অদ্বিতীয় আত্মাই বিরাজমান রহিয়াছেন, ইহা ভগবতী শ্রুতি বলিতেছেন॥

অতএব, দ্বৈতভাবনা (ভ্রান্তি) পরিত্যাগ করিয়া 'মন বুদ্ধির সাক্ষী আত্মদেবই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা', এইরূপ নিশ্চয়করতঃ অভয়পদ প্রাপ্ত হও ও সুখে বিচরণ কর। 'শ্রুতি' বলিতেছেন—

'নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।' (কঠ, ১।৩।৫)—সেই ব্রহ্ম আত্মাকে শ্রবণ, মনন ও ধ্যান দ্বারা নিশ্চয় করিয়া মুমুক্ষু পুরুষ মৃত্যুরূপ সংসারগতি হইতে বিমুক্ত হন।

'স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি।' (মু, ৩।২।৯)—যিনি সেই নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মকে নিজ আত্মা হইতে অভিন্নরূপে জানেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হন।

'অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি (ছাঃ, ৪।২।৪)।'—অসঙ্গ আত্মাকে অভিন্নরূপে জানিয়া হে জনক! তুমি নিশ্চয়ই অভয়মুক্তি লাভ করিয়াছ।

'তরতি শোকমাত্মবিৎ।' (ছান্দোগ্য)—আত্মবিৎ পুরুষ শোক অতিক্রম করেন।

'জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।' (শ্বেঃ, ২।১৫)—নিজ আত্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে অভিন্নরূপে ব্রহ্মদেবকে দর্শন করিলে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি।' (শ্বে, ৩।৮)—পরমাত্মাকে জানিয়া উপাসক মৃত্যুকে অতিক্রম করে।

'জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি।' (শ্বে, ৪।১৪)—পরম কল্যাণরূপ ভগবানকে জানিয়া উপাসক পরম শান্তি লাভ করে।

'কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।' (ঈশঃ, ৭)—সমস্ত পদার্থকেই আত্মা হইতে অভিন্নরূপে দর্শন করিলে মোহ ও শোক থাকিতে পারে না।

'তমেব বিদ্বানমৃতো ভবতি।' (না, উ,)—পরমাত্মাকে জানিয়া জীব অমৃতত্ব লাভ করে।

'নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ।' (বৃ, ৪।৪।২৩)—পরমাত্মাকে জানিয়া মুক্ত আত্মা পুনরায় পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয় না।

'যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিস্থিতাঃ।' (কঠঃ ২।৬।১৪)—জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে মুমুক্ষুর অন্তঃকরণে যে সমস্ত কামনা থাকে, জ্ঞানলাভের পর সে সকল কামনা আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়।

ভগবতী 'শ্রুতি' বলিয়াছেন—'ন স পুনরাবর্ত্ততে।' (ছান্দোগ্য)—আত্মদর্শী পুরুষের আর জন্মধারণ করিতে হয় না।

'ব্রহ্মসূত্রে' ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন—'অনাবৃত্তিশব্দাৎ।' (৪।৪।২২)।

'শ্রীগীতায়' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলেন—'যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।'

* * * *

উপনিষদ্‌সমূহে আত্মার স্বরূপ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

(১) 'অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্।' (ঈশ, ৪)—সেই ব্রহ্ম আত্মা অদ্বিতীয়, স্বস্বরূপে অবিচল এবং মন হইতেও অধিক বেগবান্। ইন্দ্রিয়গণ এই আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। 'বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) 'তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥' (ঈশ, ৫)

—ব্রহ্ম স্বরূপে সদা স্থির একরস, কিন্তু সকলের মধ্য দিয়া সক্রিয়বৎ প্রতীয়মান্ হন। নিরাকার হেতু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হওয়াতে তিনি অতিদূরে, কিন্তু একাগ্র বুদ্ধিযোগে ধ্যানদ্বারা অভিন্নরূপে আত্ম-গ্রাহ্য হওয়াতে ব্রহ্ম (পরমেশ্বরতত্ত্ব) অতি নিকট। তিনি এই সমস্ত দৃশ্যমান জগতের অন্তরস্থিত স্বসত্ত্বাভাবে বিদ্যমান, আবার তিনিই সর্ব্বব্যাপীভাবে এই দৃশ্যমান্ জগতের বাহিরে বিদ্যমান।

(৩) 'স পর্য্যগাচ্ছুক্রম কায়মব্রণ
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মণীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু
র্যাথা তথ্য তোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥' (ঈশ, ৮)

—নিখিল প্রাণীর আধার এবং উপাসকগণের প্রাপ্যপদ সেই পর-মাত্মা সর্ব্বত্র বিদ্যমান; তিনি দীপ্তিমান্, সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর শূন্য, স্বতন্ত্র সত্তায় প্রকাশমান। তিনি সমস্ত সংসারের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় যথাযথরূপে অনাদিকাল হইতে করিয়া আসিতেছেন।

(৪) 'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচোহ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥' (কেন, ১।২)

—আত্মাই ইন্দ্রিয়সমূহের প্রেরক, সঞ্চালক ও নিয়ন্তা। তিনিই শ্রোতা, মন্তা, বক্তা ও দ্রষ্টা, শ্রোত্র-মন-বাক্য ও চক্ষু কেবল সাধন-মাত্র। প্রাণও এই আত্মার প্রেরণায় যাতায়াত করে। অর্থাৎ আত্মারই চেতন সত্তার প্রকাশ ইন্দ্রিয়সমূহে হয়। যে বুদ্ধিমান্ পুরুষ ইন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া আত্মাকে উল্লিখিতরূপে জানেন, তিনি মৃত্যুর পর সমস্তের আদিস্রোত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া অমর হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৫) 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি ন মনঃ।
ন বিদ্মো ন বীজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ
অন্যদেব তদ্ বিদিতাদথো অবিদিতাদধি ॥' (কেন, ১।৩)

—ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায় না। তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, তাঁহার স্বরূপ বাণী দ্বারা বর্ণন করা যায় না, তিনি মনের কল্পনারও অতীত। আমরা ইহা বুঝিতে পারি না, উক্ত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয় প্রকার পদার্থ হইতে অতীত ব্রহ্মকে কিরূপে উপদেশ করা যায়! তাঁহার স্বরূপ অবর্ণনীয়, ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও অগম্য।

(৬) 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্ ॥' (কঠ, ১।২।২০)

—আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও অতি সূক্ষ্ম, বৃহৎ হইতেও অতি বৃহৎ। আত্মা জীবের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত।

(৭) 'অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভূমাত্মানং মত্বাধীরো ন শোচতি ॥' (কঠ, ১।২।২২)

—আত্মা মহান ও সর্ব্বব্যাপী, সমস্ত নশ্বর শরীরে অবস্থিত ও অশরীরী। এইরূপ আত্মাকে জানিয়া ধীর পুরুষগণ শোকাতীত হন।

(৮) 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥'

(কঠঃ, ১।২।১৮)

—আত্মার উৎপত্তি ও নাশ দুইই নাই। আত্মা কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হন নাই এবং আত্মা হইতেও কোন কিছু উৎপন্ন হয় নাই। ইনি জন্ম-রহিত, সর্ব্বদা সমভাবাপন্ন, অবিনাশী এবং অনাদি; শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি হত হ'ন না।

(৯) 'য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে ॥'

(কঠ, ২।১।৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—যিনি এই দেহস্থ এই কর্ম্মফল-ভোক্তা জীবরূপ আত্মাকে অতীত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা বলিয়া জানেন, তিনি অদ্বৈতজ্ঞানলাভের পর আত্মপদ হইতে দূরে থাকেন না অর্থাৎ আত্মভাবে মগ্ন থাকেন।

(১০) 'একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।' (কঠ, ২।২।৯, ১০, ১১)

—ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ও সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরস্থ সাক্ষী আত্মা।

(১১) 'একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।'

(কঠ, ২।২।১২)

—ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা; তিনি নিজ অদ্বিতীয় স্বরূপকে প্রকৃতিরূপে বহুপ্রকারে প্রকাশ করেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

জ্ঞানটি চৈতন্যময়। চৈতন্যময় জ্ঞানে দিক্‌ভূমি আকাশাদি জ্ঞেয় বস্তু প্রকাশ পায়। দিক্‌ভূমি আকাশাদির প্রকাশ হয় কূটস্থ চৈতন্য দ্বারা; কিন্তু উহাদের জ্ঞান হয় যদ্‌দ্বারা, তিনি বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য। আত্মপ্রকাশ কি—যদি ধারণা করিতে পার, তবেই পূর্ণ-ব্রহ্মের প্রকাশ অনুভূত হইবে। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলেন, প্রকাশটি অর্থাৎ চৈতন্যময় জ্ঞানটি দিক্‌ভূমি আকাশাদি প্রকাশ্য বস্তু-হীন হইলে যাহা হয়, তাহাই আত্মপ্রকাশ বা আত্মজ্ঞান। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধে সর্ব্বদাই একটা ভেদ আছে। মায়ার আবরণ-শক্তি দ্বারা এই ভেদ আবৃত হইলে জ্ঞেয়টিতেই জ্ঞাতা আত্মত্ব স্থাপন করিয়া ফেলেন। জ্ঞাতাকে বা দ্রষ্টাকে দৃশ্য হইতে ভেদ জানাই জ্ঞানের কার্য্য। জ্ঞানের দ্বারা দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক্‌ভাবে থাকিলেই প্রথমে দৃশ্য বস্তু বা জ্ঞেয় বস্তু দূর হইয়া যাইবে। শেষে দৃশ্যদর্শনের অভাব হইলে, দ্রষ্টাও অদ্রষ্টাভাবে স্থিতিলাভ করিবেন। ইহাই কৈবল্য। অর্থাৎ, চিত্তের দ্রষ্টাভাবে থাকিতে পারিলে চিত্তস্পন্দন কল্পনা দূর হইয়া যাইবে এবং শেষে দ্রষ্টাও অদ্রষ্টাভাবে কৈবল্য-স্থিতি লাভ করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মভাবে স্থিতিলাভ করা অর্থে, যাহা এতদিন খণ্ড, পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইত, তাহাই উপাধিক্ষয়ে অখণ্ড অপরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মান হওয়া। ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। ইহাই খণ্ডের অখণ্ডে প্রবেশ। সম্পূর্ণরূপে উপাধি ধ্বংস না হইলে ইহা হয় না বলিয়া বলা হইয়াছে, "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাতা বিশতে তদনন্তরম্" (গীতা, ১৮।৫৫)। খণ্ড আত্মা আপনার দেহাত্মবোধ যে ত্যাগ করে, তাহা ভক্তির সাহায্যে। খণ্ড মনে করাই শক্তিহীন হওয়া। শক্তিহীন জনে শক্তিমানকে ডাকিলে তবে তাঁহার সাহায্যে শক্তি লাভ করিতে পারে। উপাধি-ব্যাধিগ্রস্ত আত্মা উপাধি ত্যাগ করিবার জন্যই ঈশ্বরকে ডাকিয়া থাকেন। মায়াও ঈশ্বরের উপাধি বটে, কিন্তু সে উপাধিতে ঈশ্বর বদ্ধ নহেন। উপাধিবদ্ধ জীব, উপাধিমুক্ত ঈশ্বরকে কাতরে ডাকিতে ডাকিতে যখন তাঁহার আজ্ঞাপালনরূপ সাধনা করে—যখন নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিয়া, উপাসনা দ্বারা চিত্ত একাগ্র করিয়া—শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিতে পারে, তখনই উপাধিশূন্য হইয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। ভক্তিসাহায্যে জ্ঞানানুষ্ঠানরূপ পরাভক্তি এইরূপ। কর্ম্ম ও ভক্তি দ্বারা তত্ত্বতঃ জ্ঞানলাভ হয়, ইহা সর্ব্ব-শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।" (গীতা, ১৮।৫৫)।

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পণ্ডিতগণ বিচারচক্ষে, যোগিগণ যোগজাত প্রত্যক্ষে, জ্ঞানিগণ স্বাত্মসাক্ষাৎকারে এবং শাস্ত্রীয় স্বতঃপ্রমাণে দেখিয়া শুনিয়া ও বিচার করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, সাংসারিক পদার্থে যে আনন্দ অনুভূত হয়, সে আনন্দ সাংসারিক পদার্থে বিদ্যমান নহে, পরন্তু তাহা আপন আত্মায় নিহিত। অর্থাৎ আপনাতে যে আনন্দ আছে, সে আনন্দই সাংসারিক পদার্থের দ্বারা উল্লসিত হয় মাত্র। সে আনন্দ অন্য কোথা হইতে আসে না, যায়ও না, উৎপন্নও হয় না। স্বচ্ছ পদার্থের সংযোগে আলোকের দ্বৈগুণ্য হওয়ার মত বিষয়-সম্পর্কে আত্মস্থ আনন্দ দ্বৈগুণ্য প্রাপ্ত হয় মাত্র। এই বিষয়ের আলোচনায় এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রতীতি হইয়া থাকে যে, আত্মস্বরূপ জ্ঞানই পরমানন্দ ও পরমপ্রিয় বস্তু। অতএব ব্যবহার-সম্বন্ধীয় স্ত্রী, পুত্র, ধন ও ধাম প্রভৃতিতে যে প্রীতি, সে প্রীতিও আপনার আত্মার এবং পরমার্থ-সম্বন্ধীয় ধৈর্য্য, সন্তোষ, সৎসঙ্গ, জ্ঞান ভক্তি ও গুরুসেবা প্রভৃতিতে যে প্রীতি, সে প্রীতিও আত্ম-মঙ্গলার্থ অর্থাৎ আত্মপ্রেমের বিবৃদ্ধ্যর্থ। **যে পুরুষ পরমানন্দ পরমপ্রিয় পরমাত্মাকে আপন আত্মা বলিয়া জানে, জানিয়া পরমাত্মার আশ্রিত হয়, সেই পুরুষই আপন অভেদে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়।** যে ব্যক্তি ভেদবুদ্ধি-বিশিষ্ট, সে পুরুষ পরমাত্মাকে জানিবার অধিকারী নহে। সে পরমাত্মার পরমানন্দত্ব ও পরমপ্রিয়ত্ব, বুদ্ধিতে ধারণ করিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ লিখিত ও লিখীয়মান গ্রন্থাবলীর তালিকা

(ক) বাঙ্গলা

১। সাধন-সহায় ৩৲
২। 'সাধন-সহায়'-পরিশিষ্ট ১৲
৩। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ" ॥০
৪। সমন্বয় ॥০
৫। ভক্তি ও জ্ঞান ॥০
৬। দীক্ষা-তত্ত্ববিচার ১৲
৭। তত্ত্ব-নিরূপণ ১৲
৮। জগতের মূলকারণ ৩৲
৯। মৃত্যুর পরের অবস্থা ২৲
১০। প্রবন্ধ-রত্নাবলী ২৲
১১। বিচার-ধারা ২৲
১২। বর্ণাশ্রম-প্রসঙ্গ ২৲
১৩। শৈবদর্শন ৵০
১৪। কলিযুগে পশুবলি নিষিদ্ধ ৵০
১৫। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার উপদেশামৃত ১৲

(খ) হিন্দী

১৬। সাধনসহায় ।০
১৭। আত্মপ্রসঙ্গ ২৲
১৮। ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ২৲
১৯। যজুর্ব্বেদি-সন্ধ্যাবিধিঃ ॥০
২০। বলিবৈশ্বদেববিধিঃ ।০
২১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ('মুমুক্ষু-বোধিকা'—সংস্কৃত ব্যাখ্যাসমেতা) ৪৲

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র লাহিড়ী
৮৮, যতীন দাস রোড,
কলিকাতা-২৯

শ্রীশিশিরকুমার সুর
২৪, মিডল রোড,
কলিকাতা-১৪

শ্রীবিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৪, কাঁসারিপাড়া রোড, কলিকাতা-২৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi